সাঙ্খ্যপ্রবচন-সূত্র।

প্রথম অধ্যায়।

অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ। ১।

অথ শব্দ মঙ্গলবাচক, এই জন্যই গ্রন্থের প্রারম্ভে অথ শব্দ প্রযুক্ত হয়। ত্রিবিধ দুঃখের যে অত্যন্ত-নিবৃত্তি, তাহাই অত্যন্ত অর্থাৎ পরমপুরুষার্থ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধি-দৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখের উপশম হইলে অর্থাৎ অনন্তকাল কোন প্রকার দুঃখেই অভিভূত হইবে না, এই প্রকার বোধ জন্মিলেই তাহাকে পরমপুরুষার্থ (মুক্তি) কহে ॥ ১ ॥

ন দৃষ্টাৎ তৎসিদ্ধিনিবৃত্তেরপ্যনুবৃত্তিদর্শনাৎ। ২।

শাস্ত্র-বিহিত উপায় ভিন্ন দৃষ্ট উপায়ে (সম্পত্তি প্রভৃতি) দ্বারা [illegible]পুরুষার্থ-[illegible] যায় নাই।

ইহার তাৎ[illegible] ধনসম্পত্তি দ্বারা যে দুঃখনাশ হয়, তাহাকে আত্য[illegible] না ; কেন না, তদ্দ্বারা দুঃখ সমূলে বিনষ্ট হয় না, পুনরায় দুঃখ ঘটিবার সম্ভব ॥ ২ ॥

প্রাত্যহিকক্ষুৎপ্রতীকারবৎ তৎপ্রতীকারচেষ্টনাৎ পুরুষার্থত্বম্।৩

ভোজন দ্বারা যেমন প্রাত্যহিক ক্ষুধার শান্তি হয়, ধনসম্পত্তি দ্বারাও তদ্রূপ স্থূলদুঃখের উপশম হইতে পারে; এই জন্য লোকে ধনাদি উপার্জ্জনে চেষ্টা করে; কিন্তু ধনাদি দ্বারা দুঃখ নিবারণকে পরম নিবৃত্তি বলা যায় না॥ ৩ ॥

সর্ব্বাসম্ভবাৎ সম্ভবেঽপ্যত্যন্তাসম্ভবাৎ হেয়ঃ প্রমাণকুশলৈঃ।৪।

যখন পুনরায় দুঃখ ঘটিবার সম্ভব, তখন লৌকিক উপায়ে যে দুঃখ-প্রতীকার, তাহাকে আত্যন্তিক বলা যায় না। এই জন্যই বিবেকী লোক লৌকিক উপায় ত্যাগ করত শাস্ত্রীয় উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন॥ ৪ ॥

উৎকর্ষাদপি মোক্ষস্য সর্ব্বোৎকর্ষশ্রুতেঃ। ৫।

শ্রুতিতে মোক্ষের উৎকর্ষতা লিখিত আছে। ধনাদি অপেক্ষা মোক্ষই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ॥ ৫ ॥

অবিশেষশ্চোভয়োঃ। ৬।

দৃষ্ট উপায় অর্থাৎ ধনাদি এবং বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড উভয়ই তুল্য।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কি ধনাদি, কি যাগযজ্ঞাদি কিছুতেই আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই। বিবেকজ্ঞান জন্মিলেই মোক্ষরূপ পরমপুরুষার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়॥ ৬ ॥

ন স্বভাবতো বদ্ধস্য মোক্ষসাধনোপদেশবিধিঃ ।৭।

যদি বল যে, দুঃখ-সংযোগই বন্ধন। তবে কি দুঃখ স্বাভাবিক? এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া তাহার মীমাংসা করা যাইতেছে।—বন্ধনকে স্বাভাবিক বলা যায় না। যদি স্বাভাবিক হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রোক্ত মোক্ষোপায় ও তদ্বিধান বিফল হইয়া যায়।

যদি বন্ধন স্বাভাবিক হইত, তাহা হইলে শাস্ত্রে মোক্ষোপায় লিখিত থাকিত না ॥ ৭ ॥

স্বভাবস্যানপায়িত্বাদননুষ্ঠানলক্ষণমপ্রামাণ্যম্। ৮।

স্বভাব অনপায়ী অর্থাৎ যাবৎ আধার বিদ্যমান থাকে, তাহার স্বভাব ততদিন স্থায়ী হয়। বন্ধন যদি স্বাভাবিক হয়, তবে আত্মার বিদ্যমানতা যাবৎ তাহা স্থায়ী থাকিবে। নচেৎ শ্রৌত উপদেশ অপ্রামাণ্য হয় ॥ ৮ ॥

নাশক্যোপদেশবিধিরুপদিষ্টেঽপ্যনুপদেশঃ। ৯।

অশক্য বিষয়ে উপদেশ-বিধান অসম্ভব। তাহাকে প্রকৃত উপদেশ বলা যায়। কারণ, তাহাতে ফলের প্রত্যাশা নাই ॥ ৯ ॥

শুক্লপটবদ্বীজবচ্চেৎ? ১০।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, শুক্লবস্ত্র ও বীজবৎ স্বভাবের অপগম ত সম্ভব? অর্থাৎ বর্ণান্তর দ্বারা যেমন শুক্লবস্ত্রের বর্ণপরিবর্ত্তন এবং যোগিসঙ্কল্প দ্বারা যেমন অঙ্কুর-শক্তির বিদূরণ হয়, তদ্রূপ বন্ধন স্বাভাবিক হইলে সাধনবলে তাহার অপনয়ন হইতে পারে। এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া পরসূত্রে তাহার উত্তর প্রদত্ত হইতেছে ॥ ১০ ॥

শক্ত্যুদ্ভবানুদ্ভবাভ্যাং নাশক্যোপদেশঃ। ১১।

তাহা হইতে পারে না। কেন না, শক্তির উদ্ভব ও অনুদ্ভব (অন্তর্ধান) ভিন্ন আর কিছুই হয় না। সুতরাং অশক্য বিষয়ের উপদেশের বিধান অসম্ভব।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যদিও বস্ত্রের শুক্লত্বশক্তি ও বীজের অঙ্কুরশক্তির অন্তর্ধান হয় সত্য, কিন্তু তাহার মূলোচ্ছেদ [illegible] রজকের কার্য্যে বা যোগিসংকল্পে তাহার পুনরুদ্ভব হইতে পারে।

সুতরাং বন্ধন যে স্বাভাবিক নহে, তাহা স্থিরীকৃত হইল॥ ১১ ॥

ন কালযোগতো ব্যাপিনো নিত্যস্য সর্ব্বসম্বন্ধাৎ। ১২।

অতঃপর কালাদিকৃত আশঙ্কার নিরাস হইতেছে।—যদি বল যে, কালের সংযোগ আছে বলিয়াই বন্ধন; তাহাও অসম্ভব। কেন না, কাল সর্ব্বব্যাপী; কি মুক্ত, কি অমুক্ত, সকল পুরুষের সহিতই তাহার সম্বন্ধ আছে॥ ১২ ॥

ন দেহযোগতোঽপ্যস্মাৎ। ১৩।

দেহসংযোগ নিবন্ধন বন্ধন, এ কথাও উপরিকথিত কারণে বলা যাইতে পারে না। অর্থাৎ দেহের সহিত পরিপূর্ণ সর্ব্বব্যাপী পুরুষের সামান্যতঃ সম্বন্ধ বিদ্যমানই আছে॥ ১৩ ॥

নাবস্থাতো দেহধর্ম্মত্বাত্তস্যাঃ। ১৪।

যদি বল, অবস্থাভেদে বন্ধন ঘটে। এ কথাও যুক্তিযুক্ত নহে। কেন না, উহা পুরুষের নহে, দেহের॥ ১৪ ॥

অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ। ১৫।

শ্রুতিতে লিখিত আছে, পুরুষ অসঙ্গস্বভাব। (সুতরাং তাঁহার বন্ধন অসম্ভব) ॥ ১৫ ॥

ন কর্ম্মণা, অন্যধর্ম্মত্বাদতিপ্রসক্তেশ্চ। ১৬।

কর্ম্ম দেহের * ধর্ম্ম; সুতরাং কি বিহিত কর্ম্ম, কি অবিহিত কর্ম্ম, কিছুর দ্বারাই পুরুষের বন্ধন সম্ভব নহে। একের ধর্ম্মে অপরের বন্ধন স্বীকার করিলে অতিপ্রসক্তি-দোষ ঘটে॥ ১৬ ॥

* এখানে দেহ অর্থাৎ চিত্ত।

বিচিত্রভোগানুপপত্তিরন্যধর্ম্মত্বে। ১৭।

(বন্ধন অর্থাৎ দুঃখ এবং ভোগ অর্থাৎ সুখদুঃখ-সাক্ষাৎকার) যদি বল, বন্ধন কেবল মনের ধর্ম্ম, তাহা হইলে ভোগবৈচিত্র্যের অনুপপত্তি হয় অর্থাৎ পুরুষের সহিত ভোগের সম্পর্ক আছে স্বীকার করিতে হইবে, নচেৎ সকল পুরুষকে সকল দুঃখ ভোগ করিতে দেখা যায় না কেন, এই আপত্তি উত্থাপিত হয়॥ ১৭॥

প্রকৃতিনিবন্ধনা চেৎ, ন তস্যা অপি পারতন্ত্র্যম্। ১৮।

প্রকৃতিরও পারতন্ত্র্য আছে অর্থাৎ কোন সংযোগ ব্যতীত প্রকৃতি পুরুষে দুঃখ সমর্পণ করিতে সমর্থ নহে; সুতরাং প্রকৃতি-নিবন্ধন যে পুরুষ বদ্ধ, তাহাও নহে॥ ১৮॥

ন নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবস্য তদ্‌যোগস্তদ্‌যোগাদৃতে। ১৯।

পুরুষ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব. প্রকৃতিযোগ ভিন্ন তাঁহার বন্ধন অসম্ভব॥ ১৯॥

নাবিদ্যাতোঽপ্যবস্তুনা বন্ধাযোগাৎ। ২০।

যদি বল যে, অবিদ্যা (মিথ্যাজ্ঞান) নিবন্ধন আত্মার বন্ধন ঘটে। ইহাও অযুক্ত, তাহাই মীমাংসিত হইতেছে :—অবিদ্যা অবস্তু, তাহার দ্বারা বন্ধন অসম্ভব॥ ২০॥

বস্তুত্বে সিদ্ধান্তহানিঃ। ২১।

বস্তু বলিলে সিদ্ধান্তের হানি হয়॥ ২১॥

বিজাতীয়দ্বৈতাপত্তিশ্চ। ২২।

উহাতে বিজাতীয় দ্বৈতাপত্তি হয় অর্থাৎ বিজাতীয় দ্বৈত থাকে, এই আপত্তি উপস্থিত হয়।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অবিদ্যাবাদীরা কেবল বিজ্ঞান মানেন। অবিদ্যা বিজ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত নহে॥ ২২॥

বিরুদ্ধোভয়রূপা চেৎ ? ২৩।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, আমরা উহাকে বিরুদ্ধ-উভয়রূপা বলি ? অর্থাৎ সত্য মিথ্যা উভয়রূপ বলি ? ২৩॥

ন তাদৃক্‌পদার্থাপ্রতীতেঃ। ২৪।

উপরি-কথিত প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইতেছে।—তাহাও বলা যায় না। কেন না, তদ্রূপ পদার্থের অপ্রতীতিই দেখা যায়। যাহার দৃষ্টান্ত নাই, তাহা সিদ্ধ হইতে পারে না॥ ২৪॥

ষট্‌ ন বয়ং পদার্থবাদিনো বৈশেষিকাদিবৎ। ২৫।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, আমরা বৈশেষিকাদিবৎ ষট্‌পদার্থবাদী নহি। অর্থাৎ নিয়মিত পদার্থসংখ্যাকারীদের মতে অতিরিক্ত স্বীকার দোষাবহ॥ ২৫॥

অনিয়তত্বেঽপি নাযৌক্তিকস্য সংগ্রহোঽন্যথা
বালোন্মত্তাদিসমত্বম্‌। ২৬।

উপরিকথিত প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইতেছে।—সেরূপ অনিয়তত্ব হইলেও অযৌক্তিক বস্তু সংগ্রহ করিতে পার না। সেরূপ করিলে বালক ও উন্মত্তবৎ হইতে হয়॥ ২৬॥

নাঽনাদিবিষয়োপরাগনিমিত্তকোঽপ্যস্য। ২৭।

যদি বল যে, বাহিরে যে ক্ষণবিনশ্বর দৃশ্য দৃষ্ট হয়, উহারই বাসনাত্মক সংস্কার বন্ধনের কারণ। ইহারই উত্তর প্রদত্ত হইতেছে।—ধারাবাহিকরূপে অনাদি বিষয়বাসনা হইতে পুরুষের বন্ধন ঘটিতে পারে না। বাসনা ও উপরাগ তুল্য কথা॥২৭॥

ন বাহ্যাভ্যন্তরয়োরুপরজ্যোপরঞ্জকভাবোঽপি
দেশব্যবধানাৎ স্রুঘ্নস্থপাটলিপুত্রস্থয়োরিব। ২৮।

স্রুঘ্নদেশবাসী ও পাটলিপুত্রবাসী এই উভয় ব্যক্তির মধ্যে

দেশব্যবধান থাকা নিবন্ধন যেমন উপরজ্য-উপরঞ্জকভাব সম্ভবে না, তদ্রূপ বহিঃস্থ ও অন্তঃস্থ এই উভয়েরও উপরজ্য-উপরঞ্জকভাব সম্ভবপর নহে।

উপরজ্য-উপরঞ্জক ভাব অথবা বাস্যবাসকভাব সংযোগ ভিন্ন হয় না। বস্ত্র ও কুসুম ইহার দৃষ্টান্ত। উভয়ের সংযোগ ঘটিলেই বাস্যবাসকভাব হয়; নচেৎ নহে। অন্তরে আত্মা, বাহিরে বিষয়, মধ্যে দেহ ব্যবধান রহিয়াছে, সংযোগ নাই; সুতরাং বাস্যবাসক-ভাব হইতে পারে না॥ ২৮॥

দ্বয়োরেকদেশলব্ধোপরাগাৎ ন ব্যবস্থা। ২৯।

আত্মাও ইন্দ্রিয়বৎ, বিষয় দেশে যায়, এ কথায় কি বদ্ধ, কি মুক্ত, দুইয়েরই বিষয়োপরাগ হয়, বন্ধমোক্ষ-ব্যবস্থা থাকে না॥২৯॥

অদৃষ্টবশাৎ চেৎ? ৩০।

যদি বল, বাসনা বা উপরাগ অদৃষ্টবশে জন্মে। তাহাও নহে॥ ৩০ ॥

ন দ্বয়োরেককালাযোগাদুপকার্য্যোপকারকভাবঃ। ৩১।

কর্ত্তা ও ভোক্তা এই উভয়ের সহাবস্থিতি হয় না, ইহাই তোমাদের মত; সুতরাং উপকার্য্য-উপকারকভাব ঘটিবার সম্ভব নাই।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তোমরা সকলকেই ক্ষণিক বল, কাজেই কর্ত্তার বিদ্যমানে ভোক্তার অভাব ঘটে; সুতরাং কর্ম্ম-জন্য অদৃষ্ট তোমাদের মতে নাই॥ ৩১॥

পুত্রকর্ম্মবদিতি চেৎ? ৩২।

পুত্রের সংস্কারোদ্দেশে পিতা কর্ত্তৃক জাতকর্ম্মাদি অনুষ্ঠিত হয়; সুতরাং তজ্জন্য শুভাদৃষ্ট দ্বারা পুত্রের হিতসাধন হইয়া

থাকে ; সেই দৃষ্টান্ত-প্রদর্শন দ্বারা কর্তৃনিষ্ঠ অদৃষ্ট ভোক্তার অদৃষ্ট উৎপাদন করে, এই কথা বলাই তোমাদের অভিপ্রায় ॥ ৩২ ॥

নাস্তি হি তত্র স্থির একাত্মা যো গর্ভা-
ধানাদিনা সংস্ক্রিয়েত। ৩৩।

আমাদের মতে তোমাদের সে কথা খাটে না। গর্ভাধানাদি নিবন্ধন সংস্কৃত হয়, তাদৃশ স্থায়ী আত্মা তোমাদের মতে স্বীকৃত নহে ॥ ৩৩ ॥

স্থিরকার্য্যাসিদ্ধেঃ ক্ষণিকত্বম্। ৩৪।

সমস্ত কার্য্যই অর্থাৎ জড় পদার্থই ক্ষণভঙ্গুর, ইহাই তোমাদের স্বীকার্য্য ; কাজে কাজে বন্ধনও ক্ষণভঙ্গুর ॥ ৩৪ ॥

ন প্রত্যভিজ্ঞাবাধাৎ। ৩৫।

বন্ধন দূরে থাকুক, কোন পদার্থই ক্ষণিক নহে। ক্ষণিকত্বে প্রত্যভিজ্ঞাবাধা বিদ্যমান।

অর্থাৎ জাত জ্ঞানকে প্রত্যভিজ্ঞা কহে। যে আমি পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সেই আমি তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি, ইহার নাম প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞান। ঈদৃশ জ্ঞান দ্বারা দ্রষ্টৃ-দৃশ্যের স্থায়িত্ব প্রমাণ করিয়া দেয় ॥ ৩৫ ॥

শ্রুতিন্যায়বিরোধাচ্চ। ৩৬।

ক্ষণিকবাদ ও শ্রুতিযুক্তি দুই প্রমাণবিরুদ্ধ ॥ ৩৬ ॥

দৃষ্টান্তাসিদ্ধেশ্চ। ৩৭।

মূল দৃষ্টান্তের অসিদ্ধি দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ যদি দীপের দৃষ্টান্ত ধর, তবে দেখ, উহা ক্ষণিক, কি স্থায়ী, তাহাতে সন্দেহ আছে ; সুতরাং এ দৃষ্টান্ত প্রামাণ্য নহে ॥ ৩৭ ॥

যুগপজ্জায়মানয়োর্ন কার্য্যকারণভাবঃ। ৩৮।

এককালোৎপন্ন পদার্থদ্বয়ের কোন্‌টি কার্য্য এবং কোন্‌টি কারণ, তাহা স্থিরীকৃত হইতে পারে না ॥ ৩৮ ॥

পূর্ব্বাপায়ে উত্তরাযোগাৎ। ৩৯।

পূর্ব্বের অপায়ে উত্তরের (কার্য্যের) উদ্ভব অসম্ভব। অর্থাৎ ক্ষণভঙ্গুরত্ববাদের সিদ্ধান্তে কারণ-পদার্থ দ্বিতীয়ক্ষণে থাকে না। কাজেই কারণের অভাবে কার্য্যের উদ্ভব অসম্ভব ॥ ৩৯ ॥

তদ্ভাবে তদযোগাদুভয়ব্যভিচারাদপি ন। ৪০।

ক্ষণিকবাদে অন্বয় ও ব্যতিরেক এই যুক্তিদ্বয়ের ব্যভিচার থাকা নিবন্ধন কে কাহার কারণ, তাহা স্থির হয় না; এই জন্য যে ক্ষণে কারণের বিদ্যমানতা, সে ক্ষণে অনুৎপন্নতা নিবন্ধন কার্য্যের সঙ্গে তাহার অসম্বন্ধ ॥ ৪০ ॥

পূর্ব্বভাবমাত্রে ন নিয়মঃ। ৪১।

যদি বল, পূর্ব্বক্ষণে থাকে, এই হেতু কারণ; তাহা হইলে অমুক উপাদান-কারণ এবং অমুক নিমিত্ত-কারণ, এ বিভাগের অভাব ঘটে ॥ ৪১ ॥

ন বিজ্ঞানমাত্রং বাহ্যপ্রতীতেঃ। ৪২।

অধুনা বিজ্ঞানবাদীর মত দূষিত হইতেছে। বিজ্ঞান ভিন্ন প্রকৃতপক্ষে অন্য কিছু নাই, ইহাই তাঁহাদের মত; সুতরাং বন্ধনও স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থবৎ মিথ্যা। ইহারই উত্তর প্রদত্ত হই-তেছে।—বিজ্ঞান ভিন্ন আর কিছু নাই, বিজ্ঞানই তত্ত্ব, এ কথা বলা যাইতে পারে না। কেন না, বাহ্য পদার্থেরও বিজ্ঞানবৎ প্রতীতি হইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

তদভাবে তদভাবাৎ শূন্যং তর্হি। ৪৩।

তদভাবে তদভাব; সুতরাং শূন্যই কি তত্ত্ব? অর্থাৎ যদি বাহ্যপদার্থ না থাকে, তবে বিজ্ঞানও নাই। যদি বাহ্যপদার্থও না থাকিল, বিজ্ঞানও না থাকিল, তবে কি শূন্যই তত্ত্ব? প্রতীত হয় বলিয়া যেমন বিজ্ঞান স্বীকার্য্য, তদ্রূপ বাহ্যপদার্থও প্রতীত হয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে॥ ৪৩॥

শূন্যং তত্ত্বং ভাবো বিনশ্যতি বস্তুধর্ম্মত্বাদ্বিনাশস্য।৪৪।

শূন্যই তত্ত্ব অর্থাৎ শূন্যকেই স্থায়ী বা সার বলা যায়। ভাব বিনাশধর্ম্মী। বিনাশকে শূন্য বলা যায়। সুতরাং প্রথমে শূন্য ও অন্তেও শূন্য; কাজেই মধ্যস্থিত যৎকিঞ্চিৎ কাল, তাহাও শূন্য। অতএব প্রতীত হইল যে, শূন্যই পরমার্থ॥ ৪৪॥

অপবাদমাত্রমবুদ্ধানাম্। ৪৫।

ভাবমাত্রই বিনাশধর্ম্মী, মূঢ়েরাই এই অলীক কথা বলে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, নাশহেতু না থাকা নিবন্ধন নিরবয়ব বস্তু বিনষ্ট হয় না॥ ৪৫॥

উভয়পক্ষসমানক্ষেমত্বাদয়মপি। ৪৬।

পূর্ব্বকথিত পক্ষদ্বয়বৎ এই শূন্যবাদ নিরসনীয়। যে যুক্তিবলে পূর্ব্বকথিত মত নিরাকৃত হইয়াছে, শূন্যবাদও সেই যুক্তিবলে নিরসনীয় হইবে॥ ৪৬॥

অপুরুষার্থত্বমুভয়থা। ৪৭।

শূন্যবাদ উভয়থা অপুরুষার্থ অর্থাৎ কি স্বতঃ কি পরতঃ কোন পুরুষের ইষ্ট নহে॥ ৪৭॥

ন গতিবিশেষাৎ। ৪৮।

যদি বল, গতিবিশেষ হেতু বন্ধন অর্থাৎ দেহপ্রবেশ দ্বারা বন্ধন ঘটে, এ কথাও অসঙ্গত ॥ ৪৮ ॥

নিষ্ক্রিয়স্য তদসম্ভবাৎ। ৪৯।

নিষ্ক্রিয়ের তাহা অসম্ভব। অর্থাৎ আত্মা নিষ্ক্রিয় ও বিভু, তাঁহার গতি কদাচ সম্ভবে না ॥ ৪৯ ॥

মূর্ত্তত্বাদ্ঘটাদিবৎ সমানধর্ম্মাপত্তাবপসিদ্ধান্তঃ। ৫০।

যদি বল, আত্মা ঘটাদিবৎ মূর্ত্ত। সে সিদ্ধান্তও সমীচীন নহে। কারণ, তাহা হইলে আত্মাকে ঘটাদিসমধর্ম্মী বলিতে হয়। সুতরাং ইহা অপসিদ্ধান্ত ॥ ৫০ ॥

গতিশ্রুতিরপ্যুপাধিযোগাদাকাশবৎ। ৫১।

আত্মার ইহ-পরলোক-সঞ্চরণের কথা শ্রুতিতে যাহা দেখা যায়, আকাশবৎ উহা ঔপাধিক ; এ কথা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে। অর্থাৎ আকাশ যেমন গতিহীন সর্ব্বব্যাপী, অথচ তাহাতে, ঘটোপাধির গতি উপচরিত হয়, আত্মাতেও তদ্রূপ দেহের গতি উপচরিত হইতে পারে ॥ ৫১ ॥

ন কর্ম্মণাপ্যতদ্ধর্ম্মত্বাৎ। ৫২।

কর্ম্মকেও বন্ধন-কারণ বলা যায় না। কারণ, তাহা আত্মধর্ম্ম নহে, উহা চিত্তের ধর্ম্ম। (কর্ম্মানুষ্ঠানোৎপন্ন অদৃষ্টই এখানে কর্ম্মশব্দে অভিহিত) ॥ ৫২ ॥

অতিপ্রসক্তিরন্যধর্ম্মত্বে। ৫৩।

একের ধর্ম্মে অন্যের বন্ধন, ইহাতে অতিপ্রসক্তি-দোষ ঘটে। (বাধক তর্ককেই অতিপ্রসক্তি বলে) ॥ ৫৩ ॥

নির্গুণাদিশ্রুতিবিরোধশ্চেতি। ৫৪।

শ্রুতিতে লিখিত আছে, আত্মা কেবল ও নির্গুণ; সুতরাং বন্ধন ঔপাধিক নহে; উহা সত্য ও স্বাভাবিক, এ পক্ষও শ্রুতি-যুক্ত নহে ॥ ৫৪ ॥

তদ্‌যোগোঽপ্যবিবেকাৎ ন সমানত্বম্। ৫৫।

অবিবেক বশতঃ পুংপ্রকৃতি-যোগ হয় অর্থাৎ পুংপ্রকৃতিযোগ অবিবেকমূলক ও অনাদি। প্রকৃতির সহিত পুরুষের অবিবিক্ত স্থিতিই সংসারের কারণ। মুক্ত পুরুষে অবিবেক থাকা অসম্ভব; সুতরাং তাহাতে পুনঃ প্রকৃতিযোগ হয় না; এ পক্ষ ও পূর্ব্বোক্ত পক্ষ তুল্য নহে ॥ ৫৫ ॥

নিয়তকারণাত্তদুচ্ছিত্তির্ধ্বান্তবৎ। ৫৬।

একটিমাত্র নিরূপিত কারণে অবিবেকের উচ্ছেদ হয়। আলোকের উদয়ে যেমন অন্ধকারের উচ্ছেদ হয়, বিবেকের উদয়ে সেইরূপ অবিবেকের উচ্ছেদ হইয়া থাকে ॥ ৫৬ ॥

প্রধানাবিবেকাদন্যাবিবেকস্য তদ্ধানে হানম্। ৫৭।

প্রকৃতির সহিত পুরুষ যে একীভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই অবিবিক্ততাই অপরাপর অবিবেকের মূল। মূল অবিবেকের বিনাশ হইলেই শাখাভূত অপরাপর অবিবেক বিলোপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৫৭ ॥

বাঙ্মাত্রং ন তু চিত্তস্থিতেঃ। ৫৮।

অবিবেক অথবা বন্ধন চিত্তে সংস্থিত; সুতরাং তৎসমস্ত পুরুষে তত্ত্ব (সত্য) নহে। উহা উপচারকথা মাত্র। ঐ সমস্ত পুরুষে (আত্মায়) উপচারক্রমে প্রয়োগ করা হয় ॥ ৫৮ ॥

যুক্তিতোঽপি ন বাধ্যতে দিঙ্মূঢ়বদপরোক্ষাদৃতে ।৫৯।

শাস্ত্র-শ্রবণ বা যুক্তির আশ্রয় দ্বারা অবিবেক দূর হইতে পারে না সাক্ষাৎকারই তাহার উচ্ছেদের উপায়।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যতক্ষণ দিগ্‌যাথার্থ্যের সাক্ষাৎ না হয় অর্থাৎ দিকের যাথার্থ্য উপলব্ধি না হয়, ততক্ষণ যেমন দিগ্‌-ভ্রান্তের দিগ্‌ভ্রম দূর হয় না, তদ্রূপ যতক্ষণ বিবেকের সাক্ষাৎ না হয়, ততক্ষণ অবিবেকের উচ্ছেদের সম্ভব নাই ॥ ৫৯ ॥

অচাক্ষুষাণামনুমানেন বোধো ধূমাদিভিরিব বহ্নেঃ। ৬০।

অধুনা প্রকৃতির অস্তিত্ব প্রমাণীকৃত হইতেছে।—যে বহ্নি অদৃষ্টচর, ধূমাদি দেখিলে যেমন তাহার অনুভব হয়, তদ্রূপ অনুমাণ-প্রমাণে অপ্রত্যক্ষ বস্তুর অর্থাৎ প্রকৃত্যাদির অস্তিত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৬০ ॥

সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতের্মহান্ মহতোঽহঙ্কারোঽহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ং তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ। ৬১।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাকেই প্রকৃতি কহে। জগদ্বীজরূপা প্রকৃতির প্রথম পরিণাম মহত্তত্ত্ব। মহত্তত্ত্বের পরিণাম অহঙ্কারতত্ত্ব। অহঙ্কারতত্ত্বের পরিণাম দুই প্রকার;—পঞ্চতন্মাত্রা ও দ্বিপ্রকার ইন্দ্রিয়। পঞ্চতন্মাত্রা হইতে স্থূলভূত-পঞ্চক। এই প্রকারে প্রকৃতি সহ প্রাকৃতিক বস্তু চতুর্বিংশ এবং পুরুষ এক। সমবায়ে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব বিদ্যমান ॥ ৬১ ॥

স্থূলাৎ পঞ্চতন্মাত্রস্য। ৬২।

স্থূলভূতের (দৃশ্য পৃথ্ব্যাদি) দর্শনে তৎসমস্তের কারণীভূত

তন্মাত্রাপঞ্চকের (সূক্ষ্মভূতের) অস্তিত্ব নির্ণয় হইয়া থাকে। যে হেতু, কার্য্যদর্শনেই কারণের অনুমান হয়॥ ৬২॥

বাহ্যাভ্যন্তরাভ্যাং তৈশ্চাহঙ্কারস্য। ৬৩।

বাহ্ ও আন্তর ইন্দ্রিয় এবং তন্মাত্রা এই উভয়ের দ্বারা ঐ দুইয়ের কারণ অহঙ্কারতত্ত্বের অস্তিত্ব অনুমিত হইয়া থাকে॥৬৩॥

তেনান্তঃকরণস্য। ৬৪।

তদ্দ্বারা অর্থাৎ অহঙ্কারতত্ত্বদ্বারা তৎকারণ অন্তঃকরণের (মহত্তত্ত্বের) অস্তিত্ব নির্ণীত হইয়া থাকে॥ ৬৪॥

ততঃ প্রকৃতেঃ। ৬৫।

মহত্তত্ত্ব দ্বারা মূলকারণ প্রকৃতি নির্ণীত হয়॥ ৬৫॥

সংহতপরার্থত্বাৎ পুরুষস্য। ৬৬।

সংযুক্ত দুই বা তদধিক বস্তুকেই সংহত কহে। সাবয়ব বস্তুই সংহত। সংহতমাত্রেই পরার্থ অর্থাৎ পরের ভোগ্য।

প্রকৃতি ও প্রত্যেক প্রাকৃতিককেই সংহত জানিবে; সুতরাং উহা পরার্থ। সেই পর পুরুষ (আত্মা)। এই প্রকারে আত্মার অনুমান করিতে হয়। মিলিত ত্রিগুণ সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান; সুতরাং সকলই সংহত। পুরুষ তদতিরিক্ত। পুরুষ ভোক্তা এবং প্রকৃতি তদীয় ভোগ্য॥ ৬৬॥

মূলাভাবাদমূলং মূলম্। ৬৭।

প্রকৃতি অনাদি ও নিত্যা; তাহার মূল (উপাদান-কারণ) নাই। প্রকৃতি-পুরুষ ভিন্ন অপরাপর তত্ত্বের উপাদান-কারণ অমূল জানিবে॥ ৬৭॥

পারম্পর্য্যেঽপ্যেকত্র পরিনিষ্ঠেতি সংজ্ঞামাত্রম্। ৬৮।

কারণপারম্পর্য্যানুসন্ধানে অর্থাৎ অমুক ইহার কারণ, অমুক

তাহার কারণ, এই প্রকার অনুসন্ধান করিয়া যে স্থানে গিয়া তাহার শেষ হয়, সেই নিত্য বস্তুই এতৎশাস্ত্রের প্রকৃতি। মূলকারণেরই একটি নাম প্রকৃতি ॥ ৬৮ ॥

সমানঃ প্রকৃতের্দ্বয়োঃ। ৬৯।

মূলকারণের (প্রকৃতির) অনাদি নিত্যতার বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে বাদী প্রতিবাদী উভয়কেই সমান পথ গ্রহণ করিতে হয় ॥ ৬৯ ॥

অধিকারিত্রৈবিধ্যান্ন নিয়মঃ। ৭০।

অনুমন্তার অনুমানে বুঝাইবার ও বুঝিবার অধিকারী ত্রিবিধ ;—উত্তম, মধ্যম ও অধম। সুতরাং প্রকৃতি-পুরুষের অনুমানপ্রক্রিয়া বিদ্যমানেও এবং তাহা উপদেশ করিলেও নিয়মিতভাবে সকলের জ্ঞানে তুল্যরূপে প্রতিভাত হইবার সম্ভব নাই ॥৭০॥

মহদাখ্যমাদ্যং কার্য্যং তন্মনঃ। ৭১।

প্রকৃতির আদ্য কার্য্যকেই মহত্তত্ত্ব কহে। উহাই মন (মননবৃত্তিক অন্তঃকরণ) ॥ ৭১ ॥

চরমোঽহঙ্কারঃ। ৭২।

মনের অব্যবহিত পরেই অহঙ্কারের উৎপত্তি। অহং-অভিমানবৃত্তিক বুদ্ধ্যংশই অহঙ্কারতত্ত্ব নামে অভিহিত ॥ ৭২ ॥

তৎকার্য্যত্বমুত্তরেষাম্। ৭৩।

অবশিষ্ট অহঙ্কারের ক্রিয়া অর্থাৎ অহংতত্ত্ব হইতেই তন্মাত্রা ও বিবিধ ইন্দ্রিয়ের উদ্ভব হইয়াছে ॥ ৭৩ ॥

আদ্যহেতুতা তদ্দ্বারা পারম্পর্য্যেঽপ্যণুবৎ। ৭৪।

ক্রমপারম্পর্য্য বিদ্যমানেও পরমাণুপুঞ্জবৎ প্রকৃতির আদ্যহেতুতা আছে।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রথমে প্রকৃতি, তদনন্তর মহৎ, পরে অহঙ্কার, এই প্রকার ক্রমপরম্পরা বিদ্যমান থাকিলেও প্রকৃতিকে বিশ্বসৃষ্টির আদিকারণ বলিতে হইবে। যেমন বৈশেষিকেরা পরমাণুপুঞ্জকে আদ্য কারণ বলিয়া থাকেন, সাংখ্যের মতেও তদ্রূপ প্রকৃতি আদ্য কারণ বলিয়া বর্ণিত ॥ ৭৪ ॥

পূর্ব্বভাবিত্বে দ্বয়োরেকতরস্য হানেঽন্যতরযোগঃ ।৭৫।

কারণভাব প্রকৃতিতেই পর্য্যবসিত। কেন না, সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই বর্ত্তমান ; উভয়েই অনাদি ; কিন্তু সৃষ্টি-ক্রিয়ার প্রতি অক্রিয়ত্ব নিবন্ধন পুরুষে কারণভাবের অভাব দৃষ্ট হয় ॥ ৭৫ ॥

পরিচ্ছিন্নং ন সর্ব্বোপাদানম্। ৭৬।

প্রকৃতি পরিচ্ছিন্ন বা পরিমিত নহে। উহা ব্যাপী, পূর্ণ ও অসীম। কারণ, প্রকৃতি সর্ব্বোপাদান অর্থাৎ বিশ্বের উপাদান ॥৭৬॥

তদুৎপত্তিশ্রুতেশ্চ। ৭৭।

শ্রুতিতেই প্রমাণ পাওয়া যায়, যাহা পরিচ্ছিন্ন, তাহা উৎপত্তিমৎ অর্থাৎ মরণধর্ম্মা ॥ ৭৭ ॥

নাবস্তুনো বস্তুসিদ্ধিঃ। ৭৮।

কেহ কেহ অভাব ও অবিদ্যাদিকে জগৎকারণ বলিয়া থাকে। সেই মত খণ্ডনার্থ বলা যাইতেছে।—অভাব প্রভৃতি হইতে ভাবজগতের উৎপত্তি অসম্ভব। কারণ, উহা অবস্তু অর্থাৎ আকাশ-পুষ্পাদিবৎ অতীব তুচ্ছ ॥ ৭৮ ॥

অবাধাদদুষ্টকারণজন্যত্বাচ্চ নাবস্তুত্বম্। ৭৯।

যদি এ প্রশ্ন কর যে, স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় জগতও অবস্তু ; অবস্তু

হইতে অবস্তু উৎপন্ন হইবে, ইহাতে কি বাধা আছে? রজ্জুতেও ত অবস্তু সর্পের উৎপত্তি হয়? এ কথাও বলিতে পার না। কেন না, জগতের বাধ দৃষ্ট হয় না এবং উহা সর্পভ্রমবৎ দুষ্টহেতুজন্যও নহে। দর্শন, সময় ও সাদৃশ্যের দোষেই সর্পভ্রান্তি জন্মে। সুতরাং ইহা বস্তু, অবস্তু নহে॥ ৭৯॥

ভাবে তদ্‌যোগেন তৎসিদ্ধিরভাবে তদভাবাৎ কুতস্তরাং তৎসিদ্ধিঃ। ৮০।

কারণ বলিয়া যাহা কথিত, তাহা থাকাই উচিত। কেন না, যদি ভাব পদার্থ হয়, তাহা হইলেই তৎসংবদ্ধ ভাব কার্য্য অর্থাৎ পদার্থের উদ্ভব সম্ভব। কেন না, অভাব হইলে কিরূপে কার্য্যের উৎপত্তি সিদ্ধ হইবে? ৮০॥

ন কর্ম্মণ উপাদানত্বাযোগাৎ। ৮১।

কেহ কেহ বলেন, কর্ম্মই জগৎকারণ অর্থাৎ শুভাশুভ অদৃষ্টই জগতের কারণ। কিন্তু কর্ম্ম নিমিত্ত-কারণ ভিন্ন উপাদান-কারণ হইতে পারে না॥ ৮১॥

নানুশ্রবিকাদপি তৎসিদ্ধিঃ সাধ্যত্বেনাবৃত্তিযোগাদপুরুষার্থত্বম্। ৮২।

জগৎকারণ মীমাংসিত হইল, অধুনা পুরুষার্থপ্রাপ্তির বিচার আরম্ভ হইতেছে।—লৌকিক ও আনুশ্রবিক অর্থাৎ বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড হইতে পুরুষার্থপ্রাপ্তি অসম্ভব। আনুশ্রবিকের ফল সাধ্য; সুতরাং নশ্বর। কর্ম্মকর্ত্তাকে কিছু দিন কর্ম্মফল স্বর্গাদি ভোগ করিতে হয়, তদনন্তর পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ হইয়া থাকে। সুতরাং তাহা অপুরুষার্থ॥ ৮২॥

তত্র প্রাপ্তবিবেকস্যানাবৃত্তিশ্রুতিঃ। ৮৩।

যে ব্যক্তি ব্রহ্মলোকগামী হয়, তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় না,

শ্রুতিতে এইরূপ বর্ণিত আছে। ইহা দ্বারা এই বুঝিতে হইবে যে, তাহা বিবেকজ্ঞানের প্রভাব। তথায় গিয়া যাহারা বিবেক-জ্ঞানী হয়, তাহাদেরই মুক্তি হইয়া থাকে। সুতরাং বিবেক-জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই মোক্ষের হেতু নহে॥ ৮৩॥

দুঃখাদ্দুঃখং জলাভিষেকবন্ন জাড্যবিমোকঃ। ৮৪।

সলিলসেক দ্বারা যেমন শীতাতুরের শীত দূর হয় না, তদ্রূপ কর্ম্ম দ্বারা অবিবেক বিনাশ পায় না। জীব বহু কষ্টে কর্ম্ম ও তৎফল ধর্ম্ম উপার্জ্জন করে। তাহাতে কোন ফল হয় না, কেবল দুঃখই উপার্জ্জিত হয়॥ ৮৪॥

কাম্যেঽকাম্যেঽপি সাধ্যত্বাবিশেষাৎ। ৮৫।

কি নিষ্কাম, কি সকাম, যে কর্ম্মই কর না কেন, কর্ম্ম-নিষ্পা-দ্যতা অংশে ফল উভয়েরই তুল্য॥ ৮৫॥

নিজমুক্তস্য বন্ধধ্বংসমাত্রং পরং ন সমানম্। ৮৬।

আত্মা স্বাভাবিকই মুক্ত। অতএব বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, বিবেকজ্ঞান কিছু জন্মায় না, কেবলমাত্র বন্ধন-নিবৃত্তি করিয়া থাকে। বন্ধননিবৃত্তি ও অবিবেকনিবৃত্তি হইলে মোক্ষ প্রকাশিত হয় ও ব্যবস্থাপিত হয়, উৎপন্ন হয় না। কেন না, যাহা ছিল না, তাহা হইল, ইহারই নাম উৎপত্তি॥ ৮৬॥

দ্বয়োরেকতরস্য বাঽপ্যসন্নিকৃষ্টার্থপরিচ্ছিত্তিঃ প্রমা তৎসাধকং যৎ তত্ত্রিবিধং প্রমাণম্। ৮৭।

যতক্ষণ বস্তু বুদ্ধ্যারূঢ় না হয়, তাবৎকাল তাহা অসন্নিকৃষ্ট অথবা অসংবদ্ধ থাকে। অসন্নিকৃষ্ট পদার্থ ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা বুদ্ধ্যারূঢ় হইলে তৎপদার্থের যে স্বরূপনিশ্চয় হয়, সেই স্বরূপ-

নিশ্চয়কেই প্রমা কহে। প্রমা প্রমাতৃপুরুষের কিংবা বুদ্ধির ধর্ম্ম। প্রমাণ ত্রিবিধ ॥ ৮৭ ॥

তৎসিদ্ধৌ সর্ব্বসিদ্ধের্নাধিক্যসিদ্ধিঃ। ৮৮।

প্রমাণ ত্রিবিধ এবং তদ্দ্বারা নিখিল সামগ্রী সিদ্ধ হয়, ইহা নির্ণীত হওয়ায় অধিক প্রমাণের সত্তা অসিদ্ধ ॥ ৮৮ ॥

যৎ সংবদ্ধং সৎ তদাকারোল্লেখি বিজ্ঞানং তৎ প্রত্যক্ষম্। ৮৯।

বিজ্ঞান (অন্তঃস্থবুদ্ধি) যে নেত্রাদি ইন্দ্রিয়ষট্‌কের সম্পর্কে সম্পর্কিত পদার্থের আকৃতি পরিগ্রহ করে, তাহাই এই শাস্ত্রে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ ॥ ৮৯ ॥

যোগিনামবাহ্যপ্রত্যক্ষত্বান্ন দোষঃ। ৯০।

উপরিকথিত লক্ষণে বিদিত হওয়া গেল যে, নেত্রাদির সহিত পদার্থের সম্বন্ধ সংঘটিত না হইলে প্রত্যক্ষ হয় না। জিজ্ঞাসা করিতে পার, যোগিগণ অতীত, ভবিষ্যৎ ও ব্যবহিত পদার্থ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন তাঁহাদিগের তাদৃশ প্রত্যক্ষ লক্ষণ যায় কৈ? তাহার উত্তর এই যে, তাঁহারা বাহ্যদর্শী নহেন। এই কারণেই উপরিকথিত প্রত্যক্ষ লক্ষণ দোষহীন ॥ ৯০ ॥

লীনবস্তুলব্ধাতিশয়সম্বন্ধাদ্বাঽদোষঃ। ৯১।

লীন পদার্থে (অসন্নিকৃষ্ট বস্তুতে) যোগিগণের চিত্তসম্বন্ধ সংঘটিত হয়। যোগ ও ধর্ম্মবলে তাঁহাদিগের অন্তরে ঈদৃশ একরূপ সামর্থ্য জন্মে যে, তাহার প্রভাবে তাঁহাদের চিত্ত সুক্কায়িত পদার্থেও সম্বন্ধ প্রাপ্ত হয় ॥ ৯১ ॥

ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ। ৯২।

যদি জিজ্ঞাস্য হয় যে, ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ নিত্য, তাহা ইন্দ্রিয়-

সম্বন্ধজাত নহে; অতএব ইন্দ্রিয়সম্বন্ধজাতত্ব-সংঘটিত প্রত্যক্ষলক্ষণ ঈশ্বরপ্রত্যক্ষে অব্যাপ্ত। ইহার প্রথম উত্তর এই যে, ঈশ্বর অসিদ্ধ। যদি ঈশ্বর না থাকিল, তবে ঈশ্বরপ্রত্যক্ষও রহিল না; কাজেই লক্ষ্য-বহির্ভূত হেতু উক্ত লক্ষণ তাঁহাতে অব্যাপ্ত নহে ॥ ৯২ ॥

মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ। ৯৩।

ঈশ্বর মুক্ত কি বদ্ধ? দুই-ই অসম্ভব। অতএব তাদৃশ ঈশ্বর অসিদ্ধ ॥ ৯৩ ॥

উভয়থাপ্যসৎকরত্বম্। ৯৪।

তিনি মুক্ত হইলে সৃষ্টিপ্রযোজক রাগাদি অভাবে স্রষ্টা হইতে পারেন না। আবার বদ্ধ হইলে আমাদিগের ন্যায় অসর্ব্বজ্ঞ; সুতরাং সৃষ্টিক্রিয়ায় অসমর্থ ॥ ৯৪ ॥

মুক্তাত্মনাং প্রশংসা উপাসাসিদ্ধস্য বা। ৯৫।

শ্রুতি যে ঈশ্বরের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা মুক্তাত্মা ও সিদ্ধাত্মার প্রশংসা মাত্র ॥ ৯৫ ॥ *

তৎসন্নিধানাদধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ। ৯৬।

অধিষ্ঠাতৃত্ব মণিবৎ তৎসন্নিধানবশেই নিষ্পন্ন হয়। অর্থাৎ প্রকৃতিকে পরিণামিত বা সৃষ্ট্যুন্মুখ করার নাম অধিষ্ঠাতৃত্ব অয়স্কান্ত মণির দৃষ্টান্তে উহা আদিপুরুষের সন্নিধান [illegible]ই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। তজ্জন্য ঈশ্বরের সঙ্কল্প বা চেষ্টার প্রয়োজন হয় না ॥ ৯৬ ॥

বিশেষকার্য্যেঽপি জীবানাম্। ৯৭।

চেতন আত্মার সন্নিধান নিবন্ধনই বিশেষ বিশেষ কর্ম্মে

* সিদ্ধাত্মা হরিহর-ব্রহ্মাদি। মুক্তাত্মা—ঋষিসংঘ।

(ঘটপটাদি ব্যক্তিকর্ম্মে) জীবের (অন্তঃকরণোপলক্ষিত চৈতন্যের) কর্ত্তৃত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৯৭ ॥

সিদ্ধরূপবোদ্ধৃত্বাদ্বাক্যার্থোপদেশঃ। ৯৮।

যদিও পৃথক্ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর না থাকেন, তথাপি হিরণ্যগর্ভাদি সিদ্ধাত্মা বোদ্ধা বিদ্যমান আছেন। তাঁহাদিগের মুখোচ্চারিত যথার্থ বাক্য সমস্তই প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য। তাঁহারা যখন এই প্রণালীতে মুক্তি ঘটে বলিয়াছেন, তখন তাহাই সত্য; তাঁহাদের বাক্য মিথ্যা হইতে পারে না ॥ ৯৮ ॥

অন্তঃকরণস্য তদুজ্জ্বলিতত্বাল্লোহবদধিষ্ঠাতৃত্বম্। ৯৯।

অগ্নিসংযোগে লৌহ যেমন উজ্জ্বল হয়, তদ্রূপ অন্তঃকরণ বা বুদ্ধি আত্মচৈতন্যে চেতনায়মান হইয়া থাকে। বস্তুতঃ অন্তঃকরণ বা বুদ্ধি স্বয়ং অচেতন। চেতনায়মান হয় বলিয়াই তাহার কর্ত্তৃত্বঘটনা হয় ॥ ৯৯ ॥

প্রতিবন্ধদৃশঃ প্রতিবন্ধজ্ঞানমনুমানম্। ১০০।

প্রতিবন্ধ শব্দে ব্যাপ্তি এবং দৃশ শব্দে জ্ঞান বুঝায়। ব্যাপ্তিজ্ঞানবিশিষ্ট পুরুষের যে ব্যাপ্তপদার্থদর্শনান্তে ব্যাপকের জ্ঞান হয়, তাহাই অনুমানাখ্য দ্বিতীয় প্রমাণ জানিবে ॥ ১০০ ॥

আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ। ১০১।

যোগ্যতাকে আপ্তি কহে। যে বাক্যে আপ্তি আছে, তাহার নাম আপ্ত। আপ্তোপদেশ শ্রবণান্তে যে বোধরূপা মনোবৃত্তি (জ্ঞান) উৎপন্ন হয়, তাহাকেই প্রমাণ বলা যায়। ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে, বেদ বা বেদমূলক স্মৃত্যাদির উপদেশ ভিন্ন অন্য উপদেশকে আপ্ত বলা যায় না ॥ ১০১ ॥

উভয়সিদ্ধিঃ প্রমাণাত্তদুপদেশঃ। ১০২।

আত্মা কি, অনাত্মাই বা কি? প্রমাণ দ্বারা তাহার মীমাংসা হয়, এই হেতু প্রমাণের উপদেশ বলা হইল ॥ ১০২ ॥

সামান্যতো দৃষ্টাদুভয়সিদ্ধিঃ। ১০৩।

অনুমান ত্রিবিধ। এই ত্রিতয়ের মধ্যে সামান্যতঃ দৃষ্টসংজ্ঞক অনুমানে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের অনুমান হইয়া থাকে ॥ ১০৩ ॥

চিদবসানো ভোগঃ। ১০৪।

পূর্ব্বকথিত প্রমাজ্ঞান পুরুষাশ্রিত হইলেও উহা পুরুষের বিকার ঘটায় না, পরিণামও সংঘটিত করে না। চিৎ (চৈতন্য) পুরুষস্বরূপ। তাহাতে যে বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিবিম্বপাত হয়, তাহারই নাম ভোগ। তাদৃশ ভোগ প্রমাণ-সকলেরই ফল ॥ ১০৪ ॥

অকর্ত্তুরপি ফলোপভোগোঽন্নাদ্যবৎ। ১০৫।

একের কৃত অন্নে যেরূপ অপরের ভোগ সিদ্ধ হয়, বুদ্ধিকৃত কর্ম্মে তদ্রূপ অকর্ত্তা পুরুষেরও ভোগ সম্ভবে ॥ ১০৫ ॥

অবিবেকাদ্বা তৎসিদ্ধেঃ কর্ত্তুঃ ফলাবগমঃ। ১০৬।

অথবা পুরুষের ভোগ হয় যে বলা হইল, এ বাক্যও অবিবেক নিবন্ধন উপচরিত। যে কর্ত্তা, সেই ফল ভোগ করে। পুরুষ কর্ম্মকর্ত্তা, সুতরাং পুরুষই ফলাফলভোগী; এই যে অনুভব, ইহাও অবিবেক নিবন্ধন জানিবে। প্রকৃত পক্ষে পুরুষ অকর্ত্তা, বুদ্ধিরই কর্ত্তৃত্ব ধর্ম্ম ॥ ১০৬ ॥

নোভয়ঞ্চ তত্ত্বাখ্যানে। ১০৭।

যদি প্রমাণের দ্বারা প্রকৃতি-পুরুষের স্বরূপসাক্ষাৎ হয়, তবেই সুখ-দুঃখভোগ হয় না। অর্থাৎ তৎকালে পুরুষ-সকাশে

প্রকৃতি স্বস্বরূপ গোপন করিয়া থাকেন ; সুতরাং পুরুষ সঙ্গহীন, কেবল ভোগরহিত হন ॥ ১০৭ ॥

বিষয়োঽবিষয়োঽপ্যতিদূরাদের্হানোপাদানাভ্যামিন্দ্রিয়স্য ।১০৮।

বিষয়ও যে ভাবনীয় হয় অর্থাৎ থকিলেও জ্ঞানগোচর হয় না, তাহার কারণ অতিদূরত্ব ও অতি সূক্ষ্মত্বাদি দোষ, ইন্দ্রিয়হানি ও অন্যমনস্কত্বাদি নিবন্ধন ইন্দ্রিয়ের উদাসীন্য ॥ ১০৮ ॥

সৌক্ষ্ম্যাত্তদনুপলব্ধিঃ । ১০৯ ।

সৌক্ষ্ম্য নিবন্ধন প্রকৃতি-পুরুষ সহজবোধগম্য নহে ॥ ১০৯ ॥

কার্য্যদর্শনাত্তদুপলব্ধেঃ । ১১০ ।

কার্য্যদর্শন দ্বারা প্রকৃতি প্রভৃতির উপলব্ধি হইয়া থাকে ॥ ১১০ ॥

বাদিবিপ্রতিপত্তেস্তদসিদ্ধিরিতি চেৎ ? ১১১ ।

যদি জিজ্ঞাসা কর যে, বাদীদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, প্রকৃতি আবার কি ? নিত্যা প্রকৃতি নাই। তাঁহাদিগের এই কথায় নিত্যা প্রকৃতির অসিদ্ধি দৃষ্ট হয়। বক্ষ্যমাণ সূত্রে তাহারই উত্তর প্রদত্ত হইতেছে ॥ ১১১ ॥

তথাপ্যেকতরদৃষ্ট্যা একতরসিদ্ধের্নাপলাপঃ । ১১২ ।

যৎকালে কার্য্য-কারণের একতর (কার্য্য) দৃষ্ট হয়, তখন আর তাহাতে বিপ্রতিপত্তি নাই। সেই একতরের (কার্য্য) দ্বারাই কোন এক কারণের অস্তিত্ব অনায়াসে সিদ্ধ হইবে, কোন ব্যক্তিই তাহার অপলাপ করিতে সামর্থ হইবেন না ॥ ১১২ ॥

ত্রিবিধবিরোধাপত্তেশ্চ । ১১৩ ।

উৎপত্তির অগ্রে কার্য্য কারণে সংগুপ্ত ছিল সুতরাং

কার্য্য সৎ। যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলে কার্য্যের ত্রিবিধত্ব ব্যবহার থাকে। জন্মশীল পদার্থই অতীত ভাবী, বর্ত্তমান এই ত্রিবিধ সংজ্ঞার সংজ্ঞা হইয়া থাকে। পদার্থ না থাকিলে কি প্রকারে অতীতত্বাদি ধর্ম্মব্যবহার হয়? অতীতাদি ব্যবহারত্রয়ের অবিরোধ-করণার্থই কার্য্যের পূর্ব্বাস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। ইহার দৃষ্টান্ত ঘট। উৎপত্তির অগ্রেও ঘট মৃত্তিকায় লুক্কায়িত ছিল, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে॥১১৩॥

নাসদুৎপাদো নৃশৃঙ্গবৎ। ১১৪।

অসতের উৎপত্তি নৃশৃঙ্গবৎ অসম্ভব। অর্থাৎ নৃশৃঙ্গ বা খপুষ্পবৎ যাহা অসৎ (যাহা কোন কালেও নাই), তাহার উৎপত্তি কদাচ সম্ভবে না॥ ১১৪॥

উপাদাননিয়মাৎ। ১১৫।

কার্য্য উপাদানে সংগুপ্ত থাকে বলিয়াই উৎপাদনের জন্য উপাদান-গ্রহণের নিয়ম বিদ্যমান। যেমন বিবেচনা কর, ঘটের জন্য লোকে মৃত্তিকাই গ্রহণ করে, অগ্নি গ্রহণ করে না এবং পটের জন্য লোক সূত্রই গ্রহণ করে, জল গ্রহণ করে না॥ ১১৫॥

সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্বাসম্ভবাৎ। ১১৬।

সকল দ্রব্যে সর্ব্বকালে সকল কার্য্য সম্ভবে না। কাজেই বিবেচনা করিয়া দেখ যে প্রত্যেক কার্য্যের নিরূপিত উপাদান থাকাই ব্যবস্থেয়। তাহা না থাকিলে সকল দ্রব্যেই সর্ব্বদা যে সে বস্তুই উৎপন্ন হইত॥ ১১৬॥

শক্তস্য শক্যকরণাৎ। ১১৭।

উপাদানের অর্থ এই যে, উহা কার্য্যশক্তিবিশিষ্ট পদার্থ। যে কার্য্য কারণে (উপাদানে) শক্ত (শক্তিরূপে) অধিষ্ঠিত না থাকে, সে কার্য্য সে কারণ হইতে সম্পাদিত হয় না॥ ১১৭॥

কারণভাবাচ্চ। ১১৮।

উৎপত্তির অগ্রে কার্য্যমাত্রই কারণভাবে থাকে। ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে, অত্যন্ত অসৎ কখন জন্ম ধারণ করে না॥ ১১৮॥

ন ভাবে ভাবযোগশ্চেৎ। ১১৯।

জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, কার্য্যভাব হইলে (আছে বলিয়া নিশ্চিত থাকিলে) আবার তাহার ভাবযোগ কি হেতু? যাহা আছে, তাহা আবার হইবে, ইহার অর্থ কি? ১১৯॥

নাঽভিব্যক্তিনিবন্ধনৌ ব্যবহারাব্যবহারৌ। ১২০।

ইহা বলা যুক্তিযুক্ত নহে। অভিব্যক্তিনিবন্ধনই কার্য্যোৎপত্তির ব্যবহার ও অব্যবহার জানিবে। যখন কার্য্য অভিব্যক্ত হয় (বর্ত্তমান অবস্থায় আইসে), তৎকালে উৎপন্ন বলিয়া ব্যবহার করা যায়, আর অনভিব্যক্ত থাকিলেই তাহাকে অনুৎপন্ন কহে॥ ১২০॥

নাশঃ কারণলয়ঃ। ১২১।

অভিব্যক্ত হওয়াকে যেরূপ উৎপত্তি কহে, কারণে বিলীন হওয়াও তদ্রূপ নাশ বলিয়া কথিত॥ ১২১॥

পারম্পর্য্যতোঽন্বেষণা বীজাঙ্কুরবৎ। ১২২।

বীজাঙ্কুরের দৃষ্টান্তে কোন স্থানে পারম্পর্য্যক্রমে এবং কোন স্থানে বা এককালীন উল্লিখিত অভিব্যক্তির তথ্য অনুসন্ধান

করিবে। ফল কথা, কার্য্যমাত্রই নিত্য; অবস্থান্তর ঘটিলেই তাহাতে নাশবুদ্ধি উৎপন্ন হয়। ১২২।

উৎপত্তিবদ্বা দোষঃ। ১২৩।

ঘটোৎপত্তির উৎপত্তি ঘটোৎপত্তিরই স্বরূপ, বাদীরা যেমন এই কথা বলেন, এই মতেও তদ্রূপ অভিব্যক্তির অভিব্যক্তি অভিব্যক্তিরই স্বরূপ; অতএব আমাদিগের সিদ্ধান্ত দোষ-বর্জ্জিত ॥ ১২৩ ॥

হেতুমদনিত্যমব্যাপি সক্রিয়মনেকমাশ্রিতং লিঙ্গম্। ১২৪।

কার্য্য-বস্তুর এক নাম লিঙ্গ; তাহার কারণ এই যে, লয় হয় অথচ কারণের অনুমাপক। প্রত্যেক জন্য পদার্থকেই লিঙ্গ বলা যায়; অথচ লক্ষণ এই যে, প্রত্যেক লিঙ্গই সমূল; অনিত্য (নশ্বর), অব্যাপী, পরিচ্ছিন্ন, সক্রিয়, অনেক, আশ্রিত (স্বকীয় অবয়বে সংস্থিত) ॥ ১২৪ ॥

আঞ্জস্যাদভেদতো বা গুণসামান্যাদেস্তৎসিদ্ধিঃ প্রধান-ব্যপদেশাদ্বা। ১২৫।

লিঙ্গাপর নামক কার্য্য যে কারণ হইতে ভিন্ন, স্থানভেদে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। উহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। গুণ-সামান্যের অভেদে কোন কোন কার্য্য এবং প্রধানব্যপদেশা-নুসারে কোন কোন কার্য্য কারণাতিরিক্তরূপে উপলব্ধ হইয়া থাকে। ১২৫।

ত্রিগুণাচেতনত্বাদি দ্বয়োঃ। ১২৬।

কার্য্য ও কারণ এই উভয়ই ত্রিগুণত্ব ও অচেতনত্বধর্ম্মী অর্থাৎ উভয়ই ত্রিগুণ ও অচেতনস্বভাব ॥ ১২৬ ॥

প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাদ্যৈর্গুণানামন্যোন্যং বৈধর্ম্ম্যম্। ১২৭।

প্রীতি, অপ্রীতি, বিষাদ এই ত্রিতয় দ্বারা গুণত্রয়ের (সত্ত্বাদির) পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম অবধারিত হইয়া থাকে। ১২৭।

লঘ্বাদিধর্ম্মৈঃ সাধর্ম্ম্যং বৈধর্ম্ম্যঞ্চ গুণানাম্। ১২৮।

লঘ্বাদিধর্ম্ম দ্বারাই গুণত্রয়ের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য হইয়া থাকে অর্থাৎ লঘুত্বাদি, উপষ্টম্ভকত্বাদি ও গুরুত্বাদি প্রত্যেক সত্ত্বব্যক্তির ও প্রত্যেক রজোব্যক্তির সাধর্ম্ম্য। আবার ঐ সমস্ত রজস্তমঃ-সত্ত্বের ব্যুৎক্রমে বৈধর্ম্ম্য। বস্তুভেদে সত্ত্বাদি গুণের ভেদ বা বহুত্ব স্বীকার্য্য। পরন্তু জাতি লক্ষ্য করিলে সত্ত্ব এক ভিন্ন দুই নহে। লঘুত্ব ও প্রকাশকত্বাদি সত্ত্বের স্বধর্ম্ম এবং ঐ উভয় রজস্তমের বিধর্ম্ম। উপষ্টম্ভকত্ব (বৃদ্ধিহ্রাসকারিত্ব) সমুদয় রজোগুণের এবং গুরুত্ব ও আবরকত্ব সমুদয় তমোগুণের স্বধর্ম্ম ॥ ২৮ ॥

উভয়ান্যত্বাৎ কার্য্যত্বং মহদাদের্ঘটাদিবৎ। ১২৯।

মহদাদি প্রকৃতি-পুরুষ হইতে পৃথক্; পুরুষও নহে, প্রকৃতিও নহে। পৃথক্ হেতু ঘটপটাদিবৎ কার্য্য (জন্মশীল ও অনিত্য)। (মহদাদি শব্দে মহৎ, অহঙ্কার, তন্মাত্রা ও পঞ্চমহাভূত বোদ্ধব্য) ॥ ১২৯ ॥

পরিমাণাৎ। ১৩০।

ঐ সমস্ত তত্ত্ব পরিমিত, অপরিমিত নহে। পরিমিত বলিয়াই উহারা ঘটাদিবৎ জন্য বস্তু ॥ ১৩০ ॥

সমন্বয়াৎ। ১৩১।

সমন্বয় হেতু অর্থাৎ সজাতীয় সূক্ষ্ম অংশের অনুপ্রবেশে বর্দ্ধিত হয় বলিয়া ঐ সমস্ত পদার্থ জন্মশীল ॥ ১৩১ ॥

শক্তিতশ্চেতি। ১৩২।

শক্তিভাব (কারণভাব) দৃষ্ট হয় বলিয়া মহত্তত্ত্ব হইতে ভূত যাবৎ সকলই কার্য্য অর্থাৎ জন্য পদার্থ॥ ১৩২॥

তদ্ধানে প্রকৃতিঃ পুরুষো বা। ১৩৩।

জন্য পদার্থ না হইয়া পরিণামী হইলেই তাহা প্রকৃতি। পরিণামী না হইলেই পুরুষ॥ ১৩৩॥

তয়োরন্যত্বে তুচ্ছত্বম্। ১৩৪।

অকার্য্য (অজন্য বস্তু) অথচ প্রকৃতিও নহে, পুরুষও নহে, এ কথা বলিলে তাহাকে তুচ্ছ বস্তু বলা যাইতে পারে। (তুচ্ছ অর্থাৎ কিছুই নহে, মিথ্যা)॥ ১৩৪॥

কার্য্যাৎ কারণানুমানং তৎসাহিত্যাৎ। ১৩৫।

কার্য্য (মহত্তত্ত্বাদি) অবলম্বন পূর্ব্বক যে কারণের অনুমান করার বিষয় উক্ত হইয়াছে, তাহা কার্য্যের সহিত বুঝিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কারণ ও কার্য্য অত্যন্ত ভিন্ন নহে। কার্য্য কারণ-পদার্থে অব্যক্তরূপে লুক্কায়িত থাকে; কাজেই কার্য্যগর্ভ কারণই অনুমিত হয়। ইহার দৃষ্টান্ত তৈলগর্ভ তিল ও প্রতিমা-গর্ভ শিলা॥ ১৩৫॥

অব্যক্তং ত্রিগুণাল্লিঙ্গাৎ। ১৩৬।

ত্রৈগুণ্যসম্পন্ন মহত্তত্ত্বের দ্বারা পরমাব্যক্ত প্রধানের অনুমান সিদ্ধ হইয়া থাকে॥ ১৩৬॥

তৎকার্য্যতস্তৎসিদ্ধের্নাপলাপঃ। ১৩৭।

প্রধানের অর্থাৎ আদিকারণের আস্তিত্ব কার্য্য দ্বারাই সিদ্ধ হয়; সুতরাং তাহা নাই বলা যায় না॥ ১৩৭॥

সামান্যেন বিবাদাভাবাৎ ধর্ম্মবৎ ন সাধনম্। ১৩৮।

সাধারণভাবে বিবাদ না থাকিলে সাধনপ্রতীক্ষা থাকে না। ইহার দৃষ্টান্ত ধর্ম্ম। অর্থাৎ সাধারণতঃ ধর্ম্মে কাহারও বিবাদ নাই বটে, কিন্তু বিশেষভাবে আছে। একজন যাহাকে ধর্ম্ম বলিবেন, অপরে তাহা না বলিয়া অন্যকে ধর্ম্ম বলিবে। তথায় প্রমাণসাপেক্ষ হইতেছে না, কিন্তু বিশেষভাবই প্রমাণ-সাপেক্ষ হয়। তদ্রূপ জগৎকারণের বিশেষ-ভাবই প্রমাণসাপেক্ষ ॥ ১৩৮ ॥

শরীরাদিব্যতিরিক্তঃ পুমান্। ১৩৯।

পুরুষ (আত্মা) দেহাদির অতিরিক্ত অর্থাৎ প্রকৃতি প্রভৃতি তত্ত্বচতুর্বিংশকের অতিরিক্ত ॥ ১৩৯ ॥

সংহতপরার্থত্বাৎ। ১৪০।

সংহত বস্তুর পরার্থতা দৃষ্টে তাঁহাকে অনুমান করা যায়। অর্থাৎ প্রকৃত্যাদি দেহ যাবৎ নিখিল বস্তুই সংহত। সংহত পদার্থমাত্রই পরভোগ্য। সে পর পুরুষ কে?—আত্মা ॥ ১৪০ ॥

ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়াৎ। ১৪১।

পুরুষ ত্রিগুণাদির বিপরীত অর্থাৎ সুখ, দুঃখ, মোহ এই গুণত্রয় হইতে অতীত ॥ ১৪১ ॥

অধিষ্ঠানাচ্চেতি। ১৪২।

ভোগ্য বস্তুর সহিত ভোক্তার সংযোগই অধিষ্ঠান। এই সংযোগও দেহাদিব্যতিরিক্ত পুরুষের বোধক ॥ ১৪২ ॥

ভোক্তৃভাবাৎ। ১৪৩।

পৃথক্ পুরুষ থাকার প্রতি ভোক্তৃভাবও (ভোক্তৃত্ব) অন্যতম কারণ। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ভোক্তা একমাত্র, আর সমস্তই তদীয় ভোগ্য ॥ ১৪৩ ॥

কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ। ১৪৪।

কৈবল্যার্থ প্রবৃত্ত বলিয়াই পুরুষ দেহাদির অতিরিক্ত অর্থাৎ পুরুষই কেবল (সুখদুঃখাদিশূন্য) অর্থাৎ মুক্ত হইবার জন্য প্রবৃত্ত; এই জন্যই পুরুষ (আত্মা) দেহাদির অতিরিক্ত॥ ১৪৪॥

জড়প্রকাশাযোগাৎ প্রকাশঃ। ১৪৫।

জড়েরই প্রকাশ নাই, কিন্তু পুরুষ জড় নহে; সুতরাং তাহা প্রকাশ। বৈশেষিকেরা আত্মাকে অপ্রকাশস্বভাব জড় বলিয়া থাকেন; কপিলের মতে তাহা নহে। তাঁহার মতে জড়ের প্রকাশ অযুক্ত॥ ১৪৫॥

নির্গুণত্বাৎ ন চিদ্ধর্ম্মা। ১৪৬।

পুরুষ নির্গুণ, সুতরাং চিদ্ধর্ম্ম নহে। (চিৎ শব্দে চৈতন্য বুঝায়) ১৪৬॥

শ্রুত্যা সিদ্ধস্য নাপলাপস্তৎপ্রত্যক্ষবাধাৎ। ১৪৭।

পুরুষের চিদ্রূপতা শ্রুতিতে সিদ্ধ হইয়াছে; সুতরাং তাহা অপলাপের অযোগ্য। পুরুষের গুণ বা ধর্ম্ম শ্রুতিবাধিত॥ ১৪৭॥

সুষুপ্ত্যাদ্যসাক্ষিত্বম্। ১৪৮।

পুরুষ সুষুপ্ত্যাদির সাক্ষী অর্থাৎ সুষুপ্তি, জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এই অব- ত্রয়ের সাক্ষী; সুতরাং পুরুষ যে নির্গুণ, তাহা স্বীকার্য্য। ১৪৮॥

জন্মাদিব্যবস্থাতঃ পুরুষবহুত্বম্। ১৪৯।

জন্মাদির ব্যবস্থা হেতু পুরুষের বহুত্ব প্রতিপাদিত হয়। অর্থাৎ জন্ম, মৃত্যু, জীবন, স্বর্গ, নরক, মর্ত্ত্যভোগ, বন্ধ, মুক্তি এই সমস্তের ব্যবস্থা থাকা বশতঃ পুরুষ এক নহে, বহু। ১৪৯।

উপাধিভেদেহপ্যেকস্য নানাযোগ আকাশস্যেব ঘটাদিভিঃ। ১৫০।

আকাশ এক, কিন্তু ঘটাদি উপাধিভেদে নানারূপে কল্পিত

হয়। সেইরূপ শরীরাদির দ্বারা একাত্মর আত্মার বহুত্ব বলিলে কখনই জন্মমরণাদির ব্যবস্থা উপপন্ন হইতে পারে না॥১৫০॥

উপাধির্ভিদ্যতে ন তু তদ্বান্। ১৫১।

উপাধি বহু বটে, কিন্তু উপহিত বহু নহে। ইহা তথ্যভূত হইলেও বিশেষণের অনুরোধবশে বিশিষ্টের পার্থক্য ও তদনুযায়ী বিশেষ্যের বহুত্ব স্বীকার্য্য। স্বীকার না করিলে বন্ধমোক্ষ ব্যবস্থিত হয় না॥ ১৫১॥

এবমেকত্বেন পরিবর্ত্তমানস্য ন বিরুদ্ধধর্ম্মাধ্যাসঃ। ১৫২।

একাত্মা আত্মা এই নিয়মে সর্ব্বত্রই বিরাজিত। এ কথা তথ্যভূত হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাতে বিরুদ্ধ ধর্ম্মের অধ্যাস, তাহার অসমীচীনতা ও তৎপ্রযুক্ত সুখদুঃখাদি এক সময়ে এক পদার্থে থাকা সিদ্ধ হইবে না। বস্তুতঃ একাত্মবাদ যুক্তিযুক্ত ও গ্রাহ্য নহে॥ ১৫২॥

অন্যধর্ম্মত্বেঽপি নারোপাত্তৎসিদ্ধিরেকত্বাৎ। ১৫৩।

পুরুষে সে সুখদুঃখাদি আরোপিত হয়, এ ব্যবস্থা সত্য বা সিদ্ধ হইতে পারে না; কেন না, পুরুষ এক; এক আধারে অনেকের আরোপ সম্ভবে না। আর সুখদুঃখাদি অন্তঃকরণের ধর্ম্ম॥১৫৩॥

নাদ্বৈতশ্রুতিবিরোধো জাতিপরত্বাৎ। ১৫৪।

"সৃষ্টির অগ্রে এ সমস্ত এক আত্মা ছিল" প্রভৃতি শ্রুতি জাতিতাৎপর্য্যে উক্ত হইয়াছে। তাহাতে নানাবাদ শ্রুতির বিরোধী নহে। ১৫৪।

বিদিতবন্ধকারণস্য দৃষ্ট্যাঽতদ্রূপম্। ১৫৫।

অবিবেকই বন্ধনের হেতু। তাহা যাহার জ্ঞাত

পুরুষের জ্ঞানে পুরুষের একরূপতা ভাসমান হইয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ভ্রান্তি নিবন্ধন অজ্ঞ ব্যক্তি আত্মার একরূপতা বুঝিতে পারে না॥ ১৫৫॥

নান্ধাঽদৃষ্ট্যা চক্ষুষ্মতামনুপলম্ভঃ। ১৫৬।

অন্ধ দেখিতে পায় না বলিয়া চক্ষুষ্মান্‌ও দেখিতে পাইবে না, ইহা অসম্ভব। অবিবেকী আত্মার একরূপতা বুঝিতে না পারিলেও বিবেকী অবশ্য তাহা বুঝিতে পারেন। সুতরাং অখণ্ডাদ্বৈত ভ্রান্তদৃষ্ট॥ ১৫৬॥

বামদেবাদির্মুক্তো নাদ্বৈতম্‌। ১৫৭।

বামদেবাদি মুনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন এবং তত্তৎ মুক্তাত্মা অমর; ইহা সত্য হইলে অখণ্ডাদ্বৈত নিশ্চয়ই অসত্য হইবে। আমরা বদ্ধ, এ অনুভব সকল অমুক্ত জীবে বিরাজমান। ইহা দ্বারা আত্মা অখণ্ড, এক নহে, বুঝা গেল। আত্মা বহু, পরন্তু যাবতীয় আত্মা সমরূপী ও সমস্বভাব। শ্রুতিতে সেইরূপ অদ্বৈতই লিখিত আছে, অখণ্ডাদ্বৈতের উল্লেখ নাই॥ ১৫৭॥

অনাদাবদ্য যাবদভাবাৎ ভবিষ্যদপ্যেবম্‌। ১৫৮।

অদ্যাবধি অনাদিকালের কেহই মুক্তিলাভ করে নাই, এ কথা কহিলে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, ভবিষ্যতেও কেহ মুক্তি প্রাপ্ত হইবে না। মোক্ষ-প্রাপ্তির জন্য যত্নবান্‌ হওয়া বিফল; কারণ, মোক্ষ শূন্যতুল্য॥ ১৫৮॥

ইদানীমিব সর্ব্বত্র নাত্যন্তোচ্ছেদঃ। ১৫৯।

বর্ত্তমান কালে যেমন আত্যন্তিক বন্ধনচ্ছেদ দেখা যায় না অর্থাৎ সমুদয় আত্মার পরম মুক্তি লক্ষিত হয় না, তদ্রূপ সকল সময়ে জানিতে হইবে। কাহাকেও মুক্ত দৃষ্ট হয়, কাহাকেও

বা সংসারী দেখা যায়। সুতরাং অখণ্ডাদ্বৈত মুক্তি গ্রাহ্য নহে ॥১৫৯॥

ব্যাবৃত্তোভয়রূপঃ। ১৬০।

যদি বল, আত্মা মুক্তিকালে একরূপ ও সংসারকালে অন্য-বিধ; তাহাও হইতে পারে না। ফল কথা, ইনি সকল সময়েই ব্যাবৃত্তোভয়রূপ (একবিধ) ॥ ১৬০ ॥

সাক্ষাৎসম্বন্ধাৎ সাক্ষিত্বম্। ১৬১।

'সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ' এই কথা যে শ্রুতিতে লিখিত আছে, উহা সাক্ষাৎসম্বন্ধ-মূলক, পরিণামমূলক বলা যায় না। ইনি বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষী। ১৬১।

নিত্যমুক্তত্বম্। ১৬২।

পুরুষ সর্ব্বদাই দুঃখবর্জ্জিত। দুঃখাদি বুদ্ধির বিকার। এই হেতু তৎসমস্ত পুরুষে অনুৎপন্ন; উহা মাত্র পুরুষে প্রতিবিম্বিত হয়। প্রতিবিম্বিত হওয়াকেই ভোগ কহে। উহার নিবৃত্তিই বাঞ্ছনীয় ॥১৬২॥

ঔদাসীন্যঞ্চেতি। ১৬৩।

অকর্ত্তৃত্বকেই ঔদাসীন্য কহে। পুরুষ কিছুই করেন না। ইহাতে কার্য্যপ্রযোজক প্রযত্নের ও ইচ্ছাদির অভাব বিদ্যমান। তৎসমস্ত পুরুষনিষ্ঠ নহে, উহা বুদ্ধিনিষ্ঠ। ১৬৩।

উপরাগাৎ কর্ত্তৃত্বং চিৎসান্নিধ্যাচ্চিৎসান্নিধ্যাৎ। ১৬৪।

বুদ্ধির উপরাগ হেতু এবং চৈতন্যের সান্নিধ্যে বুদ্ধির চিদ্ভাব উপলব্ধ হয়। প্রকৃতপক্ষে পুরুষ অকর্ত্তৃকস্বভাব ও বুদ্ধি অচেতন-স্বভাব হইলেও বিম্ব-প্রতিবিম্বভাবপ্রাপ্তি হেতু উভয়ে উভয়ের ধর্ম্ম লাভ করিয়াছে ॥ ১৬৪ ॥

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

—*—

বিমুক্তমোক্ষার্থং স্বার্থং বা প্রধানস্য। ১।

মুক্তস্বভাব পুরুষে মিথ্যা দুঃখসম্বন্ধ না থাকে অর্থাৎ স্বনিষ্ঠ দুঃখাদি পুরুষে প্রতিবিম্বিত হইবে না, সেই উদ্দেশে বা আপনাতে দুঃখাদি বিকার সঞ্জাত হইবে না, নিবৃত্ত থাকিবে, এই উদ্দেশে প্রধানের (প্রকৃতির) জগৎকর্ত্তৃত্ব সংঘটিত হইয়াছে। ফল কথা এই যে, নির্দুঃখ আত্মার প্রকৃতিপ্রতিবিম্বজাত দুঃখসম্বন্ধ দূর করাই সৃষ্টির প্রয়োজন। ইহাতে বুঝা গেল যে, প্রকৃতিই জগৎকর্ত্রী, পুরুষ উদাসীন ॥ ১ ॥

বিরক্তস্য তৎসিদ্ধেঃ। ২।

এক সৃষ্টিতে (এক জন্মে) পুরুষের মোক্ষ (প্রতিবি ক্বপ দুঃখের বিনাশ) অসম্ভব। পুনঃ পুনঃ বহুবার জন্ম ণ, আধি, ব্যাধি ভোগ করিয়া, বার বার দুঃখ অনুভ রিয়া যখন যৎপরোনাস্তি বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, তৎকালেই ে ই বিরক্ত পুরুষ বিবেকজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া পরিমুক্ত হন ॥ ২ ॥

ন শ্রবণমাত্রাত্তৎসিদ্ধিরনাদিবাসনায়া বলবত্ত্বাৎ। ৩।

শাস্ত্রশ্রবণ দ্বারাই যে বৈরাগ্য জন্মে, তাহা নহে। কারণ, অনাদি বাসনা (সংসারভোগের সংস্কার) বলবতী। (জন্ম জন্ম পুণ্যসঞ্চয় করিতে পারিলেই শাস্ত্রবিহিত উপযুক্ত শ্রবণ-ঘটনা হয়। শ্রবণের ফল বিবেকসাক্ষাৎকার। তাহা ইচ্ছাবশে আশু হইবার নহে। অনাদি-মিথ্যাসংস্কার তাহার অন্তরায়।

যোগের অন্তরায় বহু। এই সকল হেতুতে বহু জন্মের পর বৈরাগ্য ও মোক্ষ ঘটে)॥ ৩॥

বহুভৃত্যবদ্বা প্রত্যেকম্। ৪।

যেরূপ এক ব্যক্তির বহু ভৃত্য থাকে, তদ্রূপ সত্ত্বাদি গুণেরও প্রত্যেকের বহু মোচনীয় বিদ্যমান আছে। সেই হেতু কতিপয় পুরুষ মুক্ত হইলেও অবশিষ্টের বিমোচনার্থ সৃষ্টি থাকে এবং তদ্ধেতু ইহা প্রবাহাকারে সংস্থিত থাকে॥ ৪॥

প্রকৃতিবাস্তবে চ পুরুষস্যাধ্যাসসিদ্ধিঃ। ৫।

সৃষ্টিশক্তি প্রকৃতির, ইহা সত্য ও প্রমাণসিদ্ধ। কাজেই পুরুষের কর্তৃত্ব আরোপিত মাত্র॥ ৫॥

কার্য্যতস্তৎসিদ্ধেঃ। ৬।

যাহার উৎপত্তি হয়, তাহাই কার্য্য। কার্য্যমাত্রেই অর্থক্রিয়াকারী অর্থাৎ ব্যবহার-সম্পাদক। তাহা যখন বাস্তব বা সত্য, তখন তন্মূল প্রধান ও তাহার স্রষ্টৃত্ব দুই বাস্তব বা সত্য॥ ৬॥

চেতনোদ্দেশান্নিয়মঃ কণ্টকমোক্ষবৎ। ৭।

চেতনের (অভিজ্ঞের) উদ্দেশ থাকায় কণ্টক-মোক্ষণের দৃষ্টান্তে বন্ধমোক্ষের ব্যবস্থা নিরূপিত হইয়া থাকে। (কণ্টক এক বৈ দুই নহে, কিন্তু যে জানে, সে তাহা হইতে পরিত্রাণ পায়, অন্যে পায় না, প্রত্যুত তদ্বেধজনিত কষ্ট পায়। এতদ্দৃষ্টান্তে প্রকৃতিও অনভিজ্ঞের নিকট দুঃখদায়িনী হইয়া থাকেন)॥ ৭॥

অন্যযোগেঽপি তৎসিদ্ধির্নাঞ্জস্যেনায়োদাহবৎ। ৮।

প্রকৃতিসংযোগ আছে বলিয়াই যে পুরুষের সাক্ষাৎ কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হইবে [illegible]

দ্বিতীয় অধ্যায়।

—*—

বিমুক্তমোক্ষার্থং স্বার্থং বা প্রধানস্য। ১।

মুক্তস্বভাব পুরুষে মিথ্যা দুঃখসম্বন্ধ না থাকে অর্থাৎ স্বনিষ্ঠ দুঃখাদি পুরুষে প্রতিবিম্বিত হইবে না, সেই উদ্দেশে বা আপনাতে দুঃখাদি বিকার সঞ্জাত হইবে না, নিবৃত্ত থাকিবে, এই উদ্দেশে প্রধানের (প্রকৃতির) জগৎকর্তৃত্ব সংঘটিত হইয়াছে। ফল কথা এই যে, নির্দুঃখ আত্মার প্রকৃতিপ্রতিবিম্বজাত দুঃখসম্বন্ধ দূর করাই সৃষ্টির প্রয়োজন। ইহাতে বুঝা গেল যে, প্রকৃতিই জগৎকর্ত্রী, পুরুষ উদাসীন॥ ১॥

বিরক্তস্য তৎসিদ্ধেঃ। ২।

এক সৃষ্টিতে (এক জন্মে) পুরুষের মোক্ষ (প্রতিবিম্বরূপ দুঃখের বিনাশ) অসম্ভব। পুনঃ পুনঃ বহুবার জন্ম, মরণ, আধি, ব্যাধি ভোগ করিয়া, বার বার দুঃখ অনুভব করিয়া যখন বৎপরোনাস্তি বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, তৎকালেই সেই বিরক্ত পুরুষ বিবেকজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া পরিমুক্ত হন॥ ২॥

ন শ্রবণমাত্রাত্তৎসিদ্ধিরনাদিবাসনায়া বলবত্ত্বাৎ। ৩।

শাস্ত্রশ্রবণ দ্বারাই যে বৈরাগ্য জন্মে, তাহা নহে। কারণ, অনাদি বাসনা (সংসারভোগের সংস্কার) বলবতী। (জন্ম জন্ম পুণ্যসঞ্চয় করিতে পারিলেই শাস্ত্রবিহিত উপযুক্ত শ্রবণঘটনা হয়। শ্রবণের ফল বিবেকসাক্ষাৎকার। তাহা ইচ্ছাবশে আশু হইবার নহে। অনাদি-মিথ্যাসংস্কার তাহার অন্তরায়। [illegible] করিতে পারিলে বাসনাচ্ছেদ হওয়া সম্ভব বটে; কিন্তু

যোগের অন্তরায় বহু। এই সকল হেতুতে বহু জন্মের পর বৈরাগ্য ও মোক্ষ ঘটে)॥ ৩॥

বহুভৃত্যবদ্বা প্রত্যেকম্। ৪।

যেরূপ এক ব্যক্তির বহু ভৃত্য থাকে, তদ্রূপ সত্ত্বাদি গুণেরও প্রত্যেকের বহু মোচনীয় বিদ্যমান আছে। সেই হেতু কতিপয় পুরুষ মুক্ত হইলেও অবশিষ্টের বিমোচনার্থ সৃষ্টি থাকে এবং তদ্ধেতু ইহা প্রবাহাকারে সংস্থিত থাকে ॥ ৪॥

প্রকৃতিবাস্তবে চ পুরুষস্যাধ্যাসসিদ্ধিঃ। ৫।

সৃষ্টিশক্তি প্রকৃতির, ইহা সত্য ও প্রমাণসিদ্ধ। কাজেই পুরুষের কর্তৃত্ব আরোপিত মাত্র ॥ ৫ ॥

কার্য্যতস্তৎসিদ্ধেঃ। ৬।

যাহার উৎপত্তি হয়, তাহাই কার্য্য। কার্য্যমাত্রেই অর্থক্রিয়াকারী অর্থাৎ ব্যবহার-সম্পাদক। তাহা যখন বাস্তব বা সত্য, তখন তন্মূল প্রধান ও তাহার স্রষ্টৃত্ব দুই বাস্তব বা সত্য ॥ ৬ ॥

চেতনোদ্দেশান্নিয়মঃ কণ্টকমোক্ষবৎ। ৭।

চেতনের (অভিজ্ঞের) উদ্দেশ থাকায় কণ্টক-মোক্ষণের দৃষ্টান্তে বন্ধমোক্ষের ব্যবস্থা নিরূপিত হইয়া থাকে। (কণ্টক এক বৈ দুই নহে, কিন্তু যে জানে, সে তাহা হইতে পরিত্রাণ পায়, অন্যে পায় না, প্রত্যুত তদ্বেধজনিত কষ্ট পায়। এতদ্দৃষ্টান্তে প্রকৃতিও অনভিজ্ঞের নিকট দুঃখদায়িনী হইয়া থাকেন)॥ ৭॥

অন্যযোগেঽপি তৎসিদ্ধির্নাঞ্জস্যেনায়োদাহবৎ। ৮।

প্রকৃতিসংযোগ আছে বলিয়াই যে পুরুষের সাক্ষাৎ কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হইবে, তাহা নহে। পুরুষের কর্তৃত্ব লৌহ-দাহের

অনুরূপ আরোপিত। (যেমন লৌহের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দগ্ধ করিবার শক্তি নাই, কিন্তু অগ্নিসংযোগ হইলে তাহাতে দাহিকাশক্তি জন্মে, পুরুষের প্রকৃতিসংযোগ বশতঃ কর্তৃত্বও সেইরূপে আরোপিত হইয়া থাকে) ॥ ৮ ॥

রাগবিরাগয়োর্যোগঃ সৃষ্টিঃ। ৯।

রাগসময়ে সৃষ্টি ও সংহার এবং বিরাগসময়ে যোগ (কেবলীভাব)। কেবলীভাব, স্বরূপে অবস্থান, মোক্ষ, এ সমস্ত সমান কথা ॥ ৯ ॥

মহদাদিক্রমেণ পঞ্চভূতানাম্। ১০।

প্রকৃতি হইতে যথাক্রমে মহৎ, অহঙ্কার, তন্মাত্রাপঞ্চক ও ভূতপঞ্চক উদ্ভূত হইয়াছে। তৎসমস্ত বদরমুষ্টি-প্রক্ষেপ ন্যায়ে এককালে উদ্ভূত হয় নাই, পরিণামক্রমে পর পর হইয়াছে ॥ ১০ ॥

আত্মার্থত্বাৎ সৃষ্টের্নৈষামাত্মার্থ আরম্ভঃ। ১১।

আত্মার মুক্তির জন্যই মহত্তত্ত্বাদির সৃষ্টি। স্বকীয় মুক্তির জন্য নহে। মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি সকলই নশ্বর, সুতরাং তাহাদের মুক্তি অপ্রয়োজনীয় ॥ ১১ ॥

দিক্কালাবাকাশাদিভ্যঃ। ১২।

দিক্ ও কাল আকাশাদি হইতে জাত। (অনাদিনিধন কাল ও দিক্ প্রকৃতিরই স্বরূপ। এহেতু নিত্যা দিক্ ও নিত্য কাল বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী। খণ্ড কাল ও খণ্ড দিক্ আকাশমূলক অর্থাৎ সেই সেই উপাধিযোগে আকাশে সঞ্জাত) ॥ ১২ ॥

অধ্যবসায়ো বুদ্ধিঃ। ১৩।

মহত্তত্ত্বের এক নাম বুদ্ধি। বুদ্ধির অধ্যবসায় (নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি) বুদ্ধি ও প্রকৃতির প্রথম পরিণাম। বুদ্ধি আপনি ব্যতীত

যে কিছু, সকলই ক্রোড়ীকৃত করে। ইহার শক্তিও অত্যধিক, সেই হেতু বুদ্ধির নাম মহান্॥ ১৩॥

তৎকার্য্যং ধর্ম্মাদিঃ। ১৪।

ধর্ম্ম, জ্ঞান,বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য, এই চারিটি বুদ্ধির ক্রিয়া অর্থাৎ ইহারা বুদ্ধিস্থ। উহা সত্ত্বগুণের উৎকর্ষে প্রকাশ পায়॥ ১৪॥

মহদুপরাগাদ্বিপরীতম্। ১৫।

মহত্তত্ত্বাখ্য বুদ্ধি স্বনিষ্ঠ রজোগুণে বা তমোগুণে কলুষিত হইলে উক্ত বিপরীত অর্থাৎ অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য উৎপাদন করে॥ ১৫॥

অভিমানোঽহঙ্কারঃ। ১৬।

অভিমানও যাহা, অহঙ্কারও তাহা। ইহা দ্বিতীয় তত্ত্ব। অহঙ্কার শব্দ কুম্ভকার শব্দের ন্যায় যৌগিক। কুম্ভ + কৃ + অণ। এই দ্বিতীয় তত্ত্বই অহং—আমি ইত্যাকারা বৃত্তি উৎপাদন করে। এই বৃত্তি অভিমান নামে অভিহিত। বুদ্ধি নিশ্চয় করে পরে তাহাতে অহঙ্কার-মমকার উৎপন্ন হয়। সেই হেতু মহত্তত্ত্বের পর অহঙ্কার-তত্ত্ব। অন্তঃকরণ দ্রব্য এক হইলেও তাহাতে পর পর কারণ-কার্য্য-ভাবে দ্বিবিধ বৃত্তি জন্মে বলিয়া তাহা দুই তত্ত্ব বলিয়া পরিগণিত। যেরূপ একই বীজ বীজ, অঙ্কুর ও বৃক্ষ, এই ভেদত্রয়সম্পন্ন, তদ্রূপ অন্তঃকরণও মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারতত্ত্ব এই দ্বিভেদযুক্ত॥১৬॥

একাদশ পঞ্চতন্মাত্রং তৎকার্য্যম্। ১৭।

একাদশ ইন্দ্রিয় (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন) ও পঞ্চতন্মাত্র অহঙ্কারতত্ত্বপ্রসূত। (আমি অমুক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অমুক প্রকার উপভোগ করিব এবং অমুক আমার সুখ-

সাধন বা সুখের উপকরণ, এইরূপ গাঢ় অভিমানই হিরণ্যগর্ভের অভিমান।) সৃষ্টির প্রথমে ইন্দ্রিয়গ্রামের বিভাগ ও সে সকলের বিষয় শব্দতন্মাত্রাদি জন্মিয়াছিল। সুতরাং অহঙ্কারতত্ত্বই ইন্দ্রিয়াদি উৎপত্তির কারণ॥ ১৭॥

সাত্ত্বিকমেকাদশকং প্রবর্ত্ততে বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ। ১৮।

যাহার দ্বারা একাদশ পূর্ণ হয়, তাহার নাম একাদশক। একাদশক অর্থাৎ মন। মন বৈকৃত (সাত্ত্বিক অহঙ্কার) হইতে প্রসূত। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, রাজস অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়-দশক ও তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্রা সৃষ্ট হইয়াছিল॥১৮॥

কর্ম্মেন্দ্রিয়বুদ্ধীন্দ্রিয়ৈরান্তরমেকাদশকম্। ১৯।

পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয় ও উভয়াত্মক ইন্দ্রিয় মন এক। এই একাদশ॥১৯॥

আহঙ্কারিকত্বশ্রুতের্ন ভৌতিকানি। ২০।

শ্রুতির উক্তি এই যে, ইন্দ্রিয় সকল অহঙ্কারমূলক। সুতরাং ভূতজাত নহে॥ ২০॥

দেবতালয়শ্রুতির্নারম্ভকস্য। ২১।

'অগ্নিং বাক্ অপ্যেতি'। বাগিন্দ্রিয় অগ্নিতে লীন হয়। ইত্যাদি শ্রুতি আছে সত্য; কিন্তু তৎসমস্ত শ্রুতি উৎপত্তিতাৎ-পর্য্যে কথিত নহে। (একটা নিয়ম এই আছে যে, যাহা যাহাতে লয় পায়, তাহা তাহার জনক। সে নিয়ম এ স্থলে নহে। মৃত্তিকা জলের অজনক হইলেও জল তাহাতে বিলীন হয়)॥২১॥

তদুৎপত্তিশ্রুতের্বিনাশদর্শনাচ্চ। ২২।

শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়গ্রামের উৎপত্তি-শ্রবণ আছে এবং তাহা-দের বিনাশ প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং ইন্দ্রিয়গ্রাম অনিত্য॥২২॥

অতীন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়ং ভ্রান্তানামধিষ্ঠানে ।২৩।

কোন ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। ইন্দ্রিয় সকলই অনুমেয়। যাহারা ভ্রান্ত, তাহারাই ইন্দ্রিয়াধারকে ইন্দ্রিয় কহে ॥ ২৩ ॥

শক্তিভেদেঽপি ভেদসিদ্ধৌ নৈকত্বম্ । ২৪।

ইন্দ্রিয় এক হইলেও তাহার শক্তি বহু, এরূপ বলিলে ইন্দ্রিয়-বহুত্ব স্বীকার্য্য ॥২৪॥

ন কল্পনাবিরোধঃ প্রমাণদৃষ্টস্য । ২৫।

অহঙ্কার এক বটে, তথাপি তাহা হইতে দ্বিবিধ কার্য্য সঞ্জাত হওয়া অযৌক্তিক নহে। যাহা শ্রুতিপ্রমাণে ও অনুভূতি-প্রমাণে লব্ধ, তাহার বিরোধাশঙ্কা বৃথা ॥২৫॥

উভয়াত্মকং মনঃ । ২৬ ।

মন জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এই উভয়রূপী ॥২৬॥

গুণপরিণামভেদান্নানাত্বমবস্থাবৎ । ২৭।

সত্ত্বাদি গুণ পৃথক্ পৃথক্ আকারে ও সামর্থ্যে পরিণত হয়। সেই হেতু অবস্থার দৃষ্টান্তে অদ্বয় মনের দ্বৈবিধ্য উক্ত হইল। (একই ব্যক্তি সঙ্গগুণে নানারূপ নাম ভজনা করে। নারী-সঙ্গে কামুক, বিরক্তসঙ্গে বিরাগী। তদ্রূপ মনও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের যোগে কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যোগে জ্ঞানেন্দ্রিয়) ॥২৭॥

রূপাদিরসমলান্ত উভয়োঃ । ২৮ ।

রস অর্থাৎ অন্নরস। তাহার মল মূত্র পুরীষ। রূপ হইতে মল যাবৎ ক্রমান্বয়ে ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয় ॥২৮॥

দ্রষ্টৃত্বাদিরাত্মনঃ করণমিন্দ্রিয়াণাম্ । ২৯ ।

দ্রষ্টৃত্ব ও বক্তৃত্ব ইত্যাদি আত্মায় উপচরিত ও ইন্দ্রিয়গ্রাম তত্তৎবিষয়ের করণ অর্থাৎ দ্বারস্বরূপ। আত্মা নেত্র দ্বারা

দেখেন, শ্রুতি দ্বারা শুনেন, বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা কথা কহেন ॥ ২৯ ॥

ত্রয়াণাং স্বালক্ষণ্যম্। ৩০।

মহৎ, অহঙ্কার, মন, এই তিনের নিজ নিজ লক্ষণ (অসাধারণী বৃত্তি) অর্থাৎ এক একটি নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম আছে। বুদ্ধির অধ্যবসায়, অহঙ্কারের অভিমান এবং মনের সংকল্পবিকল্প ॥ ৩০ ॥

সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ। ৩১।

শরীরসঞ্চারী প্রাণ, অপান প্রভৃতি বায়ুপঞ্চক ইন্দ্রিয়গ্রামের সাধারণী বৃত্তি ॥ ৩১ ॥

ক্রমশোঽক্রমশশ্চেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ। ৩২।

নেত্রাদি ইন্দ্রিয় ক্রমে ও অক্রমে (যুগপৎ ও এককালে উভয়রূপে) বৃত্তিমান্ হয় অর্থাৎ নিজ নিজ কার্য্য করে ॥ ৩২ ॥

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টাঽক্লিষ্টাঃ। ৩৩।

ক্লিষ্ট বা অক্লিষ্ট যাহাই হউক, মনোবৃত্তি পঞ্চ প্রকারের অধিক নহে। সেই পঞ্চবৃত্তি এই—প্রমাণবৃত্তি, বিপর্য্যয়বৃত্তি, বিকল্পবৃত্তি, নিদ্রাবৃত্তি ও স্মৃতি ॥ ৩৩ ॥

তন্নিবৃত্তাবুপশান্তোপরাগঃ স্বস্থঃ। ৩৪।

ঐ সমস্ত বৃত্তির নিবৃত্তি বা নিরোধ হইলেই পুরুষ উপরাগহীন হইয়া স্বস্থ হন। অন্তঃকরণে ও আন্তঃকরণিক ধর্ম্মে অসঙ্গ, অনধ্যস্ত বা অপ্রতিবিম্বিত হওয়া ও উপরাগবর্জ্জিত হওয়া তুল্যার্থ। স্বস্থ হওয়া, কেবল হওয়া, স্বরূপ-প্রাপ্ত ও মুক্ত তুল্য ॥ ৩৪ ॥

কুসুমবচ্চ মণিঃ। ৩৫।

যেরূপ জবা-কুসুম সরাইয়া লইলে স্ফটিক-মণি রাগহীন ও স্বরূপ লাভ করে, তদ্রূপ ॥ ৩৫ ॥

পুরুষার্থং করণোদ্ভবোঽপ্যদৃষ্টোল্লাসাৎ। ৩৬।

যেরূপ পুরুষবিমোক্ষার্থ প্রকৃতির সৃষ্টিপ্রবৃত্তি, তদ্রূপ শুভাশুভ অদৃষ্টের উল্লাসে ইন্দ্রিয়গণের উদ্ভব হইয়া থাকে। অদৃষ্ট বুদ্ধি-নিষ্ঠ, এ কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য॥ ৩৬॥

ধেনুবৎ বৎসায়। ৩৭।

নবপ্রসূতা ধেনু নিজেই বৎসের জন্য দুগ্ধ প্রস্রবণ করে, তাহাতে অন্যের প্রতীক্ষা থাকে না। তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গ্রামও পুরুষের জন্য নিজ নিজ স্বভাবে বিষয়প্রবৃত্ত হয়। ইহার দৃষ্টান্ত সুষুপ্তি হইতে উত্থান। ঘুম আপনিই ভাঙ্গে, কাহাকেও ভাঙ্গাইতে হয় না॥ ৩৭॥

করণং ত্রয়োদশবিধমবান্তরভেদাৎ। ৩৮।

অবান্তরভেদ অনুসারে ইন্দ্রিয় ত্রয়োদশ। অন্তঃকরণ তিন ও বাহ্যকরণ দশ॥ ৩৮॥

ইন্দ্রিয়েষু সাধকতমত্বগুণযোগাৎ কুঠারবৎ। ৩৯।

যেরূপ কুঠার ছেদন-ক্রিয়ার সাধকতম বলিয়া করণ, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গ্রামও পুরুষের ভোগ-মোক্ষের সাধকতম বলিয়া করণ॥৩৯॥

দ্বয়োঃ প্রধানং মনোভৃত্যবল্লোকবর্গেষু। ৪০।

যেরূপ বহু ভৃত্য থাকিলেও তন্মধ্যে একজন প্রধান থাকে, তদ্রূপ করণ বহু বিদ্যমানেও তন্মধ্যে মন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কারণ, মনই পুরুষে সাক্ষাৎসম্বন্ধে অর্থ সমর্পণ করে॥ ৪০॥

অব্যভিচারাৎ। ৪১।

কুত্রাপি মনের ব্যভিচার লক্ষিত হয় না॥ ৪১॥

তথাশেষসংস্কারাধারত্বাৎ। ৪২।

মন অর্থাৎ বুদ্ধি যাবতীয় কার্য্যসংস্কারের আধার॥ ৪২॥

স্মৃত্যনুমানাচ্চ । ৪৩ ।

তাহা স্মৃতিবৃত্তির (চিন্তনরূপা বৃত্তির) শ্রেষ্ঠত্ব দৃষ্টে অনুমান-সিদ্ধ। ধ্যাননাম্নী চিন্তাবৃত্তি সর্ব্বপ্রধান এবং তাহার প্রভাবও অপরিমিত ॥ ৪৩ ॥

সম্ভবেন্ন স্বতঃ । ৪৪ ।

চিন্তাবৃত্তিও পুরুষের নহে অর্থাৎ তাহাও বুদ্ধিরূপ আধারে উত্থিতা হয় । কিংবা এরূপ অর্থও করিতে পার—বুদ্ধি বা মন স্বতঃ অর্থাৎ নেত্রাদি ইন্দ্রিয় ছাড়িয়া, রূপনি-চয়াদি কর্ম্মে সক্ষম নহে ॥ ৪৪ ॥

আপেক্ষিকো গুণপ্রধানভাবঃ ক্রিয়াবিশেষাৎ । ৪৫ ।

ক্রিয়া বা কার্য্য অনুসারে ইন্দ্রিয়গ্রামের গুণ-প্রধান-ভাব নিশ্চয় করিবে। (নেত্রাদির ব্যাপারে মন শ্রেষ্ঠ ও নেত্র তাহার গুণ অর্থাৎ উপকারক । মনের ব্যাপারে অহঙ্কারের শ্রেষ্ঠত্ব এবং অহঙ্কারের ব্যাপারে বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব) ॥ ৪৫ ॥

তৎকর্ম্মার্জিতত্বাত্তদর্থমভিচেষ্টা লোকবৎ । ৪৬ ।

যে পুরুষের যে ইন্দ্রিয়, সে ইন্দ্রিয় সেই পুরুষ কর্ত্তৃক অর্জিত । অর্থাৎ সে সেই পুরুষের অদৃষ্টের প্রভাবে সঞ্জাত হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সেই কারণে সেই ইন্দ্রিয় সেই পুরুষের ভোগ-মোক্ষার্থ সচেষ্টিত হয়, অপর পুরুষের প্রতি উদাসীন থাকে । লৌকিক করণ (কুঠারাদি অস্ত্রও) ঐ নিয়মের অধীন ॥৪৬॥

সমানকর্ম্মযোগেঽপি বুদ্ধেঃ প্রাধান্যং লোকবল্লোকবৎ ৪৭ ।

নিখিল ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার পুরুষার্থসাধকরূপে তুল্য হইলেও বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার্য্য। সকল ভৃত্যই রাজার কার্য্য করে সত্য ; কিন্তু মন্ত্রীর প্রাধান্য অব্যাহত ॥ ৪৭ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

তৃতীয় অধ্যায়।

—:০:—

অবিশেষাদ্বিশেষারম্ভঃ ॥ ১ ॥

অবিশেষ হইতে (তন্মাত্রা নামক সূক্ষ্ম ভূতপঞ্চক হইতে) বিশেষের (স্থূল ভূতপঞ্চকের) উৎপত্তি হয় ॥১॥

তস্মাচ্ছরীরস্য । ২ ।

সেই পাঁচ প্রকার স্থূলভূত হইতে দেহ জন্মিয়াছে ॥ ২ ॥

তদ্বীজাৎ সংসৃতিঃ । ৩ ।

বস্তুতঃ দেহের বীজ ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব এবং তন্নিবন্ধন সংসার। (সংসার শব্দে জন্ম-মরণ বুঝায়। কূটস্থ নির্ব্বিকার বিভু আত্মার গত্যাগতি অসম্ভব ; উপাধির গতি ও আগতি তাঁহাতে উপচরিত হয়। পুরুষ ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বে সংস্থিত হইয়া কৃত কর্ম্মের ফলভোগার্থ তত্তৎপ্রকারে শরীর হইতে শরীরান্তরে গমন করেন) ॥ ৩ ॥

অবিবেকাচ্চ প্রবর্ত্তনমবিশেষাণাম্ । ৪ ।

কি ঈশ্বর, কি অনীশ্বর, পুরুষমাত্রেই বিবেকসাক্ষাৎকার না হওয়া যাবৎ সংসারী থাকেন। বিবেকের পর মোক্ষ ॥ ৪ ॥

উপভোগাদিতরস্য । ৫ ।

ইতর (অবিবেকী) স্বকৃতকর্ম্মফল উপভোগার্থ সংসার-নিমগ্ন থাকে। তাহা তাহার পরিহার্য্য নহে ॥ ৫ ॥

সম্প্রতি পরিমুক্তো দ্বাভ্যাম্ । ৬ ।

সংসরণকালেও বন্ধমুক্ত থাকেন অর্থাৎ পরমার্থ পক্ষে

পুরুষের শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বজনিত সুখ-দুঃখ থাকে না। না থাকিলেও সংসারকালে তদীয় আরোপ হইয়া থাকে॥ ৬॥

মাতাপিতৃজং স্থূলং প্রায়শ ইতরন্ন তথা। ৭।

এই স্থূল-দেহ প্রায়ই পিতৃমাতৃজাত। সূক্ষ্মদেহ তদ্রূপ নহে। দ্রোণ, দ্রৌপদী ও সীতা প্রভৃতি অযোনিসম্ভূত, অথচ তাঁহারা স্থূলদেহ। তদ্ধেতু প্রায়ঃ পদ প্রযুক্ত হইয়াছে॥ ৭॥

পূর্ব্বোৎপত্তেস্তৎকার্য্যত্বং ভোগাদেকস্য নেতরস্য। ৮।

পূর্ব্বে সৃষ্টিপ্রারম্ভে লিঙ্গদেহ সঞ্জাত হয়। তখন স্থূলদেহ সৃষ্ট হয় না, সুতরাং সুখ-দুঃখ লিঙ্গ-দেহেরই কার্য্য, স্থূলদেহের নহে। সুখদুঃখভোগ লিঙ্গদেহেই হয়, ইতরদেহ অর্থাৎ স্থূলদেহে নহে। (প্রথমে লিঙ্গদেহ, পরে তদুপরি স্থূলদেহ। যখন স্থূলদেহ সৃষ্ট হয় নাই, তখন লিঙ্গদেহেই ভোগ প্রবর্ত্তমান ছিল এবং এখনও সেই নিয়ম চলিতেছে। সেই হেতু মৃতশরীর লিঙ্গপরিশূন্য হওয়ায় সুখদুঃখরহিত হয়)॥ ৮॥

সপ্তদশৈকং লিঙ্গম্। ৯।

লিঙ্গদেহ সপ্তদশাবয়ব। প্রথমে ইহা এক ছিল। অগ্রে ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হন। ব্রহ্মা সেই এক অখণ্ড লিঙ্গের এখানকার হিসাবে সমষ্টি দেহের অহমভিমানধারী আত্মা॥ ৯॥

ব্যক্তিভেদঃ কর্ম্মবিশেষাৎ। ১০।

অনন্তর অপরাপর জীবের কর্ম্মের (অদৃষ্টের) বলে উহা অংশে অংশে পৃথক্ হইয়া অসংখ্য হইয়াছে। (যদ্রূপ এক পিতৃলিঙ্গদেহ হইতে বহু পুত্র-কন্যাদির লিঙ্গদেহ সম্ভূত হয়, তদ্রূপ॥ ১০॥

তদধিষ্ঠানাশ্রয়ে দেহে তদ্বাদাত্তদ্বাদঃ। ১১।

লিঙ্গদেহের অধিষ্ঠান (আশ্রয়) সূক্ষ্ম-ভূত এবং তাহার

আশ্রয় এই ষাট্‌কৌষিক স্থূল। প্রকৃতপক্ষে সূক্ষ্ম-দেহই দেহ; পরন্তু তাহা ষাট্‌কৌষিক স্থূলে অধিষ্ঠিত থাকে বলিয়া ষাট্‌কৌষিক স্থূলও দেহ আখ্যা লাভ করে॥ ১১॥

ন স্বাতন্ত্র্যাত্তদৃতে ছায়াবচ্চিত্রবচ্চ। ১২।

ছায়া বা চিত্র যদ্রূপ আধার বিরহিত হয় না বা থাকে না, তদ্রূপ লিঙ্গশরীরও নিরাধার বা নিরাশ্রয় নহে। তাহারও অধিষ্ঠান বা আশ্রয় বিদ্যমান আছে। তাহা সূক্ষ্মভূতের অবস্থাভেদ॥ ১২॥

মূর্ত্তত্বেঽপি ন সঙ্ঘাতযোগাৎ তরণিবৎ। ১৩।

লিঙ্গদেহ দেহ বলিয়া মূর্ত্ত বটে; পরন্তু উহা অসঙ্গ ও স্বতন্ত্র অবস্থিত নহে। উহা সূর্য্যরশ্মির ন্যায় সঙ্ঘাত অবলম্বনে অবস্থিত। সূর্য্য কিরণ কেন? তেজঃপদার্থমাত্রেই পার্থিব-দ্রব্যাদিতে সংবদ্ধ হইয়া অবস্থান করে॥ ১৩॥

অণুপরিমাণাং তৎকৃতিশ্রুতেঃ। ১৪।

লিঙ্গশরীর মূর্ত্ত ও পরিমিত-পরিমাণ-বিশিষ্ট; কেন না, তাহার ক্রিয়া-শ্রবণ আছে। মূর্ত্ত ভিন্ন পূর্ণ বা বিভু পদার্থে ক্রিয়া অসম্ভব॥ ১৪॥

তদন্নময়ত্বশ্রুতেশ্চ। ১৫।

শ্রুতিতে লিখিত আছে, লিঙ্গদেহের একাবয়ব মন, তাহা অন্নময়। অর্থাৎ ভক্ষ্য-বস্তুর পরিণামে সঞ্জাত। ইহাতেও বুঝা গেল, লিঙ্গদেহ অনিত্য ও পরিমিত পরিমাণবিশিষ্ট। যাহা অপরিমিত বা বিভু, তাহা অনিত্য নহে; বস্তুতঃ নিত্য॥ ১৫॥

পুরুষার্থং সংসৃতির্লিঙ্গানাং সূপকারবদ্রাজ্ঞঃ। ১৬।

যেরূপ পাচকগণ নৃপতির জন্য পাকগৃহে সঞ্চরণ করে, তদ্রূপ লিঙ্গদেহ আত্মার জন্য ইহ পর উভয় লোকে বিচরণ করে॥ ১৬॥

পাঞ্চভৌতিকো দেহঃ। ১৭।

এই স্থূলশরীর পাঞ্চভৌতিক। ভূতপঞ্চকের মিলনে সঞ্জাত॥ ১৭॥

চাতুর্ভৌতিকমিত্যেকে। ১৮।

কেহ কেহ কহেন, স্থূলশরীর চাতুর্ভৌতিক অর্থাৎ আকাশ ভিন্ন অন্য চারি ভূতের বিকার॥১৮॥

একভৌতিকমিত্যপরে। ১৯।

অপর অনেকে বলেন, ইহা একভৌতিক অর্থাৎ ইহা কেবল পার্থিব ভূতেরই বিকার। ইহাতে পার্থিব ভূত শ্রেষ্ঠ; অন্য ভূত উপষ্টম্ভক॥১৯॥

ন সাংসিদ্ধিকং চৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ। ২০।

পার্থক্য অবস্থায় কোনও ভূতে চৈতন্য লক্ষিত হয় না। সুতরাং এই ভৌতিক শরীরে যে চৈতন্যের অবস্থা। লক্ষিত হয়, উহা ইহার সাংসিদ্ধিক। নৈসর্গিক ধর্ম্ম নহে। উহা ঔপাধিক॥২০॥

প্রপঞ্চমরণাদ্যভাবশ্চ। ২১।

চৈতন্যকে এতদ্দেহের স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইলে কাহারও সুপ্তি-মূর্চ্ছাদি হইত না॥ ২১॥

মদশক্তিবচ্চেৎ প্রত্যেকপরিদৃষ্টে সাংহত্যে তদুদ্ভবঃ।২২।

চৈতন্য মদশক্তির দৃষ্টান্তে সংহতভূতজাতও বলা যায় না। পৃথক্ অবস্থানসময়ে যাহাতে যাহা দৃষ্ট হয় অর্থাৎ আছে বলিয়া অবধারিত হয়, সঙ্ঘাতসময়ে তাহা হইতেই তাহার অভিব্যক্তি কল্পনা করিতে পার॥ ২২॥

জ্ঞানান্মুক্তিঃ। ২৩।

লিঙ্গশরীরের সঞ্চরণের (জন্মনামক অবস্থালাভের) পর [illegible] [illegible] জ্ঞান হয়, আত্মস্বরূপের ও লিঙ্গস্বরূপের অব-

বোধ জন্মে, জ্ঞানের পর সেই পুরুষেরই মোক্ষাখ্য পুরুষার্থ লব্ধ হয় ॥ ২৩ ॥

বন্ধো বিপর্য্যয়াৎ। ২৪।

জ্ঞানের (বিবেকে) বিপরীত অজ্ঞান (অবিবেক), তদ্ধেতু বন্ধন (সংসারভোগ) হইতেছে। (লিঙ্গদেহে বার বার স্থূলদেহ সঙ্ঘাত হইতেছে) ॥ ২৪ ॥

নিয়তকারণত্বান্ন সমুচ্চয়বিকল্পৌ। ২৫।

জ্ঞানই অজ্ঞান-নাশের নির্দ্দিষ্ট কারণ। তদ্ধেতু মোক্ষের প্রতি কর্ম্মসহকৃত জ্ঞানের কারণভাব সম্ভব হয় না। (সমুচ্চয় অর্থাৎ কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয় একত্রিত। বিকল্প অর্থাৎ কর্ম্মমিলিত জ্ঞান বা কেবল জ্ঞান। কর্ম্মমিলিত জ্ঞানে এবং কেবল জ্ঞানেও মোক্ষ হয়, এইরূপ ব্যবস্থা। এই উভয় পক্ষের কোন পক্ষই যুক্তিসিদ্ধ নহে। বিশুদ্ধ বিবেক-জ্ঞানে মোক্ষ হয়, ইহাই যুক্তিযুক্ত) ॥ ২৫ ॥

স্বপ্নজাগরাভ্যামিব মায়িকামায়িকাভ্যাং নোভয়োর্ম্মুক্তিঃ পুরুষস্য। ২৬।

যদ্রূপ স্বাপ্ন বস্তু ও জাগ্রৎ বস্তু এক হইয়া পুরুষার্থ-সাধন করে না, তদ্রূপ মায়িক অমায়িক সমুচ্চিত (মিলিত) হইয়া মুক্তিরূপ পুরুষার্থ উৎপাদন করে না। (মায়িক অর্থাৎ অসত্য বা মিথ্যা অথবা অস্থির। অমায়িক অর্থাৎ সত্য বা স্থির। স্বাপ্ন বস্তু অস্থির বা অসত্য জাগ্রৎ বস্তু অপেক্ষাকৃত স্থির ও সত্য। কর্ম্ম-সকল প্রকৃতির কার্য্য, সে জন্য উহা অস্থির। আত্মা জন্মশীল নহে বলিয়া স্থির; সুতরাং সত্য। স্থির অস্থির উভয়ের মেলন সম্ভবপর নহে) ॥২৬॥

ইতরস্যাপি নাত্যন্তিকম্। ২৭।

ইতরের (উপাসনাত্মক জ্ঞানের) সঙ্গেও বিশুদ্ধ জ্ঞানের সমুচ্চয়-বিকল্প অসম্ভব। উপাস্যও আত্যন্তিক স্থির নহে॥ ২৭॥

সংকল্পিতেঽপ্যেবম্। ২৮।

মানস সঙ্কল্পে বিরাজিত অর্থাৎ ধ্যেয় পদার্থমাত্রই মায়িক (অস্থির)॥ ২৮॥

ভাবনোপচয়াৎ শুদ্ধস্য সর্ব্বং প্রকৃতিবৎ। ২৯।

যাহাকে ভাবনা বলে, তাহারই এক নাম ধ্যান ও চিন্তা-প্রবাহ। ধ্যান বা চিন্তাপ্রবাহ অত্যন্ত নিবিড় হইলে, তাহা সমাধি নামের নামী হয়। সমাধির উপচয় অর্থাৎ বৃদ্ধি বা পুষ্টি হইলে তৎপ্রভাবে নিতান্ত শুদ্ধস্বভাব পুরুষে সমুদয় প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ হওয়া উপাসনার বা ধ্যানের ফল। মোক্ষ নহে॥২৯॥

রাগোপহতির্ধ্যানম্।৩০।

বিষয়ের উপরাগ বিবেক-জ্ঞানের অন্তরায়। সে অন্তরায় ধ্যান দ্বারা বিনষ্ট হয়॥ ৩০॥

বৃত্তিনিরোধাত্তৎসিদ্ধিঃ। ৩১।

অপরাপর বৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে অর্থাৎ চিত্তে ধ্যেয়াকারা বৃত্তি ভিন্ন অপর কোন বৃত্তি না থাকিলে ধ্যান সিদ্ধ হইয়া থাকে॥৩১॥

ধারণাসনস্বকর্ম্মণা তৎসিদ্ধিঃ। ৩২।

ধারণা ও আসনাদি যোগাঙ্গ অনুষ্ঠানে ধ্যান সিদ্ধ হইতে দৃষ্ট হয়॥ ৩২॥

নিরোধশ্ছর্দ্দিবিধারণাভ্যাম্। ৩৩।

প্রাণবায়ুর ছর্দ্দি (পূরণ), বিধারণ অর্থাৎ ত্যাগ। একশেষ-

দ্বন্দ্ব-সমাসের বলে অন্য একটি বিধারণ শব্দ উহ্য করিবে এবং তার কুম্ভক অর্থ উন্নয়ন করিবে। পূরক-কুম্ভক-রেচকাখ্য প্রাণ-প্রক্রিয়ায় বৃত্তিনিরোধ হয় ॥ ৩৩ ॥

স্থিরসুখমাসনম্। ৩৪।

যাহা স্থির হইলে সুখসাধন হয়, তদ্রূপ উপবেশনকে আসন কহে। আসন দ্বাত্রিংশদ্বিধ। প্রত্যেক প্রকারের স্বস্তিক ও পদ্মাদি ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে ॥ ৩৪ ॥

স্বকর্ম্ম স্বাশ্রমবিহিতকর্ম্মানুষ্ঠানম্। ৩৫।

স্বাশ্রমোচিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানকেই স্বকর্ম্ম বলে। গৃহীর গার্হস্থ্য, ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি ॥ ৩৫ ॥

বৈরাগ্যাদভ্যাসাচ্চ। ৩৬।

বৈরাগ্যের ও অভ্যাসের দ্বারা জ্ঞান ও জ্ঞানসাধন যোগ (সমাধি) প্রাদুর্ভূত হয়। পূর্ব্বে যে বিপর্য্যয়ের কথা উক্ত হইয়াছে, অধুনা তাহার স্বরূপ বলা যাইতেছে ॥ ৩৬ ॥

বিপর্য্যয়ভেদাঃ পঞ্চ। ৩৭।

অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ এই পাঁচটি বিপর্য্যয় ও বন্ধনের কারণ ॥ ৩৭ ॥

অশক্তিরষ্টাবিংশতিধা তু। ৩৮।

অষ্টাবিংশতিবিধ অশক্তি ॥ ৩৮ ॥

তুষ্টির্নবধা। ৩৯।

নববিধ তুষ্টি ॥ ৩৯ ॥

সিদ্ধিরষ্টধা। ৪০।

অষ্টবিধ সিদ্ধি। (বিপর্য্যয়ের যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রভেদ, সে সকল পূর্ব্বাচার্য্যেরা কহিয়াছেন, দেখিয়া লইবে) ॥ ৪০ ॥

এবমিতরস্যাঃ। ৪১।

ইতরের (অশক্তির) অবান্তরভেদ আছে এবং তাহাও শাস্ত্রান্তরে দ্রষ্টব্য॥ ৪১॥

আধ্যাত্মিকাদিভেদান্নবধা তুষ্টিঃ। ৪২।

নববিধ তুষ্টি বলা হইল, কিন্তু তাহা আধ্যাত্মিকাদিভেদে ব্যবস্থিত॥ ৪২॥

ঊহাদিভিঃ সিদ্ধিঃ। ৪৩।

ঊহ প্রভৃতি গণনা করিলে সিদ্ধি অষ্টবিধ॥ ৪৩॥

নেতরাদিতরহানেন বিনা। ৪৪।

ঊহ আদি পাঁচটির অতিরিক্ত যে তপস্যাদি সিদ্ধিত্রয় গণনা করা যায়, তাহা তাত্ত্বিকী নহে। কেন না, সে তিনটি বিপর্য্যয়ের বিনাশ করে না, সংসারেরও নাশক হয় না। এই হেতু উহা সিদ্ধি নহে; প্রত্যুত সিদ্ধ্যাভাস॥ ৪৪॥

দৈবাদিপ্রভেদা। ৪৫।

দৈবাদিভেদে সৃষ্টি বিভিন্ন অর্থাৎ সৃষ্টির অনেক অবান্তরভেদ আছে॥ ৪৫॥

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং তৎকৃতে সৃষ্টিরাবিবেকাৎ। ৪৬।

পুরুষের জন্যই চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা হইতে স্তম্ব যাবৎ সৃষ্টি-সৃষ্টি হইয়াছে ও তত্তৎসৃষ্টি পুরুষের সম্বন্ধে বিবেকজ্ঞান না হওয়া যাবৎ বিদ্যমান থাকিবে॥ ৪৬॥

ঊর্দ্ধং সত্ত্ববিশালা। ৪৭।

পৃথিবী-লোকের ঊর্দ্ধস্থ লোকসমূহ সত্ত্বপ্রধান॥ ৪৭॥

তমোবিশালা মূলতঃ। ৪৮।

মর্ত্ত্যলোকের মূলে (নিম্নে) যে সকল লোক সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা তমোবহুল ॥ ৪৮ ॥

মধ্যে রজোবিশালা। ৪৯।

মধ্যলোক রজঃপ্রধান ॥ ৪৯ ॥

কর্ম্মবৈচিত্র্যাৎ প্রধানচেষ্টা গর্ভদাসবৎ। ৫০।

প্রাণীর কর্ম্ম বিচিত্র। সুতরাং তদনুযায়িনী প্রধান প্রবৃত্তিও বিচিত্রা। যেরূপ গর্ভদাস প্রভুর সেবার্থ বিচিত্র (নানাবিধ) চেষ্টা করে, তদ্রূপ প্রকৃতিও স্বামী পুরুষের ভোগার্থ বিচিত্রা (বিবিধা) সৃষ্টি করেন ॥ ৫০ ॥

আবৃত্তিস্তত্রাপি উত্তরোত্তরযোনিযোগাদ্ধেয়ঃ। ৫১।

উর্দ্ধলোকে যাইলেও আবৃত্তি (পুনরাগমন) হয়। আর নীচযোনিজ জীবেরাও কর্ম্মবশে উচ্চ যোনিতে জন্ম ধারণ করে বিবেকী ব্যক্তি এই প্রকার উর্দ্ধাধোলোক ভ্রমণ হেয় জ্ঞান করেন ॥ ৫১ ॥

সমানং জরামরণাদিজং দুঃখম্। ৫২।

কি উর্দ্ধলোকগত জীব, কি অধোলোকস্থ জীব, জরামরণাদিজন্য ক্লেশ সকলেরই তুল্য ॥ ৫২ ॥

ন কারণলয়াৎ কৃতকৃত্যতা মগ্নবদুত্থানম্। ৫৩।

বিবেক-জ্ঞান জন্মে নাই অথচ প্রকৃতি-উপাসনা পূর্ব্বক মহদাদি তত্ত্বে প্রবল বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, ঈদৃশ জীব চরমে কারণলীন (প্রকৃতিলীন) হয়। তদ্রূপ প্রকৃতিলয়ে কৃতকৃত্যতা নাই অর্থাৎ মোক্ষ ঘটে না। উহা জলমগ্নের ন্যায় প্রকৃতিমগ্ন হওয়া মাত্র। যেমন জলমগ্ন ব্যক্তি পুনরায়

উত্থিত হয়, তদ্রূপ প্রকৃতিমগ্ন জীবও পুনঃ আ ত হইয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥

অকার্য্যত্বে তদ্‌যোগঃ পারবশ্যাৎ।   ।

যদিও পুরুষ প্রকৃতির কার্য্যভূত (অপ্রের অথবা তাহার ইচ্ছায় বশীভূত) নহে, তথাপি পুরুষার্থের প্রেরণায় প্রকৃতি-লীন জীবের প্রাকৃতিক যোগ (পুনরুত্থান বা পুনর্জ্জন্ম) হইয়া থাকে। প্রকৃতি স্বয়ং তাহাকে বিবেকখ্যাতিরূপ পুরুষার্থ-প্রদানার্থ উত্থাপিত করেন ॥ ৫৫ ॥

স হি সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা। ৫৫।

পূর্ব্বকল্পে যিনি কারণে (প্রকৃতিতে) লয় পাইয়াছিলেন, তিনিই কল্পান্তরে সর্ব্ববিৎ ও সর্ব্বকর্ত্তা ঈশ্বর ॥ ৫৪ ॥

ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা। ৫৬।

এরূপে ঈশ্বরসিদ্ধি করা (প্রমাণিত করা) সর্ব্বসম্মত। কিন্তু নিত্য ঈশ্বর বিবাদাস্পদ ॥ ৫৬ ॥

প্রধানসৃষ্টিঃ পরার্থং স্বতোঽপ্যভোক্তৃত্বাদুষ্ট্র কুঙ্কুমবহনবৎ। ৫৭।

প্রকৃতি স্বতঃ সৃষ্টি করেন, কিন্তু উহা পুরুষ-ভোগার্থ, নিজের ভোগার্থ নহে। কারণ, তিনি স্বয়ং অভোক্তা (জড়া), যদ্রূপ উষ্ট্রের কুঙ্কুম-বহন, তদ্রূপ ॥ ৫৭ ॥

অচৈতনত্বেঽপি ক্ষীরবচ্চেষ্টিতং প্রধানস্য ॥ ৫৮ ॥

দুগ্ধ যেরূপ আপনা আপনি চেষ্টিত অর্থাৎ দধিরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ অচেতনা প্রকৃতিও মহদাদিরূপে পরিণতা হইয়া থাকেন ॥ ৫৮ ॥

কর্ম্মবদ্দৃষ্টে বা কালাদেঃ। ৫৯।

কিংবা প্রকৃতির প্রবৃত্তি (সৃষ্টি) কালকর্ম্মের অনুযায়ী।

(যদ্রূপ আপনি আপনি এক ঋতু অতীত হয় ও অন্য ঋতু আইসে, তদ্রূপ) । ৫৯ ॥

স্বভাবাচ্চেষ্টিতমনভিসন্ধানাদ্ভৃত্যবৎ। ৬০।

কিঙ্করেরা যেরূপ স্বীয় স্বভাব নিবন্ধন (কৃত-কর্ম্মের সংস্কারের অধীন হইয়া) সর্ব্বক্ষণ কর্ত্তব্যকর্ম্ম করে, তদ্রূপ প্রধানও স্বীয় স্বভাব নিবন্ধন (পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিণামসংস্কারের প্রেরণায়) নিয়মিত সৃষ্টি করিয়া থাকেন ॥ ৬০ ॥

কর্ম্মাকৃষ্টের্বানাদিতঃ। ৬১।

কিংবা কর্ম্মপ্রবাহ অনাদি। প্রধান তাহারই বশে নিয়মিত সৃষ্টি করেন ॥ ৬১ ॥

বিবিক্তবোধাৎ সৃষ্টিনিবৃত্তিঃ প্রধানস্য সূদবৎ পাকে। ৬২।

যদ্রূপ পাক শেষ হইলে পাচকের কর্ম্ম থাকে না, তদ্রূপ বিবিক্তজ্ঞান জন্মিলে সে পুরুষের সম্বন্ধে প্রকৃতির ক্রিয়া থাকে না। (বিবিক্ত-জ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষের তত্ত্বসাক্ষাৎকার। উহা পরবৈরাগ্য জন্মিলে সুসম্পন্ন হয়। প্রকৃতি যাবৎ বস্তুতে বিতৃষ্ণার নাম পরবৈরাগ্য) ॥৬২॥

ইতর ইতরবত্তদ্দোষাৎ। ৬৩।

তদ্দোষে অর্থাৎ পুরুষার্থ শেষ না হওয়ায় ইতর (বিবেক-বিধুর) পুরুষ ইতরের ন্যায় (বদ্ধের ন্যায়) থাকে ॥ ৬৩ ॥

দ্বয়োরেকতরস্য বৌদাসীন্যমপবর্গঃ। ৬৪।

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের মধ্যে একের ঔদাসীন্য হওয়াকেই অপবর্গ ও মোক্ষ বলা যায়। হয় প্রকৃতি পুরুষানুবর্ত্তনশূন্য, না হয় পুরুষ প্রকৃতি-আলিঙ্গন-বর্জ্জিত ॥ ৬৪ ॥

অন্যসৃষ্ট্যুপরাগেঽপি ন বিরজ্যতে প্রবুদ্ধরজ্জুতত্ত্বস্যেবোরগঃ ।৬৫ ।

প্রকৃতি প্রবুদ্ধ পুরুষের প্রতি সৃষ্টি-প্রদর্শনে বিরক্তা বটে, কিন্তু অন্য পুরুষেকে সৃষ্টি-প্রদর্শনে বিরক্তা নহেন। যদ্রূপ ভ্রান্ত-দৃষ্ট রজ্জুসর্প রজ্জুতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিকে ভয় প্রদর্শন করে না, তদ্রূপ প্রকৃতিও স্বতত্ত্বজ্ঞ পুরুষকে সৃষ্টি দেখান না ॥ ৬৫ ॥

কর্ম্মনিমিত্তযোগাচ্চ । ৬৬ ।

সৃষ্টির কারণীভূত কর্ম্মের সহিত অন্য পুরুষের সম্বন্ধ থাকায় তিনি অন্য পুরুষের প্রার্থ্যমান পদার্থ সৃজন করেন। প্রকৃতি যে পুরুষের উপকার করেন, তৎপ্রতি হেতু অবিবেক ॥ ৬৬ ॥

নৈরপেক্ষ্যেঽপি প্রকৃত্যুপকারেঽবিবেকো নিমিত্তম্ । ৬৭ ।

পুরুষ নিরপেক্ষ অর্থাৎ তিনি স্বভাব নিবন্ধন অপ্রার্থী বা উদাসীন। তাহা হইলেও তিনি প্রকৃতির "এই পুরুষ মদীয় স্বামী" এই জ্ঞানে বিমোহিত ও তৎসহ একীভূত হন। প্রকৃতির উপকার ও সৃষ্টিপ্রদর্শন তন্মূলক ॥ ৬৭ ॥

নর্ত্তকীবৎ প্রবৃত্তস্যাপি নিবৃত্তিশ্চারিতার্থ্যাৎ । ৬৮ ।

নৃত্যাবসানে নর্ত্তকী নিরস্ত হইয়া থাকে। পুরুষের ভোগাপ-বর্গার্থে প্রবৃত্তা প্রকৃতিও অপবর্গের পর নিরস্ত হন ॥ ৬৮ ॥

দোষবোধেঽপি নোপসর্পণং প্রধানস্য কুলবধূবৎ । ৬৯ ।

আপনাতে যে পরিণামিত্ব ও দুঃখিত্ব ইত্যাদি দোষ আছে, তৎসমস্ত দোষ পুরুষ কর্ত্তৃক একবার দৃষ্ট হইলে তিনি আর সে পুরুষে উপসর্পণ করেন না। কুলবধূর ন্যায় লজ্জায় আর তাহার নিকটবর্ত্তিনী হন না ॥ ৬৯ ॥

নৈকান্ততো বন্ধমোক্ষৌ পুরুষস্যাবিবেকাদৃতে। ৭০।

পুরুষের দুঃখযোগাত্মক বন্ধন ও দুঃখবিরহরূপ মোক্ষ ঐকান্তিক নহে। উহা অবিবেকনিমিত্তক ॥ ৭০ ॥

প্রকৃতেরাঞ্জস্যাৎ সসঙ্গত্বাৎ পশুবৎ। ৭১।

যেরূপ রজ্জুবদ্ধ হয় বলিয়া পশুরই বন্ধন ও পশুরই তদ্বিমোচন; তদ্রূপ সসঙ্গ (সুখদুঃখাদিলিপ্ত) বলিয়া প্রকৃতিরই তাত্ত্বিক বন্ধন ও তাত্ত্বিক বিমোক্ষ ॥ ৭১ ॥

রূপৈঃ সপ্তভিরাত্মানং বধ্নাতি প্রধানং কোশকারবৎ বিমোচয়ত্যেকেন রূপেণ। ৭২।

প্রধান (প্রকৃতি) কোশকারকীটবৎ আপনিই আপনাকে আপনার সপ্তসংখ্য রূপে বন্ধন ও একটি রূপে মোচন করেন ॥ ৭২ ॥ *

নিমিত্তত্বমবিবেকস্য ন দৃষ্টহানিঃ ॥ ৭৩ ॥

বন্ধন ও বন্ধনমোচন এই উভয়ের জন্য কারণ বিবেক ও অবিবেক। অবিবেকে বন্ধন, এ কথা দৃষ্টবিরুদ্ধ নহে ॥ ৭৩ ॥

তত্ত্বাভ্যাসান্নেতি নেতীতি ত্যাগাদ্বিবেকসিদ্ধিঃ ॥ ৭৪ ॥

বহুদিন ব্যাপিয়া অবিচ্ছেদে ও বিশ্বাস সংকারে প্রকৃতি যাবৎ পদার্থে 'অহং মম' অভিমান ত্যাগ করাকে তত্ত্বাভ্যাস কহে। তত্ত্বাভ্যাস দ্বারা পরবৈরাগ্য সিদ্ধ বা পূর্ণ হয় ॥৭৪॥

অধিকারিপ্রভেদান্ন নিয়মঃ। ৭৫।

অধিকারী বহুবিধ ;—উত্তম, অধম, মধ্যম। সুতরাং বৈরাগ্য-

---

* ধর্ম্ম, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য্য এই সাত রূপে বন্ধন ও "বিবেকজ্ঞান" এই এক রূপে মোচন।

প্রাপ্তির কালনিয়ম নাই। উত্তমাধিকারীর হয় ত আশু বৈরাগ্য হয়, এ জন্মেই হয়, অধম অধিকারীর হয় ত জন্মান্তরে হয় ॥ ৭৫ ॥

বাধিতানুবৃত্ত্যা মধ্যবিবেকতোঽপ্যুপভোগঃ। ৭৬।

যে সকল ব্যক্তি একবার সম্প্রজ্ঞাত যোগে আত্মসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগকে মধ্যবিবেকী কহে। মধ্যবিবেক উপস্থিত হইলে সে প্রাকৃতিক দুঃখাদির সম্বন্ধ-দগ্ধ হইয়া (নিঃশক্তি) হইয়া যায়। কিন্তু প্রারব্ধ কার্য্যপ্রভাবে তাহার (দেহ থাকায়) অল্পদিন সেই সেই দুঃখ অনুবর্ত্তিত থাকে ॥ ৭৬ ॥

জীবন্মুক্তশ্চ। ৭৭।

মধ্যবিবেকাবস্থ পুরুষকে জীবন্মুক্ত কহে ॥ ৭৭ ॥

উপদেশ্যোপদেষ্টৃত্বাত্তৎসিদ্ধিঃ। ৭৮।

শাস্ত্রে যে গুরুশিষ্য-সংবাদ শ্রুত হয়, উহা জীবন্মুক্ত অবস্থা থাকার প্রমাণ। জীবন্মুক্তেরাই গুরু ও উপদেষ্টা ॥ ৭৮ ॥

ইতরথান্ধপরম্পরা। ৭৯।

জীবন্মুক্ত ব্যক্তি না থাকিলে উপদেশপ্রবাহ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। অবিবেকী ও অল্পবিবেকী উপদেষ্টা, এরূপ বলিলে অন্ধ-পরম্পরা ন্যায়ের অনুমোদন করা হয়। উত্তমরূপে আত্মতত্ত্ব জ্ঞাত না হইয়া যদি উপদেশ করা হয়, তাহা হইলে কদাচিৎ ভ্রম হইতে পারে। যদি তত্ত্ব-বিষয়ে ভ্রম জন্মে, তাহা হইলে তদীয় শিষ্যও ভ্রমে পতিত হয়। সুতরাং তদীয় শিষ্যও ভ্রান্ত হইবে। এক অন্ধ অন্য অন্ধকে পথ-প্রদর্শন করিতে গেলে যাহা ঘটে, তাহাই ঘটিবে ॥ ৭৯ ॥

চক্রভ্রমিবৎ ধৃতশরীরঃ। ৮০।

জ্ঞানাগ্নির দ্বারা কর্ম্মসমূহ দগ্ধ হইলেও তিনি অল্পদিনের জন্য চক্রভ্রমণের দৃষ্টান্তে দেহ ধারণ করেন ॥ ৮০ ॥

সংস্কারলেশতস্তৎসিদ্ধিঃ। ৮১।

দেহপরিগ্রহের হেতু বিষয়সংস্কার। উহা তাঁহার অল্পাবশেষিত থাকে। সেই হেতু তাঁহার দেহ বিঘটিত হয় না ॥ ৮১ ॥

বিবেকান্নিঃশেষদুঃখনিবৃত্তৌ কৃতকৃত্যতা নেতরন্নেতরৎ। ৮২।

জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হইলেই যে কৃতার্থ হওয়া যায়, তাহা নহে। বিবেকসাক্ষাৎকার হইলে যৎকালে পরবৈরাগ্যের দ্বারা সর্ব্ববৃত্তিনিরোধরূপ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির পরিপাকে বাধিত অবাধিত অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম নিখিল দুঃখ নিবৃত্ত হয়, তৎকালেই প্রকৃত কৃতকৃত্যতা জন্মে। বস্তুতঃ বিদেহ-কৈবল্যই পরম মোক্ষ। অবশিষ্ট মোক্ষ নহে; পরন্তু স্বর্গ-বিশেষ ॥ ৮২ ॥

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

রাজপুত্রবত্তত্ত্বোপদেশাৎ। ১।

তত্ত্ববিষয়ক উপদেশ-শ্রবণে রাজকুমারের চিত্তে বিবেক-জ্ঞান জন্মিতে পারে ॥ ১ ॥ *

পিশাচবদন্যার্থোপদেশেঽপি। ২।

একের প্রতি যে উপদেশ করা হয়, তাহাতে অপরের বিবেক জন্মিতে পারে। ইহার দৃষ্টান্ত, কৃষ্ণ অর্জ্জুনের প্রতি উপদেশ করিয়াছিলেন। তৎশ্রবণে নিকটস্থ এক পিশাচের বিবেক জন্মিয়াছিল ॥ ২ ॥

আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ। ৩।

যদি একবার শ্রবণে বিবেকজ্ঞান না জন্মে, তবে তাহা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিবে ॥ ৩ ॥

পিতাপুত্রবদুভয়োর্দৃষ্টত্বাৎ। ৪।

পিতার মরণ ও পুত্রের জন্ম, ইহা দেখিয়া আপনার উৎপত্তি

---

* এক রাজকুমার শৈশবে ব্যাধ কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছিল। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও সে আপনাকে ব্যাধ ভাবিত ও ব্যাধবৃত্তি করিত। কুমারের এক পিতৃ-অমাত্য 'সে জীবিত আছে' জ্ঞাত ও তদ্বৃত্তান্ত শ্রুত হইয়া তাহাকে রাজ্যে আনয়ন করিল। পরে "তুমি ব্যাধ নহ, কিন্তু রাজকুমার" প্রভৃতি উপদেশ দ্বারা তাহার বিবেকজ্ঞান উৎপাদন করিয়াছিল।

ও মরণ নিশ্চয় করিবে। সেই অবধারণে বৈরাগ্য জানিতে পারে ॥ ৪ ॥

শ্যেনবৎ সুখদুঃখী ত্যাগবিয়োগাভ্যাম্। ৫।

মনুষ্যেরা শ্যেন পক্ষীর ন্যায় ত্যাগের ও অত্যাগের দ্বারা সুখী ও দুঃখী হইতেছে। (শ্যেন এক খণ্ড মাংস গ্রহণ করিয়াছিল। তাহা হরণার্থ অন্য পক্ষী বা ব্যাধ তাহাকে মারিবার প্রয়াস পায়। পরে সে ত্যাগ করিয়া গতোদ্বেগ ও সুখী হইয়াছিল) ॥ ৫ ॥

অহিনির্ল্বয়িনীবৎ। ৬।

ভুজঙ্গেরা যেরূপ হেয় জ্ঞানে দেহস্থ জীর্ণত্বক্ অনায়াসে ত্যাগ করে, তদ্রূপ মুমুক্ষুরাও চিরোপভুক্তা, সুতরাং জীর্ণা প্রকৃতিকে হেয় বোধে ত্যাগ করিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

ছিন্নহস্তবদ্বা। ৭।

যেরূপ কেহ কদাচ ছিন্নহস্ত গ্রহণ করে না, তাহাতে মমতাভিমান রাখে না, তদ্রূপ মুমুক্ষুরাও এ সকল পরিত্যাগ করিয়া মমতাহীন হন ॥৭॥

অসাধনানুচিন্তনং বন্ধায় ভরতবৎ। ৮।

যাহা বিবেকজ্ঞানের প্রতিবন্ধক, ধর্ম্ম হইলেও তাহার অনুষ্ঠান করা নিষিদ্ধ। কারণ, অসাধনের অনুচিন্তন বন্ধনের কারণ। রাজর্ষি ভরত দীন ও অনাথ মৃগশিশু পালন করিয়া বদ্ধ হইয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

বহুভির্যোগে বিরোধো রাগাদিভিঃ কুমারীশঙ্খবৎ। ৯।

অনেকের সঙ্গে থাকিলে রাগাদির উদ্ভব হয়, সুতরাং কুমারীশঙ্খের দৃষ্টান্তে কলহ জন্মে। (অবিবাহিতা বয়স্থা কামিনী

গৃহমধ্যে তণ্ডুল কণ্ডন করিতেছিল এবং অলিন্দে এক মান্য কুটুম্ব যুবক বসিয়া ছিল। হস্তের চালনে করস্থিত শঙ্খ বাজিয়া উঠিলে কুমারী লজ্জিত হইয়া এক একটি রাখিয়া অবশিষ্ট ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তখন আর কলহ হইল না। অতএব একক থাকা উচিত। বহুর সঙ্গ যোগপ্রতিবন্ধক) ॥৯॥

দ্বাভ্যামপি তথৈব। ১০।

উভয়ের সঙ্গও ত্যাজ্য ॥ ১০ ॥

নিরাশঃ সুখী পিঙ্গলাবৎ। ১১।

আশা বিসর্জ্জন দিলে সুখী হওয়া যায়। পিঙ্গলা তাহার দৃষ্টান্ত। (পিঙ্গলা নাম্নী এক বেশ্যা কান্তাগমনের প্রত্যাশায় রাত্রিজাগরণাদি ক্লেশ ভোগ করিতেন। রাত্রিশেষে তদীয় আগমনের আশা ত্যাগ করিয়া সুখে প্রসুপ্তা হইয়াছিল) ॥ ১১ ॥

অনারম্ভেঽপি পরগৃহে সুখী সর্পবৎ। ১২।

গৃহাদি নির্ম্মাণ না করিলেও ভুজঙ্গের ন্যায় সুখী থাকা যায়। মূষিক বহু কষ্টে গৃহ নির্ম্মাণ করে, কিন্তু সর্প তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সুখে অবস্থিতি করে ॥ ১২ ॥

ইষুকারবন্নৈকচিত্তস্য সমাধিহানিঃ। ১৩।

ইষুকারের ন্যায় একাগ্রমনা থাকিলে সমাধিভঙ্গ হয় না ॥ ১৩॥

কৃতনিয়মলঙ্ঘনাদানর্থক্যং লোকবৎ। ১৪।

শাস্ত্রীয় বিধি লঙ্ঘন করিলে সকলই বৃথা হয়। তত্ত্বজ্ঞান ও যোগ উভয়ের কিছুই হয় না। যেরূপ অপথ্যসেবীর ঔষধে ফল হয় না, তদ্রূপ শাস্ত্রীয়-বিধিপরিত্যাগীও যোগফল পায় না ॥ ১৪ ॥

তদ্বিস্মরণেঽপি ভেকীবৎ। ১৫।

নিয়ম বিস্মৃত হইলেও ভেকীর দৃষ্টান্তে অনর্থ ঘটে। (কোন

নরপতি মৃগয়া বিহারে গিয়া কাননে এক সুন্দরী যুবতী দর্শনে তাহাকে ভার্য্যাভাবে প্রার্থনা করিলে সে "জল দেখাইলে আমি চলিয়া যাইব" এইরূপ নিয়ম স্থাপন করত তাঁহার পত্নী হইল। কিছু দিন পরে একদা সে ক্রীড়ায় পরিশ্রান্তা হইয়া নৃপতিকে 'জল কোথায়?' এইরূপ জিজ্ঞাসা করায় নরপতি নিয়ম বিস্মৃত হইয়া স্ফটিকময় সজল জলাধার দেখাইলে কামরূপিণী যুবতী তৎক্ষণাৎ ভেকী হইয়া জলে অন্তর্হিতা হইল) ॥ ১৫ ॥

নোপদেশশ্রবণেঽপি কৃতকৃত্যতা পরামর্শাদৃতে বিরোচনবৎ। ১৬।

কেবল শ্রবণে জ্ঞান জন্মে না। গুরুবাক্যের ও শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য্যানুসন্ধানাত্মক বিচার ভিন্ন কৃতকৃত্য হওয়া যায় না। দৃষ্টান্ত—বিরোচন ॥ ১৬ ॥

দৃষ্টস্তয়োরিন্দ্রস্য। ১৭।

ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়ে গুরুশুশ্রূষা ও তত্ত্বশ্রবণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ইন্দ্রেরই তত্ত্ববিচার উৎপন্ন হওয়ায় মোক্ষ হইয়াছিল ॥ ১৭ ॥

প্রণতিব্রহ্মচর্য্যোপসর্পণানি কৃত্বা সিদ্ধির্বহুকালাত্তদ্বৎ। ১৮।

বহুদিন ব্যাপিয়া গুরু-শুশ্রূষা ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতিতে নিযুক্ত থাকিলে ইন্দ্রের ন্যায় অন্যেরও সিদ্ধি (তত্ত্বস্ফূর্ত্তি) লাভ হয় ॥ ১৮ ॥

ন কালনিয়মো বামদেববৎ। ১৯।

জ্ঞানোৎপত্তির কালনিয়ম নাই। ইহ-জন্মেও হইতে পারে, জন্মান্তরেও হইতে পারে। বামদেব ঋষি গর্ভবাস অবস্থায় তত্ত্বদর্শন লাভ করিয়াছিলেন ॥১৯॥

অধ্যস্তরূপোপাসনাৎ পারম্পর্য্যেণ যজ্ঞোপাসকানামিব ২০।

যাঁহারা আরোপপ্রণালী অবলম্বনে ব্রহ্মাদি দেবতার আরাধনা

করেন, তাঁহাদের তল্লোকপ্রাপ্তিপরম্পরায় মোক্ষ হয়। যেরূপ যাজ্ঞিকেরা যজ্ঞক্রিয়ার দ্বারা সত্বশুদ্ধ্যাদি প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানী হয়, তদ্রূপ হরিহরব্রহ্মাদি-চিন্তকেরাও তত্তৎলোকে উৎপন্ন হইয়া বিবেকসাক্ষাৎকার অন্তে মোক্ষ লাভ করেন ॥ ২০ ॥

ইতরলাভেঽপ্যাবৃত্তিঃ পঞ্চাগ্নিযোগতো জন্মশ্রুতেঃ। ২১।

ইতরলাভ (ব্রহ্মলোকাদিপ্রাপ্তি) হইলেও আবৃত্তি (পুনর্ব্বার এতল্লোকে জন্ম) হয়। শ্রুতি কহেন, বৈরাগ্য না হইলে ব্রহ্মলোকবাসীরাও দিব্, পর্জ্জন্য, ধরা, নর, যোষিৎ, এতদ্রূপ অগ্নি-পঞ্চকযোগে পুনরায় মনুষ্যত্ব লাভ করে ॥ ২১ ॥

বিরক্তস্য হেয়হানমুপাদেয়াদানং হংসক্ষীরবৎ। ২২।

হংস যেরূপ দুগ্ধমিশ্রিত জল হইতে দুগ্ধ গ্রহণ করে, জলভাগ ত্যাগ করে, সেইরূপ বিরক্ত পুরুষ প্রকৃত্যাদিমিশ্রিত আত্মার মধ্য হইতে সারস্বরূপ আত্মা গ্রহণ করেন ও অসার প্রকৃত্যাদি ত্যাগ করিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥

লব্ধাতিশয়যোগাদ্বা তদ্বৎ। ২৩।

যে ব্যক্তি জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার অনুগ্রহেও বিবেকলাভ হইবার সম্ভব ॥ ২৩ ॥

ন কামচারিত্বং রাগোপহতে শুকবৎ। ২৪।

শুকপক্ষি যেরূপ বন্ধন-ভয়ে সাবধান থাকে, সেইরূপ বিরক্ত পুরুষ সাবধান থাকিবেন। রাগী পুরুষের সঙ্গ ত্যাগ করিবেন ॥ ২৪ ॥

গুণযোগাদ্বা বদ্ধঃ শুকবৎ। ২৫।

রাগী পুরুষের সঙ্গ ঘটিলে তাহাদের রাগাদি-দোষে শুক-পক্ষীবৎ বন্ধনগ্রস্ত হইতে হয় ॥ ২৫ ॥

ন ভোগাৎ রাগশান্তির্মুনিবৎ। ২৬।

যেরূপ ভোগে সৌভরি ঋষির রাগ (আসক্তির) শান্তি হয় নাই, সেইরূপ অন্যেরও ভোগে রাগশান্তি হয় না॥ ২৬॥

দোষদর্শনাদুভয়োঃ। ২৭।

প্রকৃত্যাদির দোষ প্রত্যক্ষ হইলে রাগশান্তি হয়॥ ২৭॥

ন মলিনচেতস্যুপদেশবীজপ্ররোহোঽজবৎ। ২৮।

উষর ক্ষেত্রে যেরূপ অঙ্কুর জন্মে না, সেইরূপ মলিন মানসে উপদেশ-বীজ অঙ্কুরিত হয় না॥ ২৮॥

নাভাসমাত্রমপি মলিনদর্পণবৎ। ২৯।

মলিন মুকুরে যেরূপ বস্তুপ্রতিবিম্ব পতিত হয় না, সেইরূপ মলিন চিত্তে আভাস অর্থাৎ আপাতজ্ঞানও হয় না॥ ২৯॥

ন তজ্জস্যাপি তদ্রূপতা পঙ্কজবৎ। ৩০।

উপদেশ হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয় সত্য, কিন্তু তাদৃশ চিত্তে উপদেশের অনুরূপ জ্ঞান জন্মে না। বীজ উত্তম হইলেও পঙ্কদোষে পঙ্কজের উত্তমতা দূরীভূত হয়॥ ৩০॥

ন ভূতিযোগে কৃতকৃত্যতা উপাস্যসিদ্ধিবদুপাস্যসিদ্ধিবৎ। ৩১।

অণিমাদি ঐশ্বর্য্যলাভ হইলেই কৃতকৃত্য হওয়া যায় না। তাহা উপাস্যসিদ্ধির অনুরূপ। (উপাস্য অর্থাৎ হরি-হর-ব্রহ্মাদি। সিদ্ধি অর্থাৎ সাক্ষাৎকার। উপাসনার দ্বারা উপাস্যসাক্ষাৎকার হইলে যে ফলপ্রাপ্তি হয়, তাহা নশ্বর। ঐশ্বর্য্যযোগও অস্থির। সুতরাং মুক্তি ভিন্ন অন্য কিছুতে কৃতকৃত্য হওয়া যায় না) ॥৩১॥

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

মঙ্গলাচরণং শিষ্টাচারাৎ ফলদর্শনাৎ শ্রুতিতশ্চেতি। ১।

শিষ্টাচার, ফলদর্শন ও শ্রুতি, এই ত্রিতয় দ্বারা গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ করা কর্ত্তব্য॥ ১॥

নেশ্বরাধিষ্ঠিতে ফলনিষ্পত্তিঃ কর্ম্মণা তৎসিদ্ধেঃ। ২।

কেন না, কূটে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান থাকিলে তাহা সফল হয়, এ কথা যুক্তিবিরুদ্ধ। কর্ম্ম নিজস্বভাবে ফল প্রসব করে॥ ২॥

স্বোপকারাদধিষ্ঠানং লোকবৎ। ৩।

ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্ব কল্পনা করিতে গেলে তৎসঙ্গে অস্মদাদির ন্যায় ঈশ্বরের অধিষ্ঠান স্বীকার্য্য। (যেরূপ লৌকিক প্রভু স্বীয় উপকারার্থ কার্য্য করেন, সেইরূপ জগৎকর্ত্তাও স্বীয় উপকারার্থ জগৎ সৃজন করেন, এইরূপ বলিতে হইবে)॥ ৩॥

লৌকিকেশ্বরবদিতরথা। ৪।

ঈশ্বরের উপকার, যদি ইহা স্বীকার কর, তবে তিনিও লৌকিক ঈশ্বরের সহিত সমান হইয়া পড়েন অর্থাৎ তিনিও নরপতি প্রভৃতির ন্যায় স্বার্থপর, সংসারী ও সুখদুঃখভাগী॥ ৪॥

পারিভাষিকো বা। ৫।

সংসার বিদ্যমানেও যদি ঈশ্বর সংজ্ঞা দাও, তাহা হইলে তাহা নামে ঈশ্বর। যিনি সৃষ্টির অগ্রে উৎপন্ন, তাঁহার অন্য নাম ঈশ্বর॥ ৫॥

ন রাগাদৃতে তৎসিদ্ধিঃ প্রতিনিয়তকারণত্বাৎ। ৬।

রাগ ভিন্ন অধিষ্ঠাতৃত্ব (স্রষ্টৃত্ব) অসিদ্ধ। কারণ, রাগই প্রবৃত্তির প্রধান হেতু॥ ৬॥

তদ্‌যোগেঽপি ন নিত্যমুক্তঃ। ৭।

যদি রাগ থাকা স্বীকার্য্য হয়, তবে ইহাও স্বীকার্য্য যে, তিনি নিত্যমুক্ত নহেন॥ ৭॥

প্রধানশক্তিযোগাচ্চেৎ সঙ্গাপত্তিঃ। ৮।

প্রকৃতির শক্তি ইচ্ছাদি, তৎসম্বন্ধাধীন তাঁহার ঈশ্বরত্ব, যদি এরূপ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ঈশ্বরের অসঙ্গস্বভাবতা-ভঙ্গ হইবে॥ ৮॥

সত্তামাত্রাচ্চেৎ সর্ব্বৈশ্বর্য্যম্। ৯।

প্রকৃতির সন্নিধান থাকায় ঈশ্বরত্ব, যদি এরূপ বলা যায়, তবে সকল আত্মা ঈশ্বর না হয় কেন? এইরূপ আপত্তি উপস্থিত হয়॥ ৯॥

প্রমাণাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ। ১০।

প্রমাণ না থাকায় নিত্যেশ্বর সিদ্ধ নহে॥ ১০॥

সম্বন্ধাভাবান্নানুমানম্। ১১।

সম্বন্ধের (ব্যাপ্তির) অভাব থাকায় ঈশ্বরবিষয়ে অনুমান প্রমাণ প্রসর প্রাপ্ত হয় না॥ ১১॥

শ্রুতিরপি প্রধানকার্য্যত্বস্য। ১২।

শ্রুতিপ্রমাণে প্রকৃতিকার্য্যতা (প্রকৃতির কর্তৃত্ব) প্রসিদ্ধ হয়॥ ১২॥

নাবিদ্যাশক্তিযোগো নিঃসঙ্গস্য। ১৩।

যাঁহারা কহেন, চেতনে জ্ঞাননাশ্য অনাদি অবিদ্যা নামে

একরূপ শক্তি থাকে, তাহাতেই চেতনের বন্ধন (সংসার) এবং তাহারই অভাবে মোক্ষ, তাহাদের প্রতি কপিল কহিতেছেন, অসঙ্গস্বভাব পুরুষে সাক্ষাৎসম্বন্ধে অবিদ্যাশক্তির সম্বন্ধ অসম্ভব ॥ ১৩ ॥

তদ্‌যোগে তৎসিদ্ধাবন্যোন্যাশ্রয়ত্বম্। ১৪।

ঐ মত পরস্পর আশ্রয়দোষদুষ্ট ॥ ১৪ ॥

ন বীজাঙ্কুরবৎ সাদিসংসারশ্রুতেঃ। ১৫।

বীজাঙ্কুরের দৃষ্টান্তে অনাদিপ্রবাহ স্থলে অনবস্থা-দোষ গ্রাহ্য নহে সত্য, কিন্তু সংসার অনাদি নহে; কিন্তু সাদি। শ্রুতি এই সংসারের আদি (উৎপত্তি) কহিয়াছেন ॥ ১৫ ॥

বিদ্যাতোঽন্যত্বে ব্রহ্মবাধপ্রসঙ্গঃ। ১৬।

অবিদ্যা কি? যদি বিদ্যা ব্যতীত অবিদ্যা এরূপ হয়, তবে ব্রহ্মও বিদ্যা ব্যতীত বলিয়া অবিদ্যানাশ্য হইবেন। বিদ্যায় বা তত্ত্বজ্ঞানে ব্রহ্মের নাশ স্বীকার্য্য ॥ ১৬ ॥

অবাধে নৈষ্ফল্যম্। ১৭।

বিদ্যা যদি অবিদ্যারূপের বিনাশ না করে, তবে তন্মতে বিদ্যা উৎপাদনের চেষ্টা নিষ্ফল ॥ ১৭ ॥

বিদ্যাবাধ্যত্বে জগতোঽপ্যেবম্। ১৮।

বিদ্যা চেতনের সম্বন্ধে যাহা বিনাশ করে, তাহাই অবিদ্যা, এরূপ যদি বলা যায়, তাহা হইলে জগৎকেও অবিদ্যা বলিতে হয়। এক পুরুষের জ্ঞানকালে অন্য পুরুষের জগদ্দর্শন অসম্ভব হয় ॥ ১৮ ॥

তদ্রূপত্বে সাদিত্বম্। ১৯।

জগতের ও অবিদ্যার ঐরূপ লক্ষণ হইলেও তাহা সাদি ॥ ১৯ ॥

ন ধর্ম্মাপলাপঃ প্রকৃতিকার্য্যবৈচিত্র্যাৎ। ২০।

অপ্রত্যক্ষ বলিয়া ধর্ম্মের অপলাপ করিতে পার না, ধর্ম্ম নাই, এ কথা বলিতে পার না। প্রকৃতির কার্য্য (সৃষ্টি) বিচিত্র। অপ্রত্যক্ষ বস্তুও অনুমানে সিদ্ধ হইতে দৃষ্ট হয় ॥ ২০ ॥

শ্রুতিলিঙ্গাদিভিস্তৎসিদ্ধিঃ। ২১।

শ্রুতি, লিঙ্গ (অনুমাপক চিহ্ন) ও প্রত্যক্ষ, এই ত্রিতয় দ্বারা ধর্ম্মের অস্তিত্ব নিরূপিত হয় ॥ ২১ ॥

ন নিয়মঃ প্রমাণান্তরাবকাশাৎ। ২২।

প্রত্যক্ষ হয় না, এই হেতু তাহা নাই, ইহা অনিয়ত। কারণ, অপ্রত্যক্ষ বস্তুও অন্যান্য প্রমাণে নিরূপিত হয় ॥ ২২ ॥

উভয়ত্রাপ্যেবম্। ২৩।

ধর্ম্মের ন্যায় অধর্ম্মও প্রমাণপ্রমিত ॥ ২৩ ॥

অর্থাৎ সিদ্ধিশ্চেৎ সমানমুভয়োঃ। ২৪।

যদি বল যে, ধর্ম্ম "যাগ করিবে" "দান করিবে" প্রভৃতি বিধির সার্থক্যসম্পাদক অর্থাপত্তি প্রমাণের গম্য ; ফলতঃ তাহা নহে। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম দুই-ই অনুমেয় ॥২৪॥

অন্তঃকরণধর্ম্মত্বং ধর্ম্মাদীনাম্। ২৫।

ধর্ম্মাধর্ম্ম ইত্যাদি অন্তঃকরণের ধর্ম্ম। তদ্দ্বারা পুরুষের অবিকারিত্বস্বভাবের হানি হয় না ॥ ২৫ ॥

গুণাদীনাঞ্চ নাত্যন্তবাধঃ। ২৬।

মোক্ষসময়েও সত্ত্বাদি গুণের, তদ্ধর্ম্ম সুখাদির ও তৎকার্য্য মহদহঙ্কারাদির আত্যন্তিক বাধ (বিলয়) ঘটে না। লৌহাধ্যক্ষ বহ্নির ন্যায় সে সকলের সংসর্গমাত্র বাধিত (বিনষ্ট) হয়। যদ্রূপ প্রতপ্ত লৌহ শীতল হয়, তাহার উষ্ণতা উপশান্ত হয়,

তদ্রূপ পুরুষে প্রকৃত্যাদির প্রতিবিম্ব উপশান্ত হয় অথচ বিম্বভূত প্রকৃত্যাদির স্বরূপ বিলুপ্ত হয় না ॥ ২৬ ॥

পঞ্চাবয়বযোগাৎ সুখাদিসংবিত্তিঃ। ২৭।

ন্যায়শাস্ত্রকথিত প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়ণ ও নিগমন, এই অবয়ব-পঞ্চকের যোগে সুখাদি বস্তুর অস্তিত্ব সাধিত হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

ন সকৃদ্‌গ্রহণাৎ সম্বন্ধসিদ্ধিঃ। ২৮।

একবারমাত্র সহচার দর্শন হইলেই যে সম্বন্ধ (ব্যাপ্তি) গ্রহ হয় অর্থাৎ অকাট্য ব্যাপ্তিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা নহে। সে বিষয়ে ভূয়োদর্শনেরও কোন নিয়ম লক্ষিত হয় না। (আশঙ্কা এই যে, ব্যাপ্তি বা ব্যাপ্যব্যাপক সম্বন্ধ সম্যক্‌রূপে গ্রহ না হওয়ায় তদ্ঘটিত অনুমান পদার্থসাধনের অনুপায়) ॥ ২৮ ॥

নিয়তধর্ম্মসাহিত্যমুভয়োরেকতরস্থ বা ব্যাপ্তিঃ। ২৯।

উপরিকথিত আশঙ্কার পরিহার এই যে, আমরা সাধ্যসাধনের মধ্যে কেবলমাত্র সাধনের অব্যভিচরিত সহচারকে ব্যাপ্তি কহি, সুতরাং ব্যাপ্তিজ্ঞান অসম্ভব নহে। তাহাতে যে অসম্ভাবনাদি দোষ বা আশঙ্কা আইসে, তাহা অনুকূল তর্কে প্রশান্ত হয় ॥ ২৯ ॥

ন তত্ত্বান্তরং বস্তুকল্পনাপ্রসক্তেঃ। ৩০।

নিয়ত সহাবস্থানরূপা ব্যাপ্তি তত্ত্বান্তর নহে অর্থাৎ স্বতন্ত্র বা ভিন্ন বস্তু নহে। ব্যাপ্তির স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিলে তাহার আশ্রয় স্বীকার করিতে হয়। তাহা যুক্তিযুক্ত নহে ॥ ৩০ ॥

নিজশক্ত্যুদ্ভবমিত্যাচার্য্যাঃ। ৩১।

আচার্য্যগণের মধ্যে অনেকে বলেন, ব্যাপ্তি ব্যাপ্যপদার্থের

একরূপ শক্তিপ্রভব শক্তি। সুতরাং তাহা তত্ত্বান্তর অর্থাৎ অতিরিক্ত ॥ ৩১ ॥

আধেয়শক্তিযোগ ইতি পঞ্চশিখঃ। ৩২।

পঞ্চশিখ কহেন বুদ্ধি প্রকৃতি ভৃতির ব্যাপ্য বলিয়া ব্যবহৃত হয়। তদ্দৃষ্টে নির্ণয় করা যায় যে, আধারতা-শক্তিই ব্যাপকতা এবং আধেয়তাশক্তিসরই ব্যাপ্যত ॥ ৩২ ॥

ন স্বরূপশক্তির্নিয়মঃ পুনর্বাদপ্রসক্তেঃ। ৩৩।

যাহা স্বরূপশক্তি, তাহাই নিয়ম (ব্যাপ্তি), তাহা নহে। তাহাকে ব্যাপ্তি বলা পুনরুক্তি ভিন্ন অন্য কিছু নহে ॥ ৩৩ ॥

বিশেষণানর্থক্যপ্রসক্তেঃ। ৩৪।

পুনরুক্তি ও বিশেষণের আনর্থক্য তুল্য কথা ॥ ৩৪ ॥

পল্লবাদিষ্বনুপপত্তেশ্চ ৩৫।

ব্যাপ্যের স্বরূপশক্তিই ব্যাপ্তি, এ লক্ষণ পল্লবে অব্যাপ্ত। পল্লবে বৃক্ষব্যাপ্যতা বিদ্যমান, কিন্তু তাহা ছিন্ন করিলে বৃক্ষরূপের অপায় হয় না ॥ ৩৫ ॥

আধেয়শক্তিসিদ্ধৌ নিজশক্তিযোগঃ সমানন্যায়াৎ। ৩৬।

আধেয়শক্তির ব্যাপ্তিতা সিদ্ধ হইলে নিজশক্ত্যুদ্ভবের ব্যাপ্তিত্ব সিদ্ধ হইবে। সে পক্ষে তুল্য যুক্তি ॥ ৩৬ ॥

বাচ্যবাচকভাবঃ সম্বন্ধঃ শব্দার্থয়োঃ। ৩৭।

অর্থে যে বাচ্যতা-শক্তি এবং শব্দে যে বাচকতা-শক্তি আছে, সেই শক্তিই "শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ বা সঙ্কেত" এই সংজ্ঞায় ব্যবহৃত হয়। যে পুরুষ সেই শক্তি বিদিত থাকে, সেই পুরুষেরই শব্দ-শ্রবণের পর অর্থের প্রতীতি হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

ত্রিভিঃ সম্বন্ধসিদ্ধিঃ। ৩৮।

আপ্তোপদেশ, বৃদ্ধব্যবহার ও প্রসিদ্ধ পদের সামানাধিকরণ্য, এই ত্রিতয় দ্বারা সম্বন্ধসিদ্ধি (শক্তিজ্ঞান) হয়॥ ৩৮॥

ন কার্য্যে নিয়ম উভয়থা দর্শনাৎ। ৩৯।

যাহা করা যায়, তাহা কার্য্য। তৎসহকারে শব্দের শক্তি গৃহীতা হয় এবং অকার্য্যে অর্থাৎ সিদ্ধ বস্তুতে শক্তি গৃহীতা হয় না, এরূপ নিয়ম নহে। শক্তি উভয় রূপেই গৃহীতা হয়। (মনে কর, "গো আনয়ন কর" প্রভৃতি স্থলে "কর" এই ক্রিয়ান্বিত গো শব্দের লাঙ্গুলাদিবিশিষ্ট পশুবিশেষ অর্থে শক্তিগ্রহ হয় এবং "তোমার পুত্র" প্রভৃতি স্থলে ক্রিয়ান্বয়বিধুর পুত্রাদি শব্দের আত্মজ অর্থে সঙ্কেত সংগ্রহ হইতে দৃষ্ট হয়)॥ ৩৯॥

লোকে ব্যুৎপন্নস্য বেদার্থপ্রতীতিঃ। ৪০।

যে সমস্ত লোক লৌকিক শব্দে ব্যুৎপন্ন, লৌকিক শব্দের শক্তি বিদিত আছে, সেই সমস্ত লোকেরই বেদার্থ বা বৈদিক শব্দের অর্থ প্রতীত হয়। বৈদিক শব্দে এক শক্তি, লৌকিক শব্দে অপর শক্তি, তাহা নহে॥ ৪০॥

ন ত্রিভিরপৌরুষেয়ত্বাদ্বেদস্য তদর্থস্যাতীন্দ্রিয়ত্বাৎ। ৪১।

বেদ অপৌরুষেয় এবং তৎপ্রতিপাদ্য অর্থের মধ্যে দেবতা, স্বর্গ, নরক, পুণ্য ও পাপ প্রভৃতি অধিকাংশই অতীন্দ্রিয়, সে হেতু এ সমস্ত অর্থে বৃদ্ধব্যবহার, আপ্তোপদেশ ও প্রসিদ্ধ পদের সামানাধিকরণ্য, তিনের কিছুই সম্ভব হয় না॥ ৪১॥

ন যজ্ঞাদে রূপতো ধর্ম্মত্বং বৈশিষ্ট্যাৎ। ৪২।

তাহা নহে। দেবতাদির উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগাত্মক যাগ ও দানাদি বেদোক্ত, সুতরাং তাহাই ফলপ্রদ বলিয়া ধর্ম্ম।

তজ্জনিত যে অপূর্ব্ব (শক্তিবিশেষ), তাহা ধর্ম্ম নহে। তাহা তাহার অতিরিক্ত। যাহা যাগদানাদির স্বরূপ, তাহাই ধর্ম্মের লক্ষণ। তাদৃশ যাগদানাদি ইচ্ছাদিরই পরিণামবিশেষ; সুতরাং তাহা অলৌকিক, অপৌরুষেয় বা অতীন্দ্রিয় হইতে পারে না॥৪২॥

নিজশক্তির্ব্যুৎপত্ত্যা ব্যবচ্ছিদ্যতে। ৪৩।

যদি অপৌরুষেয় হয়, হইলেও তাহাতে (বেদে) যে স্বতঃসিদ্ধা শক্তি বিদ্যমান, সেই শক্তি গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় ও উপদেশ দানগ্রহণ-নিয়ম অবলম্বনে ব্যুৎপাদিত হয় ও তাহাতেই ইতর অর্থের ব্যবচ্ছেদ হয়। তদর্থাতিরিক্ত অর্থের বোধ হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, অনাদি উপদেশ-পরম্পরায় বেদশব্দের শক্তি গ্রহ হয়॥ ৪৩॥

যোগ্যাযোগ্যেষু প্রতীতিজনকত্বাত্তৎসিদ্ধিঃ। ৪৪।

পদ সকল সাধারণতঃ অর্থ বোধের জনক (উপায়)। তদ্দারা প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ উভয়রূপ অর্থ প্রতীতি হইয়া থাকে। পদ সকল যে সযোক্ত-ধর্ম্ম-পুরস্কারে পদার্থের বোধ জন্মায়, তাহাতেই পদশক্তি (পদের সহিত পদার্থের সঙ্কেত) গৃহীত হইয়া থাকে॥ ৪॥

ন নিত্যত্বং বেদানাং কার্য্যত্বশ্রুতেঃ। ৪৫।

শ্রুতিতে বেদের উদ্ভব শ্রবণ থাকায় বেদ নিত্য নহে। তাহা সজাতীয়ানুপূর্ব্বী প্রবাহে চলিয়া আসিতেছে। সেই হেতু কোন কোন শ্রুতি বেদকে সেই ভাবের নিত্য কহেন।

ন পৌরুষেয়ত্বং তৎকর্ত্তুঃ পুরুষস্যাভাবাৎ। ৪৬।

যদি নিত্য না বল, তাহা হইলেও তাহা পৌরুষেয় (পুরুষ কর্ত্তৃক সৃষ্ট) নহে। কারণ, বেদের কর্ত্তৃ-পুরুষ নাই। বেদ অমুক

কর্তৃক রচিত হইয়াছে, এরূপ স্থির-সংবাদ কেহই প্রদানে সমর্থ নহেন ॥ ৪৬ ॥

মুক্তামুক্তয়োরযোগ্যত্বাৎ। ৪৭।

মুক্তাত্মা ও অমুক্তাত্মা উভয়ের কেহই বেদ-রচনার উপযুক্ত নহেন। বীতরাগিতা বিধায় মুক্তাত্মা ও অসর্ব্বজ্ঞতা বিধায় অমুক্তাত্মা বেদ-করণের অযোগ্য ॥৪৭॥

নাপৌরুষেয়ত্বান্নিত্যত্বমঙ্কুরাদিবৎ। ৪৮।

যেরূপ অঙ্কুরাদি অনিত্য হইলেও পৌরুষেয় নহে, পুরুষকৃত নহে, সেইরূপ, অনিত্য বেদও অপৌরুষেয় ॥৪৮॥

তেষামপি তদ্‌যোগে দৃষ্টবাধাদি প্রসক্তিঃ ॥ ৪৯ ॥

দৃষ্ট হয় যে, যাহা যাহা পৌরুষেয়, তৎসমস্তই শরী[illegible] জন্য অর্থাৎ কোন এক দেহিকর্তৃক নির্ম্মিত। এই দর্শন ([illegible]) অঙ্কুর ইত্যাদিতে বাধিত। অঙ্কুর অপৌরুষেয় অথচ অনি[illegible] ৪৯॥

যস্মিন্নদৃষ্টেঽপি কৃতবুদ্ধিরুপজায়তে তৎ পৌরুষেয়ম্। [illegible]

কে করিয়াছে, তাহা দৃষ্ট বা শ্রুত না হইলেও, যা[illegible] খিলে প্রাণিকৃত বলিয়া ধারণা জন্মে, তাহাই পৌরুষেয় (শ্বাস-প্রশ্বাসকে কেহ পুরুষকৃত কহে না। যাহা বুদ্ধি সহকারে কৃত হয় তাহাই পৌরুষেয়। বেদ শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়মে ও অর্জ্জিত পূর্ব্বসংস্কারের সাহায্যে ব্রহ্মার চিত্তে উদিত ও কণ্ঠশব্দে অভিব্যক্ত হইয়াছিল ॥ ৫০ ॥

নিজশক্ত্যভিব্যক্তেঃ স্বতঃ প্রামাণ্যম্ ॥ ৫১ ॥

বেদের স্বাভাবিকী প্রকৃতজ্ঞানজননী শক্তি আছে। সে শক্তি মন্ত্রে আয়ুর্ব্বেদাদিতে বিস্পষ্ট অথবা অভিব্যক্ত। তদ্দৃষ্টে নির্ণীত হয় যে, বেদ স্বতঃপ্রমাণ ॥ ৫১ ॥

নাসতঃ খ্যানং নৃশৃঙ্গবৎ। ৫২।

যাহা অসৎ অর্থাৎ নাই অথবা সর্ব্বৈব মিথ্যা, তাহার জ্ঞান হয় না। নরশৃঙ্গ অসৎ অর্থাৎ নাই। সেই হেতু তাহা কাহারও জ্ঞানগম্য নহে। (স্বপ্ন ও মনোরথ মানস পরিণামভেদ। এই হেতু তাহা নরশৃঙ্গের তুল্য নহে) ॥ ৫২ ॥

ন সতো বাধদর্শনাৎ। ৫৩।

যাহা অত্যন্ত সৎ, তাহারও বাধ দৃষ্ট হয়। বাধ অর্থাৎ অদর্শন। অত্যন্ত সৎ সত্ত্বাদি গুণও অন্তর্হিত থাকে ॥ ৫৩ ॥

নানির্ব্বচনীয়স্য তদভাবাৎ। ৫৪।

অভাব নিবন্ধন অর্থাৎ নাই বলিয়া পরকল্পিত অনির্ব্বচনীয় বস্তু জ্ঞানগোচর হয় না ॥ ৫৪ ॥

নান্যথাখ্যাতিঃ স্ববচোব্যাঘাতাৎ। ৫৫।

এক পদার্থ অন্য পদার্থের আকারে জ্ঞানগোচর হইলে বা প্রতীত হইলে তাহা অন্যথাখ্যাতি নামে পরিগণিত। (অন্যথা অর্থাৎ অন্য প্রকার। খ্যাতি অর্থাৎ জ্ঞান) সাঙ্খ্যমত তাহা নহে। কারণ, অন্যথাখ্যাতি-স্বীকারে সাংখ্যের উক্তি ব্যাহত হয় ॥ ৫৫ ॥

ন সদসৎখ্যাতির্বাধাভাবাৎ। ৫৬।

বাধ না থাকা হেতু সদসৎখ্যাতি পক্ষও সিদ্ধান্তবহির্ভূত। নিত্য বলিয়া সত্ত্বাদি গুণ স্বরূপে বাধপ্রাপ্ত (বিনষ্ট) হয় না। সংসর্গের, সম্বন্ধের বা অবস্থার বাধ হয়। বস্ত্র ও রাঙা রং উভয়ের কিছুই লুপ্ত হয় না, পরন্তু উভয়ের সংযোগ নষ্ট হয় ॥ ৫৬ ॥

প্রতীত্যপ্রতীতিভ্যাং ন স্ফোটাত্মকঃ শব্দঃ। ৫৭।

যাহা বর্ণময়, যাহা কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট হয়, তাহা শব্দমাত্র।

যাহা অর্থপ্রত্যায়ক, তাহা তাহার অতিরিক্ত অথচ তদভিব্যঙ্গ্য। তাহা অতীন্দ্রিয় ও নিরবয়ব, সুতরাং অদৃশ্য। তাহার এক নাম স্ফোট। অর্থ প্রস্ফুট করায় বা জ্ঞানগম্য করায়, এই হেতু স্ফোট। স্ফোট-শব্দ নিত্য ও তাহার স্থিতিস্থান ব্যাপক ও অভিব্যক্তিস্থান হৃদয়াকাশ। "ঘট" এই শব্দে অর্থাৎ বর্ণদ্বয়ের উচ্চারণ "ঘট" এই স্ফোট-শব্দের আবির্ভাব করায়। পরে সেই স্ফোট-শব্দ কম্বুগ্রীবাদিবৎ মার্ত্তিক্য বস্তু প্রতীত করায়। এই যে মত, এ মত সাধু নহে। কারণ, তাহা প্রতীত হয় কি অপ্রতীত থাকে, অনু-সন্ধান করিতে গেলে কিছুই নির্ণয় হয় না॥ ৫৭॥

ন শব্দনিত্যত্বং কার্য্যতাপ্রতীতেঃ। ৫৮।

শব্দ নিত্য নহে, বরং অনিত্য অর্থাৎ জন্মশীল। শব্দ যে জন্মে, তাহা সর্ব্বপ্রত্যক্ষ॥ ৫৮॥

পূর্ব্বসিদ্ধসত্ত্বস্যাভিব্যক্তির্দীপেনেব ঘটস্য। ৫৯।

যদি বল যে, যদ্রূপ ঘট পূর্ব্বসিদ্ধ অর্থাৎ পূর্ব্বেও ছিল, কিন্তু প্রকট ছিল না, সেই হেতু তাহাকে প্রকট করা হয়, যদ্রূপ অন্ধ-কারে মগ্ন ঘটকে দীপ দ্বারা প্রকট করা যায়; তদ্রূপ নিত্য নিরা-কার স্ফোটরূপ শব্দকে বর্ণোচ্চারণে প্রকট করা হয়॥ ৫৯॥

সৎকার্য্যসিদ্ধান্তশ্চেৎ সিদ্ধসাধনম্। ৬০।

উহা বলা যায় না। বলায় সিদ্ধসাধন-দোষ ঘটে॥ ৬০॥

নাদ্বৈতমাত্মনো লিঙ্গাত্তদ্ভেদপ্রতীতেঃ। ৬১।

আত্মাদ্বৈত মত যুক্তিবিরুদ্ধ। প্রকৃতি কোন পুরুষকে ত্যাগ করিয়াছেন ও কোন পুরুষকে আলিঙ্গন করিয়াছেন, ইহা প্রতীত হইতেছে। দৃষ্ট হইতেছে॥ ৬১॥

নানাত্মনাপি প্রত্যক্ষবাধাৎ। ৬২।

ঘট, পট, গৃহ, কুড্যাদি অনাত্ম বস্তু থাকায় অখণ্ডাত্মাদ্বৈত প্রত্যক্ষবাধিত॥ ৬২॥

নোভাভ্যাং তেনৈব। ৬৩।

উক্ত কারণে সমুচ্চিত উভয়ের (এক সঙ্গে আত্মা ও অনাত্মা দুইয়ের অবস্থিতির) দ্বারা অভেদ সাধিত হয় না॥ ৬৩॥

অন্যপরত্বমবিবেকিনাং তত্র। ৬৪।

শ্রুত্যন্তর প্রপঞ্চাভেদ কহিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা উপাসনার্থ। উপাসনাতেই সে সমস্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য, আত্মাদ্বৈতে নহে॥ ৬৪॥

নাত্মাবিদ্যা নোভয়ং জগদুপাদানকারণং নিঃসঙ্গত্বাৎ। ৬৫।

আত্মা, আত্মাশ্রিত অবিদ্যা বা আত্মার ও অবিদ্যার মেলন, (যেমন কপালযুগলের মেলনে ঘট, তদ্রূপ) জগৎ-কারণ (উপাদান) নহে। যে হেতু, আত্মা অসঙ্গ॥ ৬৫॥

নৈকস্যানন্দচিদ্রূপত্বে দ্বয়োর্ভেদাৎ। ৬৬।

আনন্দ ও চৈতন্য (জ্ঞান) পৃথক্; এক নহে। সুতরাং এক কালে একের আনন্দ ও জ্ঞান এই উভয়বিধ সমাবেশ প্রাপ্ত হয় না। (দুঃখজ্ঞান যখন হয়, তখন সুখজ্ঞান না থাকায় সুখ ও জ্ঞান পৃথক্ পদার্থ)॥ ৬৬॥

দুঃখনিবৃত্তের্গৌণঃ। ৬৭।

শ্রুতি যে কহিয়াছেন, আত্মা আনন্দরূপী, তাহা দুঃখনিবৃত্তি গুণে গৌণী অর্থাৎ তাহা লক্ষণামূলক প্রয়োগ॥ ৬৭॥

বিমুক্তিপ্রশংসা বা মন্দানাম্। ৬৮।

কিংবা তাহা মোক্ষের স্তুতি। মুক্তি হইলে দুঃখ থাকে

না। শ্রুতি তাহার প্রশংসার্থ ও মোক্ষের প্রতি লোকের রুচি জন্মাইবার জন্য আত্মাকে আনন্দরূপ বলিয়াছেন ॥ ৬৮ ॥

ন ব্যাপকত্বং মনসঃ করণত্বাদিন্দ্রিয়ত্বাদ্বা। ৬৯।

যদ্রূপ ছেদন-ক্রিয়ার করণ কুঠারাদি, তদ্রূপ মন জ্ঞানক্রিয়ার করণ। কেন না, মন করণ ও ইন্দ্রিয়; তাহা অব্যাপক, সর্ব্বব্যাপী নহে ॥ ৬৯ ॥

সক্রিয়ত্বাদ্গতিশ্রুতেঃ। ৭০।

মন বা অন্তঃকরণ আত্মার লোকান্তরগমনের সহায়। সুতরাং তাহা সক্রিয় ও গতিশক্তিবিশিষ্ট। সক্রিয় বলিয়া তাহা অবিভু; পূর্ণ বা সর্ব্বব্যাপী নহে ॥ ৭০ ॥

ন নির্ভাগত্বং তদ্যোগাৎ ঘটবৎ। ৭১।

মন নির্ভাগ (নিরবয়ব) নহে। কারণ, মন অন্যান্য ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হয়। নিরবয়ব পদার্থ কোন কিছুতে সংযুক্ত হয় না ॥৭১॥

প্রকৃতিপুরুষয়োরন্যৎ সর্ব্বমনিত্যম্। ৭২।

প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই ভিন্ন সকলই অনিত্য ॥ ৭২ ॥

ন ভাগলাভো ভোগিনো নির্ভাগত্বশ্রুতেঃ। ৭৩।

ভোক্তা অর্থাৎ পুরুষ নির্ভাগ (নিরবয়ব)। এই প্রকার শ্রুতি থাকায় নির্ণীত হয়, তাহা কাহারও ভাগ (অবয়ব) নহে ॥ ৭৩ ॥

নানন্দাভিব্যক্তির্মুক্তির্নির্ধর্ম্মকত্বাৎ। ৭৪।

আনন্দের অভিব্যক্তিই মোক্ষ, তাহা নহে। কেন না, আত্মার কোন প্রকার ধর্ম্ম নাই ॥ ৭৪ ॥

ন বিশেষগুণোচ্ছিত্তিস্তদ্বৎ। ৭৫।

যাঁহারা কহেন, আত্মার বিশেষ (অসাধারণ) গুণের উচ্ছেদ

হওয়াই মোক্ষ, তাঁহাদের সে কথা অভ্রান্ত নহে। কেন না, আত্মা নির্ধর্ম্মক। অন্তঃকরণের ধর্ম্ম আত্মায় আরোপিত থাকা হেতু অবিবেকীর নিকট "আত্মধর্ম্ম" এই কথা প্রচলিত আছে ॥ ৭৫ ॥

ন বিশেষগতির্নিষ্ক্রিয়স্য। ৭৬।

গতিবিশেষ (ব্রহ্মলোক ও বিষ্ণুলোকলাভ) নিষ্ক্রিয় আত্মার মুক্তি নহে। স্বরূপাবস্থিতি ভিন্ন অন্য কিছু মুক্তি নহে ॥ ৭৬ ॥

নাকারোপরাগোচ্ছিত্তিঃ ক্ষণিকত্বাদিদোষাৎ। ৭৭।

ক্ষণধ্বংসী জ্ঞানের বিষয়াকারলাভের নাম বন্ধন। তাহার যে সংস্কার, তাহাকে উপরাগ কহে। সেই উপরাগ অর্থাৎ বাসনা-নামক বিষয়-সংস্কার নষ্ট হইলেই বিজ্ঞানাত্মার মোক্ষ ঘটে। সে মোক্ষ নির্ব্বাণ নামে প্রথিত। ইহা নাস্তিক-বিশেষের মত, এ মত ক্ষণিকত্বাদি (নশ্বরত্বাদি) দোষে দুষ্ট। তাৎপর্য্য এই যে, ক্ষণিক বস্তু পুরুষার্থ নহে ॥ ৭৭ ॥

ন সর্ব্বোচ্ছিত্তিরপুরুষার্থত্বাদিদোষাৎ। ৭৮।

জ্ঞানরূপী আত্মার সর্ব্বোচ্ছেদ মুক্তি নহে; তাহাও অপুরুষার্থদোষাক্রান্ত ॥ ৭৮ ॥

এবং শূন্যমপি। ৭৯।

শূন্যও অপুরুষার্থ। সে হেতু শূন্য পর্য্যবসিত হওয়া অর্থাৎ জ্ঞানজ্ঞেয়াত্মক-প্রপঞ্চের বিনাশ অপুরুষার্থ বলিয়া মোক্ষ নহে ॥ ৭৯ ॥

সংযোগাশ্চ বিয়োগান্তা ইতি ন দেশাদিলাভোঽপি। ৮০।

স্বর্গাদি উত্তম দেশ ও তাহার স্বাম্যপ্রাপ্তি মোক্ষ নহে। কারণ, সংযোগের বিয়োগ আছে। স্বর্গবিয়োগ দুঃখপ্রদ ॥ ৮০ ॥

ন ভাগিযোগো ভাগস্য। ৮১।

ভাগ অংশকে কহে। জীব ঈশ্বরের অংশ, তাহার ঈশ্বর-প্রবেশ মোক্ষ, এ মতও যুক্তিবিরুদ্ধ॥ ৮১॥

নাণিমাদিযোগেঽপ্যবশ্যম্ভাবিত্বাত্তদুচ্ছিত্তেরিতরযোগবৎ। ৮২।

অণিমাদি ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি হইলেও মুক্তি ঘটে না। যদ্রূপ ইতর ঐশ্বর্য্য অচিরস্থায়ী, তদ্রূপ যোগজ অণিমাদি ঐশ্বর্য্যও অচিরস্থায়ী। তাহার উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। সে জন্য উহা মোক্ষ নহে॥ ৮২॥

নেন্দ্রাদিপদযোগোঽপি তদ্বৎ। ৮৩।

ইন্দ্রত্বাদি পদ মোক্ষ নহে। তাহাও ঐশ্বর্য্যের ন্যায় বিনশ্বর॥ ৮৩॥

ন ভূতপ্রকৃতিত্বমিন্দ্রিয়াণামাহঙ্কারিকত্বশ্রুতেঃ। ৮৪।

ইন্দ্রিয়গ্রাম ভূতপ্রকৃতিক নহে অর্থাৎ পৃথিব্যাদি ভূতের বিকার নহে। শ্রুতি কহেন যে, ইন্দ্রিয়গ্রাম আহঙ্কারিক অর্থাৎ অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে সঞ্জাত॥ ৮৪॥

ন ষট্‌পদার্থনিয়মস্তদ্বোধান্মুক্তিঃ। ৮৫।

দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়, এই ছয়টিই পদার্থ বা তত্ত্ব, এবং ঐ ছয় পদার্থের জ্ঞানে মোক্ষ হয়, এ (বৈশেষিক-দিগের) কথা প্রমাণবিরুদ্ধ॥ ৮৫॥

ষোড়শাদিষ্বপ্যেবম্। ৮৬।

গৌতমকথিত প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থ ও তদ্বিজ্ঞানে মুক্তি, এ সিদ্ধান্ত প্রমাণহীন॥ ৮৬॥

নাণুনিত্যতা তৎকার্য্যত্বশ্রুতেঃ। ৮৭।

পরমাণু নিত্য নহে। শ্রুতিতে পরমাণুর কার্য্যতা (উৎপত্তি) কথিত হইয়াছে॥ ৮৭॥

ন নির্ভাগত্বং কার্য্যত্বাৎ। ৮৮।

পরমাণু জন্মশীল বলিয়া তাহা নির্ভাগ (নিরবয়ব) নহে ॥৮৮॥

ন রূপনিবন্ধনাৎ প্রত্যক্ষনিয়মঃ। ৮৯।

রূপ থাকিলেই প্রত্যক্ষ হয়, না থাকিলে হয় না, ঈদৃশ নিয়ম নাই। কারণ, রূপহীন অন্তঃকরণস্থ সুখাদি ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে ॥ ৮৯ ॥

ন পরিমাণচাতুর্বিধ্যং দ্বাভ্যাং তদ্‌যোগাৎ। ৯০।

কেহ কেহ কহেন—অণু, মহৎ, দীর্ঘ, হ্রস্ব, এই চতুর্ব্বিধ পরিমাণ। ফলতঃ তাহা নহে। অণু ও মহৎ এই দুই পরিমাণের মধ্যে অন্য দুই পরিমাণ নিহিত হইতে পারে ॥ ৯০ ॥

অনিত্যত্বেঽপি স্থিরতাযোগাৎ প্রত্যভিজ্ঞানং সামান্যস্য। ৯১।

ব্যক্তি অস্থির বা অনিত্য হইলেও যে স্থিরভাবের প্রত্যভিজ্ঞা অর্থাৎ "সেই অমুক এই" এইরূপ জ্ঞান জন্মে, তাহা সামান্যবিষয়ক (জাতিবিষয়ক) ঘট নামক ব্যক্তি অস্থায়ী, কিন্তু ঘটত্বজাতি স্থায়ী ॥ ৯১ ॥

ন তদপলাপস্তস্মাৎ। ৯২।

উক্ত হেতু সামান্যের (জাতির) অপলাপ হয় না অর্থাৎ জাতি নাই বলা অসঙ্গত ॥ ৯২ ॥

নান্যনিবৃত্তিরূপত্বং ভাবপ্রতীতেঃ। ৯৩।

"তাহাই এই" এ জ্ঞান ভাবরূপী, অভাবরূপী বলা যায় না; অতএব বুঝা গেল, সামান্য বা জাতি কোন কিছুর অভাব নহে ॥ ৯৩ ॥

ন তত্ত্বান্তরং সাদৃশ্যং প্রত্যক্ষোপলব্ধেঃ। ৯৪।

সাদৃশ্য ভিন্ন তত্ত্ব (বস্তু) নহে। তাহা সামান্যভাব ও

প্রত্যক্ষ। (বহু অবয়ব তুল্য দেখিলে তাহা সাদৃশ্য সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। সাদৃশ্য তুল্যবস্তুতে দৃষ্ট হইয়া থাকে) ॥ ৯৪ ॥

নিজশক্ত্যভিব্যক্তির্বা বৈশিষ্ট্যাত্তদুপলব্ধেঃ। ৯৫।

অনেকে বলেন, পদার্থের স্বাভাবিক শক্তিবিশেষ উদ্ভূত হওয়াই সাদৃশ্য। ফলতঃ তাহা নহে। কারণ এই যে, সাদৃশ্যের উপলব্ধি বিশিষ্টাকারেই (শক্তিভিন্নরূপেই) হয়। (যে প্রকারে শক্তিজ্ঞান হয়, সাদৃশ্যজ্ঞান তদ্রূপে হয় না। শক্তিজ্ঞান পদার্থান্তরজ্ঞাননিরপেক্ষ। সাদৃশ্যজ্ঞান প্রতিযোগিজ্ঞানসাপেক্ষ)॥ ৯৫ ॥

ন সংজ্ঞাসংজ্ঞিসম্বন্ধোঽপি। ৯৬।

ইহা সংজ্ঞা (নাম), ইহা তাহার সংজ্ঞী (নামী), এই প্রকার জ্ঞানকে যে সাদৃশ্য কহে, তাহা নহে। কেন না, তাহাও বিভিন্নরূপে প্রতীত হয়। যে সংজ্ঞাসংজ্ঞিভাব না জানে, সেও সাদৃশ্য বুঝে ॥ ৯৬ ॥

ন সম্বন্ধনিত্যতোভয়ানিত্যত্বাৎ॥ ৯৭ ॥

সংজ্ঞা (নাম) ও সংজ্ঞী (নামী) উভয়ে অনিত্য ; সুতরাং তন্নিষ্ঠ সম্বন্ধও অনিত্য। অনিত্যসম্বন্ধাত্মক অতীত পদার্থের সাদৃশ্য কিরূপে বর্ত্তমান পদার্থে বিদ্যমান হইবে বা থাকিবে ? ৯৭

নাতঃ সম্বন্ধো ধর্ম্মিগ্রাহকমানবাধাৎ। ৯৮

সাময়িক বিভাগ থাকিলে সম্বন্ধ উৎপন্ন হইতে পারে। যাহা কোন কালে বিভাগ প্রাপ্ত হয় না, তাহা সম্বন্ধ নহে, তাহা স্বরূপ। যাহাকে নিত্য সম্বন্ধ বলা যায়, তাহাও স্বরূপ। সুতরাং সংজ্ঞা সংজ্ঞীর সাদৃশ্য, ইহা সাময়িক বিভাগ অভাবে অসিদ্ধ। তাহা ধর্ম্মিগ্রাহক প্রমাণের বিরোধী ॥ ৯৮ ॥

ন সমবায়োঽস্তি প্রমাণাভাবাৎ। ৯৯।

প্রমাণ না থাকা হেতু সমবায় (সম্বন্ধ) বস্তু অসিদ্ধ ॥ ৯৯ ॥

উভয়ত্রাপ্যন্যথাসিদ্ধের্ন প্রত্যক্ষমনুমানং বা। ১০০।

প্রত্যক্ষই হউক আর অনুমানই হউক, উভয়ের কোনটি সমবায় থাকার প্রমাণ নহে। প্রত্যক্ষ অর্থাৎ বিশিষ্টবুদ্ধি। পুষ্প গন্ধযুক্ত ইত্যাদি প্রকার জ্ঞান। এ জ্ঞানে স্বরূপ সম্বন্ধই নিরূপিত হয় ॥ ১০০ ॥

নানুমেয়ত্বমেব ক্রিয়ায়া নেদিষ্ঠস্য তত্তদ্বতোরেবাঽপরোক্ষ-প্রতীতেঃ। ১০১।

ক্রিয়া প্রত্যক্ষ, উহা অনুমেয় নহে। যাঁহারা কহেন, ক্রিয়া দেশান্তরসংযোগাদি দৃষ্টে অনুমিত হয়, তাঁহাদের সে উক্তি প্রত্যক্ষবাধিত। ক্রিয়া ও ক্রিয়ার আশ্রয় সমীপস্থ দ্রষ্টার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে ॥ ১০১ ॥

ন পাঞ্চভৌতিকং শরীরং বহূনামুপাদানাযোগাৎ। ১০২।

দেহ পাঞ্চভৌতিক নহে। কারণ, বিজাতীয় বহু বস্তু এক বস্তুর উপাদান হইতে দৃষ্ট হয় না। ক্ষিতি-ভূতই উপাদান। অন্য ভূতচতুষ্টয় তাহার উপষ্টম্ভক (সহায়) ॥ ১০২ ॥

ন স্থূলমিতি নিয়ম আতিবাহিকস্যাপি বিদ্যমানত্বাৎ। ১০৩।

স্থূলশরীরই শরীর অন্য শরীর নাই ; এরূপ কোন নিয়ম নাই। অতিবাহিক শরীরও আছে। ১০৩ ॥

নাপ্রাপ্তপ্রকাশকত্বমিন্দ্রিয়াণামপ্রাপ্তেঃ সর্ব্বপ্রাপ্তের্বা ।১০৪।

ইন্দ্রিয়গ্রাম অপ্রাপ্ত প্রকাশক নহে, অর্থাৎ সংবদ্ধ না হইয়া কোন কিছু প্রকাশ করেনা ইন্দ্রিয়গ্রাম অসংবদ্ধ বা অপ্রাপ্তপ্রকাশক হইলে নিয়ত দূরস্থ ও ব্যবহিত পদার্থ প্রকাশ করিত ॥১০৪॥

ন তেজোঽপসর্পণাত্তৈজসং চক্ষুবৃত্তিতস্তৎসিদ্ধেঃ। ১০৫।

তেজঃ-পদার্থের অপসর্পণ দৃষ্টে চক্ষুরিন্দ্রিয়কে তৈজস বলা যুক্তিযুক্ত নহে। অন্য বস্তুও বৃত্তিরূপে প্রসর্পিত হয়॥ ১০৫॥

প্রাপ্তার্থপ্রকাশাল্লিঙ্গাদ্বৃত্তিসিদ্ধিঃ। ১০৬।

যে হেতু, নেত্র প্রাপ্ত পদার্থ প্রকাশ করে, সেই জন্য তাহার বৃত্তি উদ্ভব হয়। ইহা লিঙ্গের (হেতুর) দ্বারা বিজ্ঞেয়॥ ১০৬॥

ভাগগুণাভ্যাং তত্ত্বান্তরং বৃত্তিঃ সম্বন্ধার্থং সর্পতীতি। ১০৭।

বৃত্তি বহ্নিনিঃসৃত স্ফুলিঙ্গের ন্যায় নেত্রাদি ইন্দ্রিয়ের অংশ অথবা রূপাদির ন্যায় গুণ নহে। উহা একদেশাবস্থায়ী অথচ ভিন্ন। তাহা প্রসর্পণক্রিয়ারূপিণী॥ ১০৭॥

ন দ্রব্যনিয়মস্তদ্যোগাৎ। ১০৮।

প্রসর্পণক্রিয়াযোগিনী বৃত্তি বস্তু কি অন্য পদার্থ, সে বিষয়ে কোন নিয়ম দেখা যায় না। যোগার্থ দৃষ্টে তাহাই উপলব্ধ হয়। বর্ত্তত ইতি বৃত্তিঃ। যাহা স্বীয় অবস্থিতির হেতুভূত ব্যাপার— উহাই তাহার বৃত্তি। বৈশ্যবৃত্তি, শূদ্রবৃত্তি প্রভৃতি প্রয়োগ যেমন, বুদ্ধিবৃত্তি ও চক্ষুর্বৃত্তি প্রভৃতি প্রয়োগ তদ্রূপ॥ ১০৮॥

ন দেশভেদেঽপ্যন্যোপাদানতাস্মদাদিবন্নিয়মঃ। ১০৯।

ব্রহ্মধাম ও শিবধাম প্রভৃতি লোকভেদ থাকিলেও ইন্দ্রিয়-গ্রাম অন্যোপাদানক নহে। সর্ব্বত্রই আহঙ্কারিক ইন্দ্রিয়॥ ১০৯॥

নিমিত্তব্যপদেশাত্তদ্ব্যপদেশঃ। ১১০।

কোন কোন সময়ে নিমিত্ত-কারণে প্রাধান্য প্রদান পূর্ব্বক তদুৎপন্ন বলিয়া ব্যবহার করা হয়। যেরূপ বলা যায়, কাষ্ঠ হইতে বহ্নি। বস্তুতঃ কাষ্ঠ বহ্নি-প্রাদুর্ভাবের নিমিত্ত-কারণ; উপাদান-কারণ নহে। তদ্রূপ পার্থিব বস্তুর উপষ্টম্ভে তদনুগত তৈজস বস্তু

হইতে বহ্নির উদ্ভব হয়, তদ্রূপ তেজঃ প্রভৃতি ভূতের উপষ্টম্ভে তদনুগত অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয় হইয়াছে॥ ১১০॥

উষ্মজাণ্ডজজরায়ুজোদ্ভিজ্জসাঙ্কল্পিকসাংসিদ্ধিকঞ্চেতি নিয়মঃ। ১১১।

স্থূল দেহ ষড় বিধ,—উষ্মজ অণ্ডজ, জরায়ুজ, উদ্ভিজ্জ, সাঙ্কল্পিক ও সাংসিদ্ধিক। ইহাই নিয়মিত। কিন্তু সাংকল্পিক ও সাংসিদ্ধিক অতি অল্প। উষ্মজ ও স্বেদজ সমান কথা। সনকাদি মুনি সাংকল্পিক অর্থাৎ ব্রহ্মার মানস সন্তান। রক্তবীজ প্রভৃতির দেহ হইতে দেহান্তর জন্মিয়াছিল, তাহা সাংসিদ্ধিক। যে দেহ মন্ত্রবলে, তপোবলে ও ঔষধবলে জন্মে, তাহাও সাংসিদ্ধিক॥ ১১১॥

সর্ব্বেষু পৃথিব্যুপাদানমসাধারণ্যাত্তদ্ব্যপদেশঃ পূর্ব্ববৎ। ১১২।

সমুদায় স্থূলদেহের উপাদান ক্ষিতি। ক্ষিতি স্থূলদেহে অসাধারণ অর্থাৎ অধিক। এই হেতু স্থূলদেহ পার্থিব শব্দে ব্যপদিষ্ট হয়॥ ১১২॥

ন দেহারম্ভকস্য প্রাণত্বমিন্দ্রিয়শক্তিতস্তৎসিদ্ধেঃ। ১১৩।

শরীরে যে প্রাণ আছে, তাহা শরীরের আরম্ভক (উৎপাদক) নহে। প্রাণ স্বয়ং ইন্দ্রিয়শক্তি হইতে জাত॥ ১১৩॥

ভোক্তুরধিষ্ঠানাদ্ভোগায়তননির্ম্মাণমন্যথা পূতিভাবপ্রসঙ্গাৎ। ১১৪।

ভোক্তার অর্থাৎ জীবের অধিষ্ঠানে (ব্যাপারভেদে) ভোগায়তনের অর্থাৎ দেহের নির্ম্মাণ (গঠন) নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। অন্যথা অর্থাৎ জীবের অধিষ্ঠান অভাবে গর্ভগত শুক্র-শোণিত মৃত শরীরের ন্যায় বিকৃত হইয়া যায়॥ ১১৪॥

ভৃত্যদ্বারা স্বাম্যধিষ্ঠিতির্নৈকান্তাৎ। ১১৫।

শরীরগঠনে সাক্ষাৎসম্বন্ধে স্বামীর কোনরূপ অধিষ্ঠিতি অর্থাৎ চেতনপুরুষের ব্যাপার নাই। তাহা তদীয় প্রাণরূপ ভৃত্যের

দ্বারা সম্পন্ন হয়। ফল কথা এই যে, চেতনপুরুষ প্রাণসংযোগ করত শরীর গঠন করেন ॥ ১১৫ ॥

সমাধিসুষুপ্তিমোক্ষেষু ব্রহ্মরূপতা। ১১৬।

সমাধি শব্দ দ্বারা অসম্প্রজ্ঞাত অবস্থা বুঝায়। সুষুপ্তি শব্দে সম্পূর্ণ সুষুপ্তি (নিঃস্বপ্ন নিদ্রা)। মোক্ষ শব্দে বিদেহকৈবল্য। পুরুষ এই তিন কালে ব্রহ্মরূপ হন ॥ ১১৬॥

দ্বয়োঃ সবীজমন্যত্র তদ্ধতিঃ। ১১৭।

তন্মধ্যে সমাধি ও সুষুপ্তি এই উভয় কালে সবীজ ব্রহ্মরূপে এবং বিদেহকৈবল্যে নির্বীজ ব্রহ্মরূপে অধিষ্ঠিত হন। (সমাধি-সুষুপ্তিতে সংসারবীজ তিরোহিত থাকায় পুনরুত্থান হয়। বিদেহ-কৈবল্যে তাহা না থাকায় পুনঃ সংসার হয় না)। ১১৭ ॥

দ্বয়োরিব ত্রয়স্যাপি দৃষ্টত্বান্ন তু দ্বৌ। ১১৮।

সমাধি ও সুষুপ্তি দর্শনে মোক্ষের (কৈবল্যের) দ[illegible]র্থাৎ অস্তিত্বানুমান করিতে পার। সমাধি ও সুষুপ্তি আছে, মে[illegible]ই, তাহা নহে। (সমাধিসময়ের ও সুষুপ্তিসময়ের ব্রহ্মভাব [illegible]ষ্ট; পরন্তু তখন চিত্ত ও চিত্তস্থ রাগাদি দোষ সংস্কারীভূ[illegible] হইয়া থাকে। সেই হেতু সে ব্রহ্মভাব স্থায়ী হয় না। দোষ যদি জ্ঞানানল দ্বারা ভস্মীভূত হইয়া যায়, তাহা হইলে কেন না তাহা (ব্রহ্মভাব) স্থায়ী হইবে? সুষুপ্ত্যাদি সদৃশ ব্রহ্মভাব স্থায়ী বা স্থির হওয়াই মোক্ষ।) ॥ ১১৮ ॥

বাসনয়ানর্থখ্যাপনং দোষযোগেঽপি ন নিমিত্তস্য প্রধান-বাধকত্বম্। ১১৯।

দোষযোগ বিদ্যমানেও তৎকালে বাসনা অনর্থ ঘটায় না। কেন না, নিমিত্ত প্রধানের বাধক নহে। (তাৎপর্য্য এই যে,

সুষুপ্তি ও সমাধি উভয়ত্রই বাসনাখ্য সংসার-বীজ থাকে। বৈরাগ্য আসিয়া সে বীজ ধ্বংস না করিলে ব্রহ্ম হওয়া যায় না। সমাধি-সময়ে ব্রহ্মরূপ হওয়া স্বীকার্য্য; কিন্তু সুষুপ্তিসময়ে কি প্রকারে তাহা হইতে পারে? তৎকালে কি সংসার-বাসনা (সংস্কার) সংসার স্মরণ করায় না? ইহার উত্তর এই যে, সুষুপ্তি সময়ে যে বাসনা থাকে, তাহা প্রবল নিদ্রাদিদোষে বাধিতপ্রায় হইয়া থাকে। তদ্ধেতু সে সংস্কার তৎকালে সংসার স্মরণ করাইতে পারে না॥ ১১৯॥

একঃ সংস্কারঃ ক্রিয়ানির্ব্বর্ত্তকো ন তু প্রতিক্রিয়ং সংস্কারভেদা বহুকল্পনাপ্রসক্তেঃ। ১২০।

জন্মান্তরীণ যে সংস্কারের সামর্থ্যে যে দেহ উৎপন্ন হয়, সেই এক সংস্কার সেই দেহের ভোগ সমাপ্ত করে। ভোগ শেষ হইলে সে আপনা আপনি নিবৃত্ত হয়। প্রত্যেক ক্রিয়ার অর্থাৎ ভোগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার স্বীকার করা ন্যায্য নহে। (কুম্ভকারচক্রের ভ্রমিও বেগ নামক এক সংস্কারের বলে কিছুক্ষণ থাকে এবং ভ্রমণ সমাপ্ত হইলে তাহা নাশপ্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ একই সংস্কার জন্ম-সম্পাদন করে ও জন্মভোগ শেষ হইলে উপক্ষীণ হইয়া যায়)॥ ১২০॥

ন বাহ্যবুদ্ধিনিয়মো বৃক্ষগুল্মলতৌষধিবনস্পতিতৃণবীরুধাদীনামপি ভোক্তৃভোগায়তনত্বং পূর্ব্ববৎ। ১২১।

যাহাতে বাহ্যজ্ঞান বিদ্যমান, তাহাই জীব-দেহ, ইহা নিয়মিত নহে। বাহ্যজ্ঞানহীন বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, ঔষধি, বনস্পতি, তৃণ ও বীরুধ্ ইত্যাদির শরীরও ভোক্তার ভোগায়তন॥ ১২১॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অস্ত্যাত্মা নাস্তিত্বসাধনাভাবাৎ। ১।

আত্মার অবিদ্যমানতার সাধন নাই অর্থাৎ প্রমাণ নাই। উহা না থাকায় আত্মা আছে, ইহা দৃঢ়তর সিদ্ধান্ত ॥ ১ ॥

দেহাদিব্যতিরিক্তোঽসৌ বৈচিত্র্যাৎ। ২।

বিচিত্রতা হেতু আত্মা শরীরাদির অতিরিক্ত ॥ ২ ॥

ষষ্ঠী ব্যপদেশাদপি। ৩।

মদীয় দেহ, মদীয় মন, মদীয় বুদ্ধি, এই সম্বন্ধিসম্বন্ধের উল্লেখ দৃষ্টে আত্মার দেহাদিভিন্নতা নির্ণীত হয় ॥ ৩ ॥

ন শিলাপুত্রবৎ ধর্ম্মিগ্রাহকমানবাধাৎ। ৪।

শিলাপুত্রের দেহ, এই উল্লেখে অভেদে ভেদ ব্যবস্থাপিত হইতেছে বটে, কিন্তু আমার মন, আমার দেহ প্রভৃতি উল্লেখ তদ্রূপ নহে। কেন না, অভীপ্সিত স্থলে অভেদ ভেদষষ্ঠী (বিভক্তি-ভেদ) হওয়া প্রমাণবাধিত। (শিলাপুত্র অর্থাৎ লোড়া। পেষণ-প্রস্তর। তাহা ও তাহার দেহ একই পদার্থ) আমি ও আমার দেহ তদ্রূপ এক পদার্থ নহে। যে শিলাপুত্র, সেই শিলাপুত্রের দেহ, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সমুদায় প্রমাণ তদুভয়ের ভেদ বা ভিন্নতা নিষেধ করে; কিন্তু আমার ও দেহ, এ উভয়ের ভেদ কোনও প্রমাণ নিষেধ করে না ॥ ৪ ॥

অত্যন্তদুঃখনিবৃত্ত্যা কৃতকৃত্যতা। ৫।

পুরুষ আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির দ্বারা চরিতার্থ হয় ॥ ৫ ॥

যথা দুঃখাৎ ক্লেশঃ পুরুষস্য ন তথা সুখাদভিলাষঃ। ৬।

কারণ, বাহুল্য হেতু দুঃখের প্রতি যত বিদ্বেষ, সুখের প্রতি বাসনা তত নহে। (ফলতঃ সুখবাসনা অপেক্ষা দুঃখনিবৃত্তির বাসনা বলবতী) ॥ ৬ ॥

কুত্রাপি কোঽপি সুখীতি। ৭।

তৃণ, তরু, পশু, মনুষ্যাদি অনন্ত প্রাণীর মধ্যে কোন কোন প্রাণী (কোন মনুষ্য ও কোন দেবতা) সুখী দৃষ্ট হয় ॥ ৭ ॥

তদপি দুঃখশবলমিতি দুঃখপক্ষে নিক্ষিপন্তে বিবেচকাঃ। ৮।

বিবেচক ব্যক্তি তাহাদের সে সুখকে দুঃখমিশ্রিত দর্শনে দুঃখপক্ষে নিক্ষেপ করেন। (তাহা বিষযুক্ত অন্নের ন্যায়; সুতরাং তাহা সুখ নহে, বরং দুঃখ) ॥ ৮ ॥

সুখলাভাভাবাদপুরুষার্থমিতি চেন্ন দ্বৈবিধ্যাৎ। ৯।

মোক্ষসংজ্ঞক দুঃখনিবৃত্তিসময়ে সুখানুভবের অভাব থাকে। এই হেতু যে মোক্ষ অপুরুষার্থ, তাহা নহে। কেন না, পুরুষার্থ দ্বিবিধ। সুখও পুরুষার্থ এবং দুঃখনিবৃত্তিও পুরুষার্থ, কেহ কেবল সুখ ইচ্ছা করে, কেহ বা দুঃখনিবৃত্তি অভিলাষ করে ॥ ৯ ॥

নির্গুণত্বমাত্মনোঽসঙ্গত্বাদিশ্রুতেঃ। ১০।

শ্রুতিপ্রমাণে বুঝা যায়, আত্মা অসঙ্গস্বভাব অর্থাৎ নির্গুণ। সুতরাং সুখ ও দুঃখনিবৃত্তি উভয়ের কিছুই প্রার্থনীয় নহে ॥ ১০ ॥

পরধর্ম্মত্বেঽপি তৎসিদ্ধিরবিবেকাৎ। ১১।

সুখদুঃখাদি পরধর্ম্ম (চিত্তধর্ম্ম) হইলেও তাহা অবিবেক-নিবন্ধন আত্মায় সিদ্ধি অর্থাৎ প্রতিবিম্বভাবে থাকা প্রমাণিত হয়। সেই প্রতিবিম্বনিবৃত্তি পুরুষের বাঞ্ছনীয় হইতে পারে ॥ ১১ ॥

অনাদিরবিবেকোঽন্যথা দোষদ্বয়প্রসক্তেঃ। ১২।

অবিবেক প্রবাহরূপে অনাদি। যদি সাদি বল, তবে দুই দোষ ঘটে। সে দোষদ্বয় সাদিত্বনির্ণয়ের অন্তরায়। (অবিবেক স্বয়ং জন্মে, এ পক্ষে মুক্ত পুরুষের পুনর্বন্ধনাপত্তি ও কর্ম্ম-প্রভব, এ পক্ষে কর্ম্মের কারণ অনুসন্ধানে অনবস্থা) ॥ ১২ ॥

ন নিত্যঃ স্যাদাত্মবদন্যথানুচ্ছিত্তিঃ। ১৩।

আত্মা যেরূপ অখণ্ড অনাদি, অবিবেক তাহা নহে। উহা প্রবাহাকারে অনাদি। প্রবাহাকার অনাদি ভিন্ন অখণ্ড অনাদির উচ্ছেদ নাই ॥ ১৩ ॥

প্রতিনিয়তকারণনাশ্যত্বমস্য ধ্বান্তবৎ। ১৪।

তিমির যদ্রূপ নির্দ্দিষ্টকারণনাশ্য, কেবলমাত্র আলোকনাশ্য, তদ্রূপ বন্ধনের হেতু অবিবেকও নির্দ্দিষ্টকারণনাশ্য অর্থাৎ বিবেক দ্বারাই উহা নাশ পায় ॥ ১৪ ॥

অত্রাপি প্রতিনিয়মোঽন্বয়ব্যতিরেকাৎ। ১৫।

বিবেকেরও নির্দ্দিষ্ট কারণ আছে। শ্রবণ, মনন ও নিদি-ধ্যাসন। অন্বয়ে ও ব্যতিরেকে ঐ তিনের কারণতা সম্পন্ন হয় ॥ ১৫ ॥

প্রকারান্তরাসম্ভবাদবিবেক এব বন্ধঃ। ১৬।

অন্যরূপ অসম্ভব বলিয়া অবিবেকই বন্ধন। (বন্ধন অর্থাৎ দুঃখসংযোগ। উহা অবিবেক নিবন্ধনই ঘটিয়াছে) ॥ ১৬ ॥

ন মুক্তস্য পুনর্বন্ধযোগোঽপ্যনাবৃত্তিশ্রুতেঃ। ১৭।

মুক্ত হইলে আর তাহার বন্ধন নাই। শ্রুতি কহেন, মুক্ত পুরুষের আবৃত্তি (পুনরাগম বা পুনঃ সংসার) নাই ॥ ১৭ ॥

অপুরুষার্থত্বমন্যথা। ১৮।

মুক্ত হইলেও যদি পুনর্বন্ধন ঘটিত, তবে মুক্তি পুরুষার্থপদ-বাচ্য হইত না। কেহই মুক্তি বাঞ্ছা করিত না॥ ১৮॥

অবিশেষাপত্তিরুভয়োঃ। ১৯।

ভাবি-বন্ধন দেখিলে উভয়ের অর্থাৎ বদ্ধ ও মুক্তের কি প্রভেদ থাকে? ॥ ১৯ ॥

মুক্তিরন্তরায়-ধ্বস্তের্ন পরঃ। ২০।

মুক্তি প্রতিবন্ধকধ্বংস অর্থাৎ অন্তরায়-বিনাশ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। (প্রতিবন্ধক শব্দে অবিবেক বা প্রকৃতির প্রতি-বিম্বন)॥ ২০॥

তত্রাপ্যবিরোধঃ। ২১।

অন্তরায়-বিনাশই মোক্ষ, এ সিদ্ধান্ত পুরুষার্থবিরোধী নহে। (দুঃখযোগ ও দুঃখবিরহ উভয়ই পুরুষে কল্পিত। অবিবেক দূর হইলে দুঃখনিবৃত্তি হয়। সুতরাং অবিবেক-সংজ্ঞক প্রতি-বন্ধকের বিনাশই পুরুষার্থ)॥ ২১॥

অধিকারিত্রৈবিধ্যান্ন নিয়মঃ। ২২।

শ্রবণমাত্রে বিবেকসাক্ষাৎকার ঘটে না। কেন না, বিবেক-জ্ঞানের অধিকারী ত্রিবিধ ;—উত্তম, অধম ও মধ্যম। উত্তমাধি-কারীদিগের শ্রবণের অনন্তর তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়॥ ২২॥

দার্ঢ্যার্থমুত্তরেষাম্। ২৩।

মধ্যম ও অধম অধিকারিগণের জন্য আন্তরিক প্রতিবন্ধক ধ্বংসরূপ মোক্ষের দৃঢ়তা-সম্পাদনার্থ শ্রবণের পর মননের ও নিদিধ্যাসনের বিধান হইয়াছে॥ ২৩॥

স্থিরসুখমাসনমিতি ন নিয়মঃ। ২৪।

স্বস্তিকাদি আসন অভ্যস্ত করিতেই হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই। দেহ ও মন বিচলিত না হয় ও সুখপ্রদ হয়, এরূপ উপবেশনকেই আসন বলা যায়॥ ২৪॥

ধ্যানং নির্বিষয়ং মনঃ। ২৫।

অন্তঃকরণ বিষয়পরিশূন্য অর্থাৎ বৃত্ত্যন্তর-রহিত হইলে তাহা ধ্যান-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়॥ ২৫॥

উভয়থাপ্যবিশেষশ্চেৎ নৈবমুপরাগনিরোধাদ্বিশেষঃ। ২৬।

উপরাগ নিরুদ্ধ হওয়া হেতু অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিবিম্ব পুরুষ হইতে অপগত হওয়া নিবন্ধন যোগাবস্থা অযোগাবস্থ অপেক্ষা বিশিষ্ট অর্থাৎ পৃথক্। বুদ্ধির ছায়া অবরুদ্ধ না হইলে দুই অবস্থাই তুল্য॥ ২৬॥

নিঃসঙ্গেঽপ্যুপরাগোঽবিবেকাৎ। ২৭।

সঙ্গহীন পুরুষে পারমার্থিক উপরাগ নাই বটে, কিন্তু তিনি বুদ্ধির সহিত অবিবিক্ততা নিবন্ধন প্রতিবিম্ব দ্বারা উপরাগ-প্রাপ্তের ন্যায় হন॥ ২৭॥

জবাস্ফটিকয়োরিব নোপরাগঃ কিন্ত্বভিমানঃ। ২৮।

উপরাগও প্রকৃত নহে। জবাকুসুম স্ফটিক-সন্নিহিত থাকিলেও স্বচ্ছস্বভাব স্ফটিকে জবার বাস্তব উপকার হয় না, জবার রক্তিমা স্ফটিকে অনুক্রান্ত হয় না; তাহা প্রতিবিম্বিত হয় মাত্র। সেই প্রতিবিম্বে, 'স্ফটিক রক্তবর্ণ' এই আভিমানিকী বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। বুদ্ধি-পুরুষের উপরাগ সেইরূপ জানিবে॥ ২৮॥

ধ্যানধারণাভ্যাসবৈরাগ্যাদিভিস্তন্নিরোধঃ। ২৯।

যোগের হেতু ধ্যান, ধ্যানের হেতু ধারণা, ধারণার হেতু

অভ্যাস অর্থাৎ চিত্তস্থৈর্য্যসাধন। অভ্যাস স্থায়ী হওয়ার হেতু বিষয়বৈরাগ্য। বৈরাগ্যের হেতু বিষয়ের দোষানুসন্ধান। এই নিয়মে উক্ত উপরাগের নিরোধ (অবসান) হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

লয়বিক্ষেপয়োর্ব্যাবৃত্ত্যেত্যাচার্য্যাঃ। ৩০।

সাংখ্যাচার্য্যগণ কহেন যে, ধ্যানাদির দ্বারা লয়বৃত্তির ও বিক্ষেপবৃত্তির নিরোধ (অনুত্থান) ও পুরুষে বৃত্ত্যুপরাগের শান্তি হয় ॥ ৩০ ॥

ন স্থাননিয়মশ্চিত্তপ্রসাদাৎ। ৩১।

ধ্যানাদির জন্য স্থাননিয়ম নাই। যে স্থলে চিত্ত প্রফুল্ল হয়, তাহাই ধ্যানযোগ্য ॥ ৩১ ॥

প্রকৃতেরাদ্যোপাদানতান্যেষাং কার্য্যত্বশ্রুতেঃ। ৩২।

শ্রুতিতে উক্ত আছে, প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বাদি উদ্ভূত। সুতরাং প্রকৃতিই মূলকারণ ও অপরাপর তত্ত্ব তাহার কার্য্য ॥ ৩২॥

নিত্যত্বেঽপি নাত্মনো যোগ্যত্বাভাবাৎ। ৩৩।

পুরুষ অনাদি নিত্য হইলেও তিনি অযোগ্য বলিয়া উপাদান-কারণ (জগতের) নহেন। গুণ বা সম্বন্ধ হওয়ার হেতু পরিণাম-শক্তি না থাকিলে তাহা কাহারও উপাদান হইতে পারে না। পুরুষ নির্গুণ ও অসঙ্গ ॥ ৩৩ ॥

শ্রুতিবিরোধান্ন কুতর্কাপসদস্যাত্মলাভঃ। ৩৪।

পুরুষ জগৎকারণ, ইহা ব্যবস্থাপনার্থ যত কুতর্ক সৃষ্টি করিবে, সমস্তই শ্রুতিবাধিত; সুতরাং স্থিতিহীন হইবে ॥ ৩৪ ॥

পারম্পর্য্যেঽপি প্রধানানুবৃত্তিরণুবৎ। ৩৫।

প্রকৃতি তৃণাদি স্থাবর বস্তুরও হেতু সত্য; কিন্তু সাক্ষাৎ

কারণ নহে। যদ্রূপ পরমাণুকারণবাদীর মতে পরম্পরা সম্বন্ধেও পরমাণুর কারণতা অঙ্গীকৃত হয়, সেইরূপ সাংখ্যমতেও পরিণাম-পরম্পরায় প্রকৃতির কারণতা স্বীকার্য্য ॥ ৩৫ ॥

সর্ব্বত্র কার্য্যদর্শনাদ্বিভুত্বম্। ৩৬।

সর্ব্বত্রই প্রাকৃতিক পরিণাম লক্ষিত হয়; সুতরাং প্রকৃতি বিভু (সর্ব্বব্যাপিনী বা পরিপূর্ণা) ॥ ৩৬ ॥

গতিযোগেঽপ্যাদ্যকারণতাহানিরণুবৎ। ৩৭।

যদি বল, প্রকৃতি গতিবিশিষ্ট তাহা হইলে তাঁহাকে পরমাণু প্রভৃতির ন্যায় নিয়মিত বস্তু বলিতে হয় এবং তাহাতে তাঁহার মূলকারণতার হানি হয়। তাৎপর্য্য এই যে, প্রকৃতি পরমাণু প্রভৃতিবৎ পরিমিত বা পরিচ্ছিন্না নহেন। তিনি অপরিমিত। পরিমিত বস্তুই এক হইতে অন্যত্র গমন করে ॥ ৩৭ ॥

প্রসিদ্ধাধিক্যং প্রধানস্য ন নিয়মঃ। ৩৮।

প্রকৃতি বৈশেষিকাদি-প্রথিত দ্রব্যাদি পদার্থের অতিরিক্ত। দ্রব্যাদি নবসংখ্য অথবা প্রমাণাদি ১৬ পদার্থ আছে, অধিক নাই, এরূপ নির্দ্দেশ বা নিয়ম সম্ভব নহে ॥ ৩৮ ॥

সত্ত্বাদীনামতদ্ধর্ম্মত্বং তদ্রূপত্বাৎ। ৩৯।

সত্ত্বাদি গুণ প্রকৃতির ধর্ম্ম নহে। ঐ সকল প্রকৃতির স্বরূপ ॥ ৩৯ ॥

অনুপভোগেঽপি পুমর্থং সৃষ্টিঃ প্রধানস্যোষ্ট্রকুঙ্কুমবহনবৎ। ৪০।

প্রকৃতি স্বয়ং ভোগার্থ সৃষ্টি করেন না। তিনি উষ্ট্রের কুঙ্কুম-বহনের ন্যায় পুরুষ-ভোগার্থ সৃজন করেন ॥ ৪০ ॥

কর্ম্মবৈচিত্র্যাৎ সৃষ্টিবৈচিত্র্যম্। ৪১।

[illegible] কর্ম্ম (ধর্ম্মাধর্ম্ম) অতীব বিচিত্র (অনেক-